



মাসিক আল-মাগাযী

আগষ্ট-২০০৮ইং

لا إله إلا الله

আর প্রস্তুত কর (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার) নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া (যুদ্ধের বাহন সমূহ) থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। - আনফাল ৪৬০

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই নিক্ষেপণযোগ্য বা ক্ষেপণাস্ত্র শক্তিই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। -সহিহ মুসলিম

- ➡ রাষ্ট্র প্রধান যখন রাষ্ট্রদ্রোহী
 - ➡ নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ্--- (?)
 - ➡ রক্তাক্ত আফগানিস্তান
 - ➡ দুর্ধর্ষ টাউন গেরিলা
- এবং অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন।



দ্বিতীয় বর্ষ - ৮ম সংখ্যা
জামা : সানি - ১৪২৫ হিজরী
শ্রাবণ - ১৪১১ বাংলা
আগষ্ট - ২০০৪ ইস্যয়ী

তথ্যবহুল, মননশীল, গবেষণামুখী ও দ্বীন কায়েমের মুখপত্র

মাসিক আল-মাগাযী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাইখ মুসলিম বিন আদিল্লাহ
ডঃ ইমতিয়াজ আহমদ

সম্পাদক

শাইখ ইরফানুল আবীদ

নির্বাহী সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মদ সা'দ বিন আদিল্লাহ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ তাওফিক আল-আজাদ
আপনার যে কোন মতামত পরামর্শ ও
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইন্টারনেটে
ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন
almaghazi2000@yahoo.com

মূল্য : (১০/=) দশ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মক্কা প্রিন্টিং
প্রেস, মগবাজার,
ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ভিতরে যা আছে

- ✓ দারসুল কুরআন.....২
- ✓ দারসুল হাদীস.....৪
- ✓ সম্পাদকীয়.....৫
- ✓ সত্য চির অম্লান.....৭
নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ...(?)
আকরামুল ইসলাম
- ✓ বিশেষ প্রতিবেদন.....৯
নাস্তিকতার করালখাসে বাংলাদেশ
- ✓ সাম্রাজ্যবাদীদের কালো থাবা.....১১
নাস্তিক্যবাদ ধর্মোৎসর্গ ও এনজিও প্রসঙ্গ
শাহাদাৎ হোসাইন
- ✓ হায়াতুস সাহাবা.....১৪
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)
- ✓ মহাকাশের মাঝে.....১৬
“এ মহাবিশ্বে স্রষ্টা লুকিয়ে নেই”
- ✓ নির্যাতিত মুসলিম জনপথ.....১৮
রক্তাক্ত আফগানিস্তান
মীম আবিদুর রহমান মাসুম
- ✓ সমসাময়িক প্রসঙ্গ২১
রাষ্ট্রপ্রধান যখন রাষ্ট্রদ্রোহী
- ✓ প্রবন্ধ.....২৩
পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যা : একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র
- ✓ ধারাবাহিক নিবন্ধ.....২৫
আল-কুরআন ও আমাদের অবস্থান
- ✓ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি.....২৭
- ✓ ধারাবাহিক উপন্যাস.....২৮
দুর্ধর্ম টাউন গেরিলা
সাদ বিন আঃ আজিজ
- ✓ কবিতা কানন৩০
- ✓ সংবাদ পরিক্রমা.....৩১
- ✓ মুসলিম বিশ্বের সংবাদ.....৩৩
- ✓ প্রশ্নোত্তর৩৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- أَلَّا عَلَی
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنْ
ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ
لَأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

বঙ্গানুবাদ :

- (১) নিঃসন্দেহে মু'মিনগণ মুক্তি পেয়ে গেছে।
- (২) যারা তাদের সলাতে বিনয়-নম্র।
- (৩) এবং যারা নিরর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।
- (৪) আর যারা যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে।
- (৫) আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।
- (৬) তবে নিজেদের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন দাসীদের বেলায় হেফাযত না করলেও সে জন্যে তারা তিরস্কৃত হবে না।
- (৭) অতঃপর কেউ যদি এদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করে তাহলে তারা সীমালংঘনকারী বলে বিবেচিত হবে।
- (৮) যারা তাদের আমানত এবং ওয়াদা সমূহের হেফাযত করে।
- (৯) আর যারা তাদের সলাত সমূহের ব্যাপারে যত্নবান হয়।
- (১০) এরাই সত্যিকার উত্তরাধিকারী।
- (১১) যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

ব্যাখ্যা :-

উপরে সূরা আল মু'মিনুনের প্রথম এগারোটি আয়াত উদ্ধৃত করতঃ তা সরল বাংলা অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। আয়াতকয়টি মক্কায় অবতীর্ণ। আলোচ্য আয়াতকয়টিতে এমন অপরিহার্য সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে গুণগুলো অর্জন করতে পারলে সাফল্য লাভ অনিবার্য হয়ে পড়বে। আয়াতকয়টির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন মুসনাদে আহমদের একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন। রেওয়ায়েতটি ওমর ফারুক (রাঃ) হতে

বর্ণিত : তিনি বলেন, রসূল ﷺ এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ হত। একদা তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্য নাযিলকৃত ওহী শুন্যে অপেক্ষায় থাকলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর রসূল ﷺ কেবল মুখী হয়ে বসলেন এবং এ দো'য়াটি পাঠ করলেন,

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاکْرِمْنَا وَلَا تُفْخِرْنَا وَاعْظِمْنَا وَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضُ عَنَّا وَارْضِنَا

অর্থাৎ :- হে আল্লাহ আমাদেরকে বেশী করে দাও; ক্রম দিওনা। আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপদস্ত করোনা। আমাদেরকে দান কর- বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অগ্রাধিকার দাও- অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিওনা। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমরাও যেন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। অতঃপর আল্লাহর নবী ﷺ আলোচ্য আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে শুনালেন এবং এরশাদ করলেন- যদি কেউ এ আয়াতগুলোর উপর পুরোপুরি আমল করে তাহলে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। চূড়ান্ত সাফল্য লাভের অপরিহার্য গুণাবলিগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালার চূড়ান্ত সাফল্যের অপরিহার্য গুণাবলীর মধ্যে পূর্ব শর্ত হিসেবে ঈমানকে নির্দেশ করেছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে রসূল ﷺ প্রমাণ করে যে, একজন মানুষ ঈমান আনার পূর্বে যত ভাল কাজই করুক না কেন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তার কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই। অতএব ঈমান আনার পূর্বে কেউ যদি সলাত কায়েম করে অথবা যাকাত প্রদান করে তা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কবুল হবে না। আর চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ তো ইহকালীন জীবনে সম্ভবই নয়। তা কেবল পরকালীন জীবনেই হতে পারে।

এছাড়া পরিপূর্ণ সাফল্য হল জান্নাত লাভ করা। তাইতো আল্লাহর নবী ﷺ এরশাদ করলেন- যে সমস্ত মু'মিন আয়াতে বর্ণিত সাতটি গুণ পুরোপুরি অর্জন করতে পারবে তারা সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। আর তাতো পরকালেই হবে, ইহকালে নয়। তবে আল্লাহ তা'য়ালার এই গুণীজন ঈমানদারগণকে ইহকালীন জীবনেও আংশিক সাফল্য দান করে থাকেন। সাফল্যের মৌলিক গুণ ঈমানের বর্ণনার পর একে একে অপর সাতটি গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে- ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ আয়াতে সলাতের অবস্থায় বিনয়, নম্র ও স্থিরতার গুণ অর্জনের কথা নির্দেশ করা হয়েছে। খুশু শব্দের আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরিয়তের

পরিভাষায়- খুশু-হল-সলাতে মন এমনভাবে আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন হয়ে পড়বে যে, গায়রুল্লাহর কথা কল্পনায়ও আসবে না। অন্তর যেমন আল্লাহর প্রতি স্থির হয়ে থাকবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও তেমন নিজ নিজ অবস্থানে স্থির হয়ে থাকবে। সলাতের নিয়ম বহির্ভূত কোনভাবে অনর্থক কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করবে না। একাত্ত চিত্তে কেবল আল্লাহরই ধ্যানে নিমগ্ন থেকে সলাত আদায় করা। দ্বিতীয় গুণটি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন :-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

দ্বিতীয় গুণ বিশিষ্ট সফলকাম লোক তো ঐ সমস্ত মু'মিন বান্দারাই যারা বেহুদা অনর্থক কার্যাবলী থেকে বিরত থাকে।

সফলতা অর্জনের তৃতীয় গুণটি উল্লেখ করে এরশাদ হচ্ছে- ঐ সমস্ত মু'মিন যারা যাকাত প্রদান করে থাকে। যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ-পবিত্র করা। আর পারিভাষিক অর্থে যাকাত অর্থ- নেসাব পরিমাণ মাল থেকে শরিয়ত নির্দ্ধারিত অংশ পৃথক করে হকদারগণের মধ্যে বিতরণ করা। কোন কোন তাফসীরকারক যাকাত শব্দের অর্থ- আত্মশুদ্ধি গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় শিরক, নিফাক, বিদয়াত ও কাবাইর থেকে দেহ ও মনকে পবিত্র করার নাম যাকাত। মোদ্দা কথা সফলতা ঐ সমস্ত মু'মিনগণই লাভ করতে পারবে যারা তাদের মালিকানাধীন সম্পদ এবং মন ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে পারবে।

অতঃপর চতুর্থ গুণের উল্লেখ করে এরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - أَلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ -

“অর্থাৎ সফলকাম মু'মিন তারাই যারা তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। যারা আপন স্ত্রী ও শরিয়ত সম্মত দাসীদের ছাড়া অন্য সকল বিধি বহির্ভূত পন্থায় যৌন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে সংযত থাকে।”

৫ম ও ৬ষ্ঠ গুণের নির্দেশনায় এরশাদ হচ্ছে - সফলকাম মু'মিন তারাই যারা তাদের কাছে রক্ষিত আমানত এবং ওয়াদা সমূহের হেফাযত করে। (ক) আমানত বলতে কোন অর্পিত দায়িত্ব, সম্পদ ও বিষয়াবলীকে বুঝায়। তা আবার দু'প্রকার হতে পারে। (১) حقوق الله (আল্লাহর হক) সম্পর্কিত আমানত। (২) حقوق العباد (বান্দার হক) সম্পর্কিত আমানত।

আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত প্রবর্তিত বিষয়াবলী। যথা : ফরজ-ওয়াজিব সমূহ পালন করা, এবং নিষিদ্ধ কাজ যথা হারাম ও মাকরুহ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। অপর পক্ষে বান্দার হক বলতে আর্থিক আমানত এবং কথা ও গোপন কোন তথ্যের আমানত বুঝায়। এছাড়া কারো কাছ থেকে কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা ও এর অন্তর্ভুক্ত। সফলকাম মু'মিন তারাই যারা সকল প্রকার আমানতের হেফাযত করে এবং যথা সময়ে তা ফিরিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ গুণ عهد বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা। অঙ্গীকার অর্থ চুক্তি। প্রধানতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকেই আহদ বলা হয়। এছাড়া একতরফা ভাবে কোন অঙ্গীকার ও আহদ এর শামিল। যাকে ওয়াদা বলা হয়। উক্ত সকল ওয়াদা এবং অঙ্গীকারই অবশ্য পালনীয়। একজন ঈমানদারকে সফলতা লাভ করতে হলে অঙ্গীকার পূরণ করার কোন বিকল্প নাই। সাফল্য লাভের সপ্তম গুণ সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেন :-

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

“সফলকাম মু'মিন তারাই যারা তাদের সলাত সমূহের হেফাযত করে।” সলাত সমূহের হেফাযত বলতে সলাতের মুস্তাহাব ওয়াক্তকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর মুস্তাহাব ওয়াক্ত হল সলাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

যারা এই সাতটি গুণ অর্জন করতে পারে তাদের সফলতার সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ হচ্ছে-

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত হবে যে সমস্ত মু'মিন তাদের সৌভাগ্য ও পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে এরা তো জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার। আর তারা সর্বদা এ জান্নাতেই থাকবে।

উপসংহার :-

(১) একজন মানুষের জীবনের চরম ও পরম সাফল্য জান্নাত লাভ করা।

(২) ঈমানদার হওয়া ছাড়া জান্নাত লাভ করার বিকল্প কোন পথ নেই।

(৩) ঈমানদারদের মধ্যে যারা আলোচ্য সাতটি গুণ অর্জন করতে পারবে তারাই কেবল জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।

দারসুল হাদীস

শয়তানের ঘাটিগুলিতে বসে
বহু দলের নেতারা শয়তানের
স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করছে

عَنْ سِرَّةِ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَ مَقَاعِدَ قَعْدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لِمَ تَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ فَخَالَفَهُ وَاسْتَلِمَ وَقَعْدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ أَتَذَرُ مَلِكًا وَاهْلِكَ فَخَالَفَهُ وَهَاجَرَ ثُمَّ قَعْدَ فِي طَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ تُجَاهِدُ فَتُقْتَلُ فَيَنْكَحُ أَهْلُكَ وَيَقْسِمُ مَالُكَ فَخَالَفَ وَجَاهِدَ فَحُقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ (رواه النسائي إسناده صحيح انظره في تفسير القرطبي)

সাবরা বিন আবু ফাকিহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি বাস্তবিকই শয়তান আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের জন্য তিনটি ঘাটে অবস্থান করে। (১) তারা ইসলামের পথে বসে বলে, তুমি তোমার ও বাপ দাদার ধর্ম কেন পরিত্যাগ করছ? তারপর আদম সন্তান তার বিরোধিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে। (২) আর হিজরতের পথে বাধা হয়ে বলে, তুমি তোমার “ধন-সম্পদ ও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছ কেন? অতঃপর সে তার বিরোধিতা করে হিজরত করে। তারপর জিহাদের পথে বাধা হয়ে বলে, কি আশ্চর্য তুমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, তাহলে তুমি নিহত হবে, তারপর তোমার স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তি বিবাহ করে নিবে, আর তোমার ধন-সম্পদগুলো অন্যরা বন্টন করে নিবে। অতঃপর সে তার বিরোধিতা করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং এ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন। (সনদ সহীহ তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খন্ড ৯৬পৃষ্ঠা)।

শয়তান যেমন ইসলামের ঘাঁটিতে বসে আদম সন্তানকে ইসলামে প্রবেশ করতে মানা করে তেমনিভাবে মারফত-এর নামে মারার পথ, যা রসূল ﷺ এর ইনতেকালের ২০০ শত বৎসর পর জন্ম হয়। সেই পীর-ফকির জটাধারী বস্তা পরিহিতরা সাধারণ সরল প্রাণ মানুষগুলিকে মাজারের দিকে আহ্বান করে। আবার কোন দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যা খৃষ্টানের মতবাদ খৃষ্টানী কায়দায় জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করতে চায় তারা বলেন আসুন আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংলোক দ্বারা দেশ পরিচালনা করব। জেনে রাখুন গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ হলঃ- (ক) মানুষের মনগড়া তন্ত্রের দ্বারা ইসলাম আসতে পারে না বা শান্তি আসতে পারে না। কবির ভাষায়ঃ “ইসলাম জিন্দা হতা হ্যায় হর কারবালাকে বা’দ।” (খ) গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যকে বিশ্বাস করে এবং জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস মনে করে, কিন্তু ইসলাম সংখ্যার আধিক্যকে বিশ্বাস করেনা। বরং সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে। সুতরাং মূলগত দিক দিয়ে পার্থক্য থাকার কারণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামের বিজয় আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) আবার কেহ দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন করতে চান, কিন্তু তারা সশস্ত্র জিহাদকারীদের সমর্থন করেন না। তাদের মতে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল অসি যুদ্ধের চেয়ে মসি যুদ্ধ অধিকতর শক্তিশালী। এযুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার তিনটি কথা, কলম,

সংগঠন। তারাও ঘাটিতে বসে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলিকে আয়াতের দিকে আসতে বাধা প্রদান করতঃ বলে থাকেন- **لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** - “নিজেদের জীবনকে স্ব-হস্তে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।” হয় আয়াতের অপব্যাখ্যা। উক্ত আয়াত জিহাদকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমার ভাষায় নয় বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ূব আনসারীর (রাঃ) ভাষায় শুনুন - আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তম রূপেই জানি, কথা হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয় সম্পত্তির দেখা-শোনা করব। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের কারণ, সে জন্যই আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। (তাফসীরে মাযারেফুল কুরআন ১০০পৃষ্ঠা)।

(৪) আবার প্রায় প্রত্যেক দলকেই রমজানের সিয়াম সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতে শুনা যায়, শুনা যায় রমজানের ফযিলত গুরুত্ব সম্পর্কে। উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** অথচ একই সূরার অপর একটি আয়াত **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ** সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বলে, রমজানের মাসে রোজা ফরজ কিন্তু কিতালের তো কোন মাস নির্ধারিত নাই। পৃথিবীতে যদি কখনো কিতালের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন দেখা যাবে। এসব বলে মানুষদেরকে প্রবঞ্চনা দিচ্ছেন। অথচ কিতালের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কথা হলো- **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ** **لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ** অর্থঃ আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনার অবসান হয়। যদি নেতাজী সাবকে বলা হয় বলেন তো নেতাজী সাহেব ‘হাত্তা’ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তিনি লা জবাব হবেন, কারণ আরবী ব্যাকরণ সম্মন্ধে তার চালান শূন্য। শরাহ মিয়াত আমিল নামক গ্রন্থ খানা নিজে কোন দিন কোন শিক্ষকের কাছে পড়েছেন কি না? আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। অথচ ‘কুতিবা’ শব্দ দ্বারা মানুষদেরকে উল্টা-পাল্টা বুঝিয়ে ঘাটে বসে থেকে সাধারণ মানুষদেরকে কিতালের কাজে আসতে বাধা প্রদান করছেন। আমাদের দেশে অনেক আত্মত্যাগী মানুষ রয়েছেন তাদেরকে শয়তান-এর স্থলাভিষিক্ত নেতা ও পীর সাহেব, বড় আত্মত্যাগী কাজে আসতে বাধা প্রদান করছেন। প্রিয় রসূলের ভাষায় সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্যের কাজ হলোঃ-

روا الحسن قال قال رسول الله ﷺ ان فوق كل برء برء حتى يبذل العبد دمه فاذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك-

হাসান বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক পুণ্যের উপর পুণ্য আছে, এমনকি বান্দা তার রক্ত টুকুও যখন খরচ করে ফেলবে তখন উহার উপরে আর কোন পুণ্য থাকে না। (তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খন্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)।

আসুন মুসলিম উম্মাহ! শয়তানি পথ-ঘাট চুরমার করে জান্নাত পেতে হলে, সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের বাস্তবতায় দেখুন “আল্লাহ মু’মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অতঃপর তারা মারে ও মরে।”



সৌদী আরবে এক মার্কিনীর শিরোচ্ছেদ

ও তার প্রতিক্রিয়া :-

গত ১৮ জুন শুক্রবার সৌদী আরবে মুজাহিদ সংগঠন আল-কায়েদার সদস্যরা সৌদী আরবে এক মার্কিন হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারকে শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করেছে। হত্যার চারদিন পূর্বে তারা এই মার্কিনীকে অপহরণ করে; জিম্মি করে রাখে। আল-কায়েদা সদস্যরা চারদিনের মধ্যে সৌদী কারাগারে আটক আল-কায়েদা সদস্যদের মুক্তি দাবী করে। তারা এ কথাও জানিয়ে দেয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আটক আল-কায়েদাদের মুক্তি না দিলে তারা তাদের হাতে জিম্মি পল জনশনকে হত্যা করবে। মার্কিনীদের তল্লাবাহক সৌদী সরকার আল-কায়েদাদের এ দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানায়। কমান্ডোরাও তাদের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর জিম্মি পল জনশনের শিরোচ্ছেদ করে।

এ ঘটনায় পশ্চিমা বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন। সৌদী সরকার এ হত্যা কাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে বলেছে এ হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের কঠোর হস্তে দমনের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। ভাষ্যকার আবার ইসলামের দোহাই দিয়ে বলেছে- এ ধরনের ঘৃণ্য কার্যক্রম ইসলামের মূল্যবোধের পরিপন্থী। ইসলাম হচ্ছে সবার, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থানের ধর্ম।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন নাগরিকের শিরোচ্ছেদের নিন্দা জানিয়ে বলেছে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখা যাবে না। বুশের দোসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যেয়ারও নিন্দা জানিয়ে বলেছে- এ হত্যাকাণ্ড একটি বর্বরতা। অনুরূপভাবে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি ও প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘ মহা সচিব কফি আনানও প্রতিবাদ জানাতে যেয়ে বলেছে- এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কারো জন্যই কল্যাণকর হবে না। পশ্চিমা গোষ্ঠীর সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমরাও এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ও শিরোচ্ছেদের ঘটনায় দুঃখিত। মর্মান্বিত ও আতঙ্কিত। আমরা এর প্রতিকার চাই।

এখানে একটি গল্প বলে রাখতে চাই আর তা হলো :-

কোন এক সময় নাকি-মহামতি ইবলিশ তার সভাসদ বিজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রকৌশলী বড় বড় শয়তানদেরকে ডেকে

তাদেরকে বলল, শোন আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে অভিশাপ দিয়ে বিতাড়িত করেছিলেন তখন আমি একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম হে আল্লাহ এই আদমের জন্যই আজ আমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত। তার জন্যই আমার সর্বনাশ হল। আমিও আদম এবং বনী আদমের সর্বনাশ করেই ছাড়ব। আমি তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান ও বাম দিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে যাব।

কিন্তু কি অবাক কাণ্ড বর্তমান বিশ্বে আদম সন্তানেরা বড় সুখে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করছে। না, তা হতে দেয়া যায় না, কিছুতেই না। যাও তোমরা বেরিয়ে পড়। আসমান-জমিনে, জলে-স্থলে ও পর্বত মালায় যে যেখানে পার আঘাত হানতে থাক। বনি আদমের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান ও বাম থেকে আক্রমণ কর। ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে যাও। দুনিয়াটাকে ফেৎনা-ফাসাদ তথা সন্ত্রাস দিয়ে ভরে দাও।

জি হুজুর, জাহ্পনা বলে সব হুড়মুড় করে বের হয়ে গেল। সমাজদেহের সর্বত্র আঘাত হানতে থাকল। কিন্তু এক প্রবীন প্রকৌশলী শয়তান ভাবল এমন কিছু একটা করতে হবে যার ফলে সারা সমাজে ফেৎনা ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। সে পরিকল্পনা করল এবং তারই অংশ হিসাবে একটি বাড়ীর প্রাচীরে সামান্য গুড় লাগিয়ে দিল। বাস পরিকল্পনা মারফিক কাজ শুরু হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু মাছি এসে গুড়ের উপর বসে তা খেতে লাগল। তা দেখে কয়েকটি টিকটিকি এসে মাছির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিকটেই ছিল একটি পোষা বিড়াল। সেও সুযোগ হাত ছাড়া করল না। বিদ্যুৎ গতিতে সে টিকটিকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ীর গেটেই ছিল একটি পোষা কুকুর। সুযোগ বুঝে কুকুরটি বিড়ালটিকে এক থাবা মেরে বসল। কুকুরের এক থাবার আঘাতে বিড়ালটি মরে গেল। চেচামেচি শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এল। মালিক তার পোষা বিড়ালটির মৃত্যুতে মর্মান্বিত হয়ে কুকুরটির মাথায় সজোরে এক আঘাত করে বসল। সাথে সাথে কুকুরটির ও মৃত্যু হল।

বাড়ীর মালিক তার পোষা কুকুরটির এ হত্যাকাণ্ড দেখে হত্যাকারী বিড়ালের মালিকের মাথায় সজোরে এক আঘাত হেনে বসল। তাতেই তার মৃত্যু হল। এবার এ দৃশ্য দেখে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা বাড়ীর মালিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মারপিটে কুকুরের মালিকও মৃত্যু বরণ করল। আর যায় কোথায়- দুপক্ষের লোকই লাঠি সোটা নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসতে থাকল এবং আঘাত পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করে দিল। সারা এলাকা জুড়ে ফেৎনা ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ল।

এবার বিচার করুন। অপরাধী কে? যারা আঘাত খেয়ে পাল্টা আঘাত হানল তারা না যে ইবলিশ লুকুম দিল- যে বড় প্রকৌশলী শয়তান পরিকল্পনা তৈরি করল সে। আপনি যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট না হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিঃসংকোচে রায় দিবেন-বিংশ শতাব্দীর ইবলিশ বুশ-ব্ল্যেয়ার এবং তাদের দোসর বড় বড় প্রকৌশলী শয়তানেরাই শান্তিপূর্ণ বিশ্বকে জাহান্নামে পরিণত করে চলছে। এ বাস্তব সত্য কথাটি সকলেরই জানা। প্রবাদ আছে, ভাঙুরের নাম সকলেরই জানা কিন্তু শাস্ত্রে নাকি আছে ভাঙুরের নাম বলতে নাই। তাই।

টিল মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে বুশ-ব্ল্যেয়াররা মুসলমানদেরকে কেন টার্গেট করলেন। কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেন। কেন মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক দখল করে নিলেন। কেন হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলেন। কেন লক্ষ লক্ষ অবলা মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করলেন। কেন লক্ষ কোটি মানুষকে ভিটে মাটি ছাড়া করলেন এমন হাজারো 'কেন' এর উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে। না দিয়ে কোন উপায় নাই। মুসলমানদের কোন সর্বনাশটা করতে বাকী রেখেছেন আপনারা। রাষ্ট্র, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সবই ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাদের সহায় সম্পদ ভিটে মাটি, সুখের সংসার কেড়ে নিয়েছেন। ইজ্জত, সম্মান এমনকি পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছেন।

হাজার হাজার টোন বোমা ফেলে লাখো লাখো নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছেন। কনটেনারে ভর্তি করে জীবন্ত মানুষগুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে বর্বরতার ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে যা যা করা সম্ভব ছিল সবই করেছেন- কিছুই বাকী রাখেননি। মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। পিছনে তো আর জায়গা নেই। অপর পক্ষে ইহুদী-খ্রিষ্টান ও তাদের দোসরদের সম্মুখ পানে তো আর কোন জায়গা নেই। তারা তো শেষ প্রান্তে এসে গেছে। তাদের পিছনে বিস্তীর্ণ ময়দান ফাঁকা। দিবারাত্রের আবর্তনের চিরন্তন বিধান- এবার তাদেরকে এবাউট টার্ন করতে হবে।

মুসলমানরা মাত্র একজন পল জনসনের শিরোচ্ছেদ করেছে। তাতে কি হয়েছে? ছোট বেলায় কোন কবিতার একটি পংক্তি আপন মনে আবৃত্তি করতাম। পশ্চিমা জগতের হাউ মাউ আর চেষ্টামেচিতে তা আবার মনে পড়ে গেল- আর তা হল আমার বাংলা তুমি কেন ভাংলা; আমি একটু চিমটি কাটলাম, তুমি কেন কাঁদলা।

একটি দৈনিকের রিপোর্ট : আল-কায়েদার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে-আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পল জনসনকে হত্যা

করেছি। শয়তান তার কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছে। মুসলমানদের এ্যাপাচি হেলিকপ্টার থেকে মিসাইল নিক্ষেপের স্বাদ সেও পেয়েছে। আমেরিকা ও তার দোসরদের জন্য এটাই হচ্ছে উপযুক্ত শাস্তি।

অর্ধ শতাব্দীর ও বেশি সময় ধরে মুসলমানরা শুধু মার খেয়ে আসছে, আঘাত সহ্য করেছে প্রত্যাঘাত করেনি। মার খেয়ে খেয়েই মার শিখেছে। তারাই তো মার শিখিয়েছে। এখন পাল্টা মার শুরু হয়েছে। ইনশাআল্লাহ চলতে থাকবে।

মা-বোনদের উপর ধর্ষণের মহোৎসব চলতে থাকবে, কয়েদী ভাইদের পরনের কাপড় খুলে নিয়ে পাশবিকতায় বাধ্য করা হবে, ইবলিশ বুশ-ব্ল্যেয়ার আর তাদের দোসর শয়তানেরা তা উপভোগ করবে- দেখে দেখে মুচকি হাসবে আর উল্লাস করবে এ অপমান মুসলমানরা আর সহ্যে পারে না। তাই আজ দেশে দেশে মুসলিম যুবকদের প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। আজকের শপথ- এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

মুসলমানরা সন্ত্রাস করেনা। সন্ত্রাস দমন করে। তারা ফেৎনা সৃষ্টি করেনা-ফেৎনা নির্মূল করে। সুতরাং বুশ-ব্ল্যেয়ারদের ফেৎনা সন্ত্রাস যতদিনে চলতে থাকবে দমন আর নির্মূল অভিযানও ততদিন চলতেই থাকবে। কেননা মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ : “তোমরা ফেৎনা-সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক।”

(সূরা আনফাল : ৩৯)।

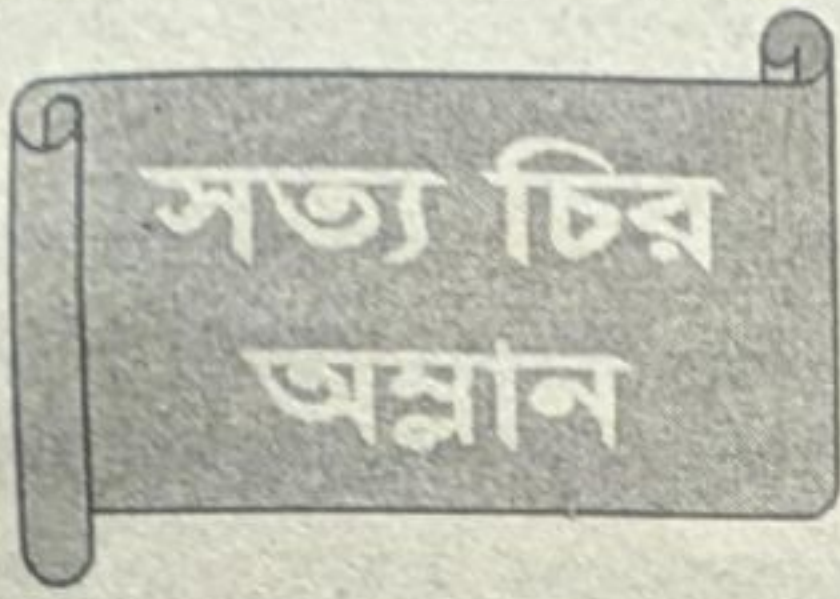
নবীন লেখকদের প্রতি

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা বৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম, আপনি কি আপনার স্ব-রচিত গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া-কবিতা, উপন্যাস, বিশেষ প্রতিবেদন ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ করতে আগ্রহী? আমরা আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই আপনাদের পাশে রয়েছি। তাহলে আর বিলম্ব কেন? বিলম্ব না করে অতিসত্ত্বর আপনার স্ব-রচিত লেখা আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধির/দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছে দিন। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন লেখা যেন ফুল স্কেপ পৃষ্ঠায়, সুন্দর ও স্পষ্ট হাতের অক্ষরের হয়। লেখার সাথে অবশ্যই লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে। গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একত্রে লিখে পাঠাবেন।

বিঃ দ্রঃ আমাদের প্রতিনিধি/দায়িত্বশীল ভাইদের নিকট লেখা পৌঁছানোর সাথে সাথেই যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি আল-মাগাযী অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

সম্পাদক আল-মাগাযী।



নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ.. (?)

আকরামুল ইসলাম

পূর্ব প্রকাশের পর

সুপ্রিয় সাথী ভাইয়েরা! আলোচনা করতেছিলাম রসূল ﷺ এর সময়কার কাফের-মুশরেকরা নবী-রসূলদেরকে কিরূপ নিন্দা ও কটুক্তি করত এ বিষয় নিয়ে। পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরকেও এমনভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে; যার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

مَا تَوَمَّادُوا سَافِرًا مَّا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
বিপথগামীও হননি (সূরা নাজম : ২)।

এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুধু মুহাম্মদ ﷺ নয় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরও করা হতো।

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ-

অর্থ : বান্দাদের জন্য আক্ষেপ! তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমণ করেনি যাদের প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। (সূরা ইয়াসীন : ৩০)।

যেখানে নবী-রসূলগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে রেহাই পাননি, সেক্ষেত্রে নবী-রসূলদের উত্তরসূরী হয়ে আমরা কি করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে রেহাই পাব।

বর্তমান সময়কার ফেরাউন, নমরুদ, আবু জেহেলের অনুসারীরা এরূপভাবে আমাদেরকে নিন্দা করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু নেই। তারা আমাদের উগ্রপন্থী, জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসী, রাজাকার, আলবদর, দালাল, নারী লিন্সু, চামার ইত্যাদি বলে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। যাতে করে আমরা ইসলামের পথ থেকে সরে দাঁড়াই। বড় বেদনার বিষয় এটা যে অধিকাংশ মুসলমান বুঝে না বুঝেই উক্ত শব্দ প্রয়োগ করে দ্বীনের অতন্ত্র প্রহরী মুজাহিদদের মনে কষ্ট দেয়।

সুপ্রিয় বন্ধুগণ! তারা যতই নিন্দা বা কটুক্তি করুক না কেন আমাদেরকে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

(৩) ভয় প্রদর্শন : ইসলামের দাওয়াত প্রচার করার পর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা উপলব্ধি করতে পারেন। তারা ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ইসলামের শত্রুরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নিন্দা করেও যখন লোকদেরকে দ্বীনের পথ থেকে সরাতে পারেনি তখন ভয়-ভীতি দেখাতে লাগল। এ ধরনের ভয়-ভীতি তারা একবার নয়; বারং বারই প্রদর্শন করেছে।

তারা বলত হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি যদি তোমার এ প্রলাপ বচন বন্ধ না কর, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এরূপ ভয়-ভীতি প্রত্যেক সত্যানুসারীদেরকেই দেয়া হত। শোয়ায়েব (আঃ)কে স্বীয় গোত্রের লোকেরা বলেছিল-

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَلَتْ عَلَيْنَا بَعِزُّنَا-

আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের কাছে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (সূরা হুদ : ৯১)।

নূহ (আঃ) তাওহীদ প্রচার করলে তাঁকে এ তাবলীগ থেকে বিরত থাকার জন্য হুমকি দেয়। কুরআনের ভাষায়-

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ-

তারা বলল, “হে নূহ যদি তুমি (এ পথ থেকে) বিরত না হও তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।

(সূরা শুয়ারা : ১১৬)।

মূসা (আঃ)কে ফেরাউন বলেছিল-

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ آلِهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ-

ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (সূরা শোয়ারা : ২৯)। অন্যান্য নবী-রসূলদেরকেও এভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হত। কুরআনের ভাষায়-

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرَجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ-

তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অদ্ভুত-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর আমরা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক কঠিন শাস্তি দিব। (সূরা ইয়াসীন : ১৮)।

প্রত্যেক নবী-রসূলদেরকে এরূপ ভয়-ভীতি দেখানো হত। যাতে তারা তাদের আদর্শ প্রচার থেকে বিরত থাকে। বর্তমান বিশ্বে ও রসূলের অনুসারীদের এভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে, যদি তোমরা লোকদের (ফরজ ইবাদত) জিহাদের আহবান জানাও তবে পুলিশের নিকট ধরিয়ে দিব। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহ তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তোমাদেরকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে। জিহাদ থেকে বিরত থাক নইলে পুলিশ তোমাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাবে। তোমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং এ জিহাদী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাক। আফসোস! ঐ মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের জন্য; যারা লোকদেরকে ফরজ ইবাদত থেকে দূরে রাখার পায়তারা চালাচ্ছে।

হে মুসলিম মিল্লাত! কখনোও কি একটু চিন্তা করে দেখেছেন এরূপই ভয়-ভীতি নবী-রসূলদের দেখানো হত। এজন্য কি তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে দূরে থাকত। হায়! আফসোস!! আজকের মুসলমানেরা কাফের-মুনাফিকদের প্রচারিত ভয়-ভীতির কথা শুনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে

দূরে সরে থাকছে। একটি বারও আল্লাহর ভয় বা আযাবের কথা চিন্তা করে দেখেনি। কিন্তু রসূলের ﷺ প্রকৃত অনুসারীরা কখনো এ ভয়-ভীতির তোয়াক্কা করে না। নিশ্চিন্তে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

(৪) নতুন সাথীদের প্রতি নির্যাতন :- কিছু সংখ্যক লোক রসূল ﷺ এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কোন ভয়-ভীতির তোয়াক্কা না করে ইসলাম গ্রহণ করে। যারা নবী ﷺ এর এ আদর্শ গ্রহণ করেছিল তাদের ব্যাপারে কাফের-মুশরেকরা নির্যাতনের চতুর্থ ধাপে উপনীত হয়। ইসলাম গ্রহণকারী নতুন সাথীদের প্রতি নির্যাতন চালাতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল এতে দুটি উদ্দেশ্য সফল হবে। (১) নতুন করে কেউ দাওয়াত গ্রহণ করবে না। (২) কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু কাফের-মুশরেকরা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, কোন ভয়-ভীতি বাধা-বিপত্তি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারবে না। বাস্তবেও তাই হয়েছে। দিন দিন ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরবের বেদ্বীন পৌত্তলিকরা আসহাবে রসূল তথা রসূল ﷺ এর সাহাবাদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। যে নির্যাতনের শিকার হন, বেলাল, খাব্বাব, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু জার গিফারী, সুমাইয়া (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ। রসূল ﷺ এ নির্যাতনের কথা শুনে অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। সত্যের সৈনিকেরা এ নির্যাতনের পর বিচলিত না হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে থাকে। বর্তমান সময়েও আমাদের মাঝে যারা নতুন করে জিহাদের দাওয়াত কবুল করবে, তাদের উপর কিছুটা নির্যাতন আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সুতরাং আমরাও সকল বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আমাদের আদর্শ প্রচারে অটল এবং অবিচল থাকি। দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি-

“এক ফোঁটা রক্তের বদলায়, বিশ্বের মুজাহিদ লড়বে

মানুষের মতবাদ দুপায়ে দলে ইসলামী হুকুমত গড়বে।

বাতিঘের যত সব হিংস্র থাবা ভেঙ্গে সব করে দেব চুরমার
যত আছে তাগুতের মসনদ জ্বলে-পুড়ে হয়ে যাবে ছারখার।”

(৫) সমাজচ্যুতি :- মানসিক নির্যাতনের অন্য একটি ধাপ হচ্ছে সমাজচ্যুতি বা অবরোধ। ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরে না পড়ার কারণে এ শাস্তি নির্ধারণ করে কাফের-মুশরেকরা। আল্লাহর রসূল ﷺ কাফেরদের কথা মেনে না নেওয়ার কারণে সকল সাহাবাসহ তাঁকে ‘শাবে আবু তালেব’-এ নির্বাসন দেওয়া হয়। প্রায় চার শতাধিক সাহাবায়ে কেরামগণ অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে দিন অতিবাহিত করেছেন ‘শাবে আবু তালেব’। বর্তমান সময়েও যারা কাফেরদের কথা অমান্য করে আল্লাহর হুকুম মান্য করেছে তাদেরকে কাফেরেরা সমাজচ্যুতি তথা সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে বয়কট করেছে। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাফেরদের অবরোধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ভয়ে সত্যের অনুসারীরা

কখনো এ সত্যাদর্শ প্রচার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না।

শারীরিক নির্যাতন :- ইসলাম প্রচার তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কারণে নবী-রসূলদের শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক ভাবে যে নির্যাতনের মোকাবেলা করতে হয়েছে তা ছিল নিম্নরূপ :-

(১) ক্ষুধা-দারিদ্র :- ‘শাবে আবু তালেব’-এ রসূল ﷺ সহ সকল সাহাবায়ে কেরামগণকে দিনের পর দিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে তবুও সত্যের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয়নি। আজকে যারা নিজেদেরকে সত্যের অগ্র সেনানী হিসেবে দাবী করছি তাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ‘শাবে আবু তালেব’ নামক স্থানে অবস্থানকালে রসূল ﷺ সহ সমস্ত সাহাবাদের কাফেলায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। বুখারীর হাদীসে এসেছে- নবী ﷺ সহ সমস্ত সাহাবাদের কোন খাবার ছিল না। তারা গাছের পাতা, ছাল খেয়ে জীবন ধারণ করেন। ফলে তাদের পায়খানা হয়েছিল পাখির পায়খানার মত সবুজ। এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন তবুও তারা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তবে আমরা তাদের অনুসারী হয়ে কাফেরদের অবরোধের ভয়ে কেন এ পথ থেকে দূরে সরে থাকব? কেনইবা এই মনোভাব পোষণ করব যে কাফেরেরা আমাদের অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে রাখলে আমাদের না খেয়ে দুঃখ-কষ্টে দিন অতিবাহিত করতে হবে। তবে কি আমাদের এ বিশ্বাস নেই যে “আল্লাহই হচ্ছেন উত্তম রিযিকদাতা, একমাত্র রিযিকদাতা।” তাহলে ক্ষুধা-দারিদ্রের ভয় করে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন থেকে বঞ্চিত হব কেন? এটাই তো আল্লাহর পরীক্ষা যা তিনি কুরআনে ইরশাদ করেছেন :-

وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মালও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে, সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।”

(সূরা বাকারা : ১৫৫)।

(২) প্রহৃত হওয়া :- রসূল ﷺ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কারণেই শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত শরীর। উটের নাড়ী-ভূড়ি মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে সিজদাকালীন সময়ে। অতএব, আজকে যারা সত্য পথের পথিক হিসেবে পথ চলছে তাদের উপর দু’একটি ইট-পাটকেলের ঢিল, লোকদের দ্বারা (বিনা অপরাধেই) প্রহৃত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেখানে নবী-রসূলদের প্রহার করা হয়েছে সেখানে তাঁর অনুসারীদেরকে কিছু বলা হবে না এটা কল্পনাও করা যায় না। (চলবে)।

বিশেষ প্রতিবেদন

নাস্তিকতার করালখাসে বাংলাদেশ

রাহাত খান

পূর্ব প্রকাশের পর

প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী অর্থাৎ সবচেয়ে মূল্যবান যে রত্ন-সেই ঈমান ও আকীদায় উজ্জীবিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ আজ একটি অরক্ষিত জনপদ। এখানে স্বাধীন ঈমানী স্বত্বায় বিকশিত হবার পথ অবরুদ্ধ। মুর্তাদ ও মুনাফেক পরিবেষ্টিত সময়-সমাজ।

ডঃ আলী রীয়াজ- আমেরিকা প্রবাসী একজন বাংলাদেশী অধ্যাপক। বর্তমানে আমেরিকার ইলিওনিস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। অতি সম্প্রতি তিনি একটি বই লিখেছেন। বইটির শিরোনাম: The politics of islamism in Bangladesh. বইটি প্রকাশ করেছেন, Rowman and Littlefield publishers, Inc (Lanham, Boulder, newyork, Toronlo, Oxford). যাতে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশে কিভাবে তালেবান ও আল-কায়েদা শক্তির উত্থান হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ খুবই নিকট ভবিষ্যতে একটি তালেবানী রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ আশংকা উক্ত বইতে প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ আলী রীয়াজ দেখাতে চেয়েছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামীকরণ হচ্ছে। অর্থাৎ ইসলামের উষার আলোয় বাংলাদেশ উদ্ভাসিত। এজন্য তিনি শংকা বোধ করেন।

রাজনীতি তথা সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডে ইসলামের উপস্থিতি তাদের কাছে কাম্য নয়। অনুরূপভাবে, অপর কুলাঙ্গার নারী- তাসলিমা নাসরিন যে নিজেও এখন আমেরিকায় বসতি গেঁড়েছে। জানি না, জরায়ুর স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে এইডস আক্রান্ত কিনা। সে আমেরিকার অন্য একটি ইউনিভার্সিটির পৃষ্ঠ পোষকতায় গবেষণা কর্ম পরিচালনা করছে। গবেষণার বিষয়, “মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার, প্রসার ও বাধা এবং করণীয়।”

উপরোক্ত বিষয়াবলী নিয়ে কোন ইহুদী, খ্রীষ্টান কিংবা মুশরিক সম্প্রদায় যদি গবেষণা করত, লিখত তাহলে আপত্তি করার কিছু ছিল না। কিন্তু এরা তথাকথিত মুসলিম পরিবার ও বাংলাদেশের সন্তান। যাদের কার্যক্রম ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্রের সাথে মিলে যায়। মূলত: এরা তাদেরই মদদ পুষ্ট। মুসলিম বিদ্বেষী এসব প্রকাশনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহুদীরা অর্থ সাহায্য ও পুরস্কার প্রদান করে থাকে। যার নমুনা

দেখতে পাই সালমান রুশদী লিখিত “স্যাটার্নিক ভার্সেস” এ। ডঃ আলী রীয়াজ, তাসলিমা নাসরিন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ডঃ হুমায়ূন আজাদ যেন সালমান রুশদীদেরই আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী। প্রকারান্তরে ইহুদীদের মিত্র।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, “তুমি মু’মিনদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে কঠোরতম দূশমন হিসেবে দেখতে পাবে।” কুরআনের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৫০টিতেই ইহুদীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায যাওয়ার পরপরই একের পর এক ইহুদীদের শত্রুতা প্রকাশিত হতে থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলমান ও শেষ নবীকে হত্যার পরিকল্পনা পর্যন্ত গ্রহণ করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী রসূলদের হত্যা থেকে শুরু করে তাবৎ যুদ্ধ বিগ্রহের মূলে রয়েছে ইহুদী ষড়যন্ত্র। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় থেকে শুরু করে ইসলামী খেলাফত এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহুদী চক্রান্ত অব্যাহত। প্রখ্যাত ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী আব্দুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যার ফলে, তাদের একটা অংশ ওসমান (রাঃ) কে শহীদ করে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে আলী (রাঃ)-র পর থেকে ইসলামী খেলাফতের অবসান ঘটে।

তুরস্কের উসমানী খেলাফতের পতনের জন্য মাদহাত পাশা নামক ইহুদীর ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কামাল আতা তুর্ক ছিল ইহুদীদের প্রতিনিধি। তার হাতেই উসমানী খেলাফতের অবসান হয়। কমিউনিজম বা সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স ছিল একজন ইহুদী। এরপর মনস্তত্ত্ব: বিজ্ঞানী ফ্রয়েড নিজেও একজন ইহুদী। যার গবেষণায় পাশবিক চিন্তার উন্মেষ এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যা ইসলামের মানবিক গুণাবলীকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

অতি সম্প্রতি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমীতে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির কাহিনী এরূপ- মুসলিম পরিবারের দু’জন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটি মেয়েটির উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। সীমাহীন নির্যাতন সহিতে না পেরে মেয়েটি একদিন ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে। নির্মম সমাজে পথিমধ্যে উক্ত মুসলিম মেয়েটি সহায় হিসেবে পায় একজন হিন্দু ড্রাইভারকে। নাম গগন ড্রাইভার। তার আশ্রয়ে বাস করতে থাকে মুসলিম মেয়েটি এবং নারী পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় এক সময় তারা

কাছাকাছি হয়। অতঃপর তাদের ঘরে আসে একটি ফুট ফুটে সন্তান। ঠিক এভাবে এগুতে থাকে নাটকের কাহিনী।

যেখানে গগন ড্রাইভার অবতীর্ণ হয় একজন দেবতার ভূমিকায় এবং ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থা পরিণত হয় একটি ঠুনকো, মূল্যহীন, সেকেল পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে আমরা ইহুদী সমাজ বিজ্ঞানী দূরকায়েম-এর স্পষ্ট মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাই। 'দূরকায়েম' ইসলামের পারিবারিক প্রথা ও বিয়ে ব্যবস্থার বিপক্ষে কলম ধরে সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সমাধি রচনা করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের নাটকে ইহুদী সমাজ বিজ্ঞানী দূরকায়েম এর স্বপ্নের বাস্তবায়ন যেন জ্বাজ্বল্যমান।

আজকের পৃথিবীতে এমনকি বাংলাদেশে আমরা যে খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতা দেখতে পাই এর মূলেও কিছ্র ইহুদী ষড়যন্ত্র। সামাইউল যুইমার নামক একজন ইহুদী গবেষক সারা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঘায়েল করার জন্য মিশনারী তৎপরতায় খ্রীষ্টানদের উদ্বুদ্ধ করে এবং এতে সে সাফল্য পায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থিওডোর হার্জল একজন ইহুদী। তার লিখিত একটি বইয়ের নাম "ইহুদী রাষ্ট্র"। এতে উক্ত লেখক ইহুদী রাষ্ট্রের একটি কল্পিত মানচিত্র অংকন করে এবং ইহুদীদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলে। ফলশ্রুতিতে তার মৃত্যুর পরপরই ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যা আজ মুসলিম বিশ্বের বিষ ফোঁড়া হিসেবে দেখা গিয়েছে।

ইহুদী ষড়যন্ত্র অত্যন্ত মারাত্মক। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের যেসব শহরে ইহুদীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করে থিওডোর হার্জল। উক্ত সম্মেলনে গোটা পৃথিবীর ৫০টি ইহুদী সংগঠনের বহু সংখ্যক ইহুদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ইহুদী নেতৃবৃন্দ নিজেদের উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে ২৪টি প্রটোকল তৈরি করে। এবং এরা কত ভয়ংকর চিন্তার অধিকারী ঐ প্রটোকল সমূহের মধ্য থেকে মাত্র তৃতীয় নম্বর ধারাটি অধ্যয়ন করলেই সহজে অনুধাবন করা যায়। প্রটোকলের তৃতীয় নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের উদ্দেশ্যের পথে যে কোন অন্তরায়কে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। আমরা যখন সক্ষম হব, তখন গোটা বিশ্ব শাসন করব এবং তখন আমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে সহ্য করা হবে না।" এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সে যে ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার আনুষ্ঠানিক ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়, আমরা ম্যাসন, আমরা অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত হতে পারি না। যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হব, নয় তারা। হয় তারা মরবে, নচেৎ আমরা মরবো। সকল ইবাদতগাহ বন্ধের আগ

পর্যন্ত আমরা অবসর পাব না।" উল্লেখ্য, ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন হচ্ছে ইহুদীবাদ সম্প্রসারণের একটি কৌশল এবং উক্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করে রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বাহাই ইত্যাদি। যা বাংলাদেশে অত্যন্ত জোরালোভাবে কার্যকর।

ঠিক এমনি ইহুদী থাবায় যখন সারা বিশ্ব আজ রক্তাক্ত, তখন বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মিডিয়ার মিথ্যার স্বপক্ষে অবাধ উচ্চারণ এবং কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর নোংরা দৌরায়ে বাংলাদেশ যেন একটি নাস্তিক অভয় অরণ্য। যা পরবর্তিতে ইহুদী ইজমের নিরাপদ বাসস্থলে পরিণত হবার ব্যাপক প্রয়াশ।

প্রথম ইহুদী প্রধানমন্ত্রী বিন গুরিয়ন এর একটি কথা খুব মনে পড়ে "আমরা সাময়িকভাবে তলোয়ার খাপবদ্ধ রেখেছি। ইহুদী জাতি নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নির্জ বাপ-দাদার ভূমিতে বসতি স্থাপন করবেই।" আর বাংলার কুলাঙ্গার নাস্তিক সম্প্রদায়ের তৎপরতা দেখে মনে হয় এদেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ছাপিয়ে নাস্তিকতার নামে ইহুদীবাদ বুঝি বুড়ি গঙ্গার পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে চায়।

বাংলার আকাশে আজ নাস্তিকতার ঘনঘটা। অসংখ্য নাস্তিক শকুন আকাশে উড়ছে আলী রীয়াজ, হুমায়ূন আজাদ, তাসলিমা নাসরিন, শামসুর রহমান, কবীর চৌধুরী প্রভৃতি নামে। এরা ইহুদীবাদের দোসর। ইহুদীরা প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সময়ে যে খাপবদ্ধ তলোয়ার উন্মুক্ত করতে চেয়েছিল, এদেশের নাস্তিকগোষ্ঠী সে তলোয়ার নিয়ে মাঠে নেমেছে ইসলাম ধ্বংস লীলায়। সময় বেশী নেই। ওঠো মুজাহিদ। কিতালের পথে এসো মিটিয়ে দিই নাস্তিকের দূরভিসন্ধি। মর্মমূলে আঘাত হানার এখনই সময়। (সমাপ্ত)।

বিদেশে মাগাযীর বার্ষিক গ্রাহক টাঁদার পরিমাণ

দেশ	রেজিঃ ডাক	সাধারণঃ ডাক
এশিয়া মহাদেশ :	৫৮০	৫৬০
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ :	৭৫০	৬৬৫
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ :	৭৮০	৮০০

ব্র্যাক-একটি সাম্রাজ্য

ব্র্যাকের কুকর্ম (৬)

খুলনা জেলার বটিয়া ঘাটায় (থানা সদরে) ১৯৮৮ সালে কাজ শুরু করে ব্র্যাক। খুলনা জেলার ১৪টি থানায় বর্তমানে ব্র্যাকের এরিয়া অফিস রয়েছে। ৬৭টি ইউনিয়নে রয়েছে সাব অফিস ৭৯৭টি মৌজায় রয়েছে একাধিক মাঠকর্মী। যারা সর্বদাই তৎপর ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে।

খুলনা জেলার বটিয়া ঘাটায় ব্র্যাকের সর্ব প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। আজিজুল হাকিম নামক এক “এম এ পাশ” যুবক বটিয়া ঘাটায় এসে একটি ঘর ভাড়া নেয়। শুরু করে ব্র্যাকের কার্যক্রম। এখানে এসেই সে সর্ব প্রথম খুঁজে নেয় তাঁর কর্মে সহযোগিতা করতে পারবে এমন দুইজন সমমনা যুবককে। তাদের একজন হলো অনিল ভৌমিক আর একজন হলো বাবুল আহমেদ। দু’জনেই শিক্ষিত বেকার যুবক।

১৯৮৮ সালে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করলেও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে। ব্র্যাক সম্রাট ফজলে হাসান আবেদ তাঁর বন্ধু ও সমমনা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডঃ ইউনুসকে সঙ্গে নিয়ে খুলনায় আসেন এবং চালু করে দিয়ে যান এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ফজলে হাসান আবেদ বলেন, ব্র্যাক হলো বাংলার মানুষের জন্য আশির্বাদ স্বরূপ। ব্র্যাকের সহযোগিতায় আজ লাখো বাঙ্গালী উন্নয়নের মুখ দেখেছে। পেয়েছে সুখ ও সমৃদ্ধি। ব্র্যাকের উপর নির্ভর করছে অনেকের বাঁচা মরার প্রশ্ন।

এদেশের এক শ্রেণীর মানুষ (মোল্লারা) আমাদের সমালোচনা করছে এই বলে, আমরা নাকি বিজাতীয় লোকদের (খ্রীষ্টানদের) টাকা এনে এই দেশের লোকদের বিজাতীয় বিধর্মী বানাচ্ছি। আমি তাদের (মোল্লাদের) বলব, আমরাতো তবুও কিছু একটা করছি। কিন্তু তোমরা করছটা কি। তোমরাতো নামায-রোজা করছ আল্লাহ ওয়ালা মানুষ। তবে তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে টাকা-পয়সা আনিয় এদেশের মানুষকে সাহায্য করে এদেরকেও আল্লাহ ওয়ালা মানুষ

বানাও। (তথ্যসূত্র :- Daily Morningsun 24-12-90) ও এনজিও সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চম বাহিনী তানভীর মোকাম্মেল)।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত কথাগুলোর সমগ্র বিশ্লেষণে আমি যাব না। যাবার প্রয়োজনও অনুভব করি না। আমি শুধু একটি কথার উপর আলোচনা করতে চাই। আর এ কথার অর্থ দিয়েই ফজলে হাসান আবেদের মুখোশ উন্মোচন সম্ভব। সে কথাটি হলো “তবে তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে টাকা-পয়সা আনিয় নাও।” প্রিয় সাথী ভাইয়েরা বিধর্মীদের সেবাদাস শয়তানের চেলা আবেদ বলল তোমাদের আল্লাহ-তার অর্থ আল্লাহ তার নয়। এ কথার মূল অর্থই হচ্ছে আমি আল্লাহকে মানিনা। (আমি মানি আমার অর্থ যোগান দাতাদের যীশুকে)।

এ কথার মাধ্যমে তাঁর বিধর্মী হবার কথা যেমন সুস্পষ্ট হয়ে যায় তেমনি তার কার্যক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও একটা ধারণা আমাদের মনে অংকন করে দেয়। যা হোক খুলনার ব্র্যাকের কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বোধনী বক্তব্যের পরে পত্র-পত্রিকা দীর্ঘ ৩ বছর কাল এ সম্পর্কে আর কোন তথ্য ছাপেনি।

৩ বছর পর ১৯৯৩ সালে আবার বিশেষ একটা ঘটনায় খুলনা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আর উত্তপ্ত হওয়ার কারণ হলো এই ব্র্যাকের আরও একটি কুকর্মের ঘটনা।

২২শে অক্টোবর ১৯৯৩ সাল। খুলনার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা জন্মভূমির প্রথম পৃষ্ঠার সাইড কলাম ছিল “ব্র্যাক কর্মকর্তার হাতে প্রহৃত হয়েছেন ফখরুল ইসলাম” কারণ, ইসলামের অবমাননা সহিতে না পারা।

ভিতরের খবর ছিল নিম্নরূপ- বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, ফখরুল ইসলাম ধর্মপ্রাণ না হলেও একজন ভাল মুসলমান। ধর্মকর্ম ঠিক মত পালন করতে না পারলেও ধর্মের প্রতি ভালবাসায় হৃদয় তার ভরপুর। তাই সে ইসলাম ধর্মের কোন প্রকার অবমাননা সহ্য করতে পারতো না। এই ফখরুল ইসলাম ব্র্যাকের অফিসে সদ্য চাকুরী প্রাপ্ত ২৮ বছরের যুবক। ফখরুল ইসলাম চাকুরীতে যোগদানের পর থেকেই দেখতে পাচ্ছে এই অফিসে ধর্মের কোন বিধি-বিধান মানা হয় না। বরং ধর্মের অবমাননা করা হয়।

অফিস টাইম নামাযের জন্য কোন বিরতি নেই। নেই নামায পড়ার স্থান ও বিছানা। ফখরুল ইসলাম তার বসুদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দেন- প্যানপ্যান করেন ক্যা- নামাযই যদি পড়বেন তো মসজিদে যান। ব্র্যাক অফিসে কেন আইসেন-যতোসব মুখের দল।

এরপর ফখরুল ইসলাম বুঝে নেই এই অফিসে বসে ইসলাম করা চলবে না। এরা মুসলমান হলেও ইসলামের দুশমন। আন্তে আন্তে ফখরুল ইসলাম লক্ষ্য করতে থাকেন ইসলাম বিরোধী যতকর্ম আছে সব এই অফিস সংঘটিত করছে। ফখরুল ইসলাম খেয়াল করে দেখে তাদের অফিসে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রচারপত্র দিয়ে ভরপুর। অফিসে বেশ কয়েকটি বাইবেল রয়েছে কিন্তু নেই একটাও কোরআনুল কারীম। এ ব্যাপারে অফিসকে প্রশ্ন করলে অফিস জানায়- আমাদের সকলের ঘরে ঘরেইতো কোরআন আছে তাই না। কিন্তু কোন বাইবেল কি আমাদের ঘরে আছে? নাই। আর নাই বলেই আমরা অফিসে পড়ার জন্য বাইবেল রেখেছি। সবধর্ম গ্রন্থই পড়া দরকার। সব ধর্ম সম্পর্কেই জানা দরকার।

এই উত্তর ফখরুল ইসলামকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ফখরুল ইসলাম আরো লক্ষ্য করেন অফিসে তার সহকর্মীদের অনেকেই গোপনে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। কিসের টানে এরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল তা জানতে গিয়ে ফখরুল জানতে পারেন অগণিত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে এদের ঈমান আকিদা। এককালীন প্রচুর অর্থের সাথে সাথে রয়েছে আজীবন নানা সুযোগ সুবিধা (খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে)।

সময় বয়ে চলেছে। আর ফখরুল ইসলামের তিক্ত অভিজ্ঞতার ঝুলিও আন্তে আন্তে ভরে উঠেছে। সময়ের সাথে সাথে ফখরুল ইসলাম উপলব্ধি করতে থাকে এখানে চাকুরী করতে হলে মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে খ্রীষ্টবাদ গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই ফখরুল ইসলাম মনে মনে ঠিক করে রাখে সময় সুযোগ মত এই চাকুরীটা সে ছেড়ে দেবে।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন আমেরিকা থেকে এসে হাজির হল- উইলিয়াম হার্ডষ্টোন নামক এক ধর্ম প্রচারক। তার আগমন উপলক্ষ্যে খুলনার এনজিও পাড়াতে সাঝ সাঝ রব পড়ে যায়। সবাই এই ধর্ম প্রচারককে খুশী করার জন্য উঠে পড়ে লাগে কারণ হলো এই উইলিয়াম হার্ডষ্টোনের রিপোর্টের উপর এনজিও গুলোর অনুদানের পরিমাণ নির্ভর করছে। খুলনা ব্র্যাক অফিস এই উইলিয়াম হার্ডষ্টোনকে সংবর্ধনা জানায় এবং তাদের অফিস মেসেই এনে তোলে। ব্র্যাক অফিসে তাকে নিয়ে প্রতিদিনই চলে নানা অনুষ্ঠান। ফখরুল ইসলাম এসব থেকে সযত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। উইলিয়াম হার্ডষ্টোনকে হাওয়ার ইউ বলতেও তার জিহ্বা ভারী হয়ে যায়। ঘৃণার জন্য নেয়। সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে ফখরুল ইসলাম সবার কাছে ধরা পড়ে যায়। ফখরুল ইসলামের বস আজিজুল হাকিম মুসলমান নামধারী খ্রীষ্টানদের চর। ইসলামের চরম দুশমন। তার নজর পড়ে সবকিছু থেকে আত্মরক্ষা করে চলা ফখরুল ইসলামের উপর। নিজ অফিস

রুমে ডেকে নেয় সে ফখরুল ইসলামকে। ফখরুল ইসলাম অফিসে প্রবেশ করেই দেখতে পায় অফিসে বসে আছেন-বস আজিজুল হাকিম-ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম হার্ডষ্টোন অফিস সহঃ বস-অনিল ভৌমিক ও বাবুল আহমেদ। অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা সদ্য ধর্মত্যাগী মাইকেল (শরীফ হোসেন) ও বসের অফিস সহকারী সদ্য ধর্ম ত্যাগী এলিনা (শামসুন্নাহার) অফিসের সেরা সুন্দরী ফাহিমা। ফাহিমা যদিও ঘোষণা দিয়ে ধর্মত্যাগ করেনি তবুও ধর্মত্যাগীদের চাইতে তার আচরণ আরও বেশি উগ্র। চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায় ও পোষাকে সর্ব দিক থেকে। এদেরকে অফিসে বসে থাকতে দেখে কোন সন্দোহন ছাড়াই ফখরুল ইসলাম রুমে ঢুকে তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে। বস আজিজুল হাকিম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। যদিও সবাই পূর্ব পরিচিত তবুও সু-চতুর আজিজুল হাকিম আবার সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয়। ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম হার্ডষ্টোনকে পরিচয় করে দেয়ার সময় বলা হয়- তিনি একজন শান্তির দূত, কল্যাণের অগ্র সৈনিক। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার প্রচেষ্টা সদা তৎপর। তিনি মানুষকে পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং মুক্তির উপায় বাতলে দেন। তিনি মহান ঈশ্বরের দিকে মানুষকে ডাকেন ও তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি ঈসা মসীহের খুব পেয়ারা লোক। ঈসা মসীহ তার হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা আজ তার কাছ থেকে পরকাল ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা শুনব। এই বলে আজিজুল হাকিম (পরে জানা গেছে সে অনেক পূর্বেই খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে নাম রেখেছে সায়মন পেরেরা) ধর্মপ্রচারক পরিচয় পর্ব সারল। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম হার্ডষ্টোন শুরু করে তার কথিত পরকাল ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কিত আলোচনা। তার বক্তব্য পুরোটা উপস্থাপনা করতে গেলে অনেক স্থানের দরকার তাই তা করা গেল না। পাঠক সমাজের অবগতির জন্য কেবল এটুকু বলছি যে, তার বক্তব্য ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর। ইসলাম সম্পর্কে হেন খারাপ কথা নাই; যা, সে তার পবিত্র মুখ দিয়ে বলেনি। এসমস্ত আপত্তিকর কথা হার্ডষ্টোনের মুখ থেকে বেরিয়েছে। যা যে কোন মুসলমানের মনে খুনের জিগাংসা জাগিয়ে দেবে। রক্তকে টগবগ করে ফুটিয়ে তুলবে। জাগিয়ে দেবে তার ঘুমন্ত সত্ত্বাকে। ফখরুল ইসলামের বেলাও তাই হলো।

উইলিয়াম হার্ডষ্টোন তার আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা শুরু করে দেয়।

ফখরুল ইসলাম অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে এতক্ষণ বসেছিল। কিন্তু হার্ডষ্টোনের আলোচনা যখন উপরে উল্লেখিত পর্যায়ে চলে আসে তখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়

সে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠে “খামুশ”। আসলেই সব খামুশ হয়ে যায়। ফখরুল ইসলাম বলে উঠে খামুশ কুত্তার বাচ্চা আর একটা বাক্য তোর (হার্ডষ্টোনের) মুখ থেকে বের হলে তোর জীব আমি টেনে ছিড়ে ফেলব। শয়তানের চেলারা তোমরা কি ভেবেছ! মুসলমানদের দেশ বাংলাদেশে বসে ইসলামের প্রাণ পুরুষ নবীর চরিত্রকে কলংকিত করছ। কত বড় সাহস তোমাদের। আজকেই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করব। ক্ষেপিয়ে তুলব জনগণকে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করেই ছাড়ব। রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে ফখরুল ইসলামের সারা শরীর। সে ভেবে পায় না এখন সে কি করবে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তার বস আজিজুল হাকিম ভেবে নেয় তার কিছু করা উচিত। এবার সে মাঠে নামে। ফখরুল ইসলামকে বুঝানোর চেষ্টা করে সে যেন রাগ না করে। হার্ডষ্টোন যা বলেছে এটা তার তথা খ্রীষ্ট সমাজের নিজস্ব বক্তব্য। এটাতো আর আমাদের বক্তব্য নয়। সে এদেশে মেহমান হিসেবে এসেছে। তাকে সম্মান করা উচিত। তার হাতে অনেক অর্থ সম্পদ যা আমাদের দেশের গরীবদের সাহায্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ফখরুল ইসলাম শিক্ষিত যুবক। তার বুঝতে কষ্ট হয় না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। সে আরো রেগে যায়। বসকে সে জানিয়ে দেয় তার মনোভাবের কথা। বস আজিজুল হাকিম দেখল তার প্রথম পন্থা বিফল যাচ্ছে তাই সে দ্বিতীয় পন্থায় শুরু করে। আর তা হলো অর্থ লোভ। ফখরুল ইসলামকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায় আজিজুল হাকিম ১ লাখ, ২ লাখ করে করে ১০ লাখ পর্যন্ত দাম উঠায় ফখরুল ইসলামের। কিন্তু ফখরুল ইসলাম উত্তেজিত। জেগে উঠেছে তার ঘুমন্ত ঈমানী সত্ত্বা। তাকে এখন কোটি টাকা দিয়েও কেনা যাবে না। সে ঘৃণা ভরেই ১০ লাখ টাকার অফার প্রত্যাখ্যান করে। আজিজুল হাকিমের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এবার রেগে যায় আজিজুল হাকিম। অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করে সে। যার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় প্রথমে হাতা-হাতি পরে মারা-মারি। এক সময় অফিসের সবাই মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এক দিকে ফখরুল ইসলাম একা অন্য দিকে অফিসের সবাই। যে হাতের কাছে যা পেয়েছে তা দিয়েই আজিজুল হাকিমের নির্দেশে ফখরুল ইসলামকে বেধড়ক মারতে লাগল। মারের চোটে ফখরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান হারানোর পরও ফখরুল ইসলামের উপর চলতে থাকে নির্যাতন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে একটি চেয়ারের বাঁড়ি পড়ে ফখরুল ইসলামের মাথায়। আঘাতে মাথা কেটে যায়। গল গল করে রক্ত বেরুতে থাকে ফাটা মাথা থেকে। এবার সবাই ভয় পেয়ে থেমে যায় বন্ধ হয় নির্যাতন।

খুব দ্রুত আজিজুল হাকিম একটা ট্যাক্সি ডেকে তাকে তুলে দেয় ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে দেয় ফখরুল ইসলামকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। অন্যদিকে অফিসিয়ালভাবে ব্র্যাক থেকে বরখাস্ত করা হয় ফখরুল ইসলামকে। কারণ হিসেবে বলা হয়- অসততা-অর্থ আত্মসাৎ-অসদ্যবহার ইত্যাদি।

থানায় জিডি করা হয় ফখরুল ইসলামের ব্যাপারে এই মর্মে যে, ফখরুল ইসলামকে ব্র্যাক অফিস থেকে বিভিন্ন কারণে বরখাস্ত করায় সে ক্ষীণ হয়ে সবার সাথে মারা-মারি বাধিয়ে দেয়। অন্যদেরকেও আহত করে নিজেও আহত হয়। যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে যায় তাকে আবার চাকরীতে বহল না করলে সে ব্র্যাকের বিরুদ্ধে মামলা করবে। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে ব্র্যাককে উচ্ছেদ করবে ইত্যাদি।

এরপর ঘটনা আর বেশীদূর গড়াতে পারেনি। হয়তবা গড়াতে দেওয়া হয়নি। ফখরুল ইসলাম হাসপাতালেই পড়ে থাকে ৬ মাস। সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। সুস্থ হলেও মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি তার বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপরও সে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর জনগণকে সব ঘটনা খুলে বলে সে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জনগণ তাতে সাড়া দেয়নি। তাই বিফল হওয়া ছাড়া ফখরুল ইসলামের আর কিছুই করার থাকে না।

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! এরকম পরিস্থিতিতে আপনারা কি করবেন তার বিচারের ভার আপনাদের হাতেই অর্পণ করলাম। আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন আপনাদের করণীয় কি? যদি আপনাদের মন বলে এখনো ঘরের কোণে বসে থাকতে অথবা মসজিদে বসে জিকির করতে অথবা মঞ্চে উঠে বিবৃতি দিতে অথবা কাঁধে বোঝা নিয়ে তাবলীগী চিল্লা দিতে তবে তাই করুন। তবে তার আগে একটা কথা শুনে নিন এভাবে চলতে থাকলে আর মাত্র ১০/১৫ বছর তারপর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হবে একটি পূর্ণাঙ্গ খ্রীষ্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র।

সুতরাং হে মুজাহিদ ভাইয়েরা আসুন এখনও সময় আছে ফখরুল ইসলামের অসমাপ্ত কাজ ব্র্যাক তথা খ্রীষ্ট শক্তির তল্লাবাহক এনজিও ও তাঁর দোসর-খ্রীষ্ট মিশনারী সংস্থাগুলোকে উচ্ছেদ করি।

আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে রণ দামামা বাজিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনি মুখে নিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। (আমিন)।

(চলবে)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা- 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।'

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমন্ডল, গৌরবান্বিত, হালকা-পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহুর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রসূলের ﷺ ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মদীর 'আমীন'- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

তাঁর পুরো নাম আমীর ইবন আবদুল্লাহ আল-ফিহরী আল কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ পুরুষ 'ফিহরের' মাধ্যমে রসূলুল্লাহর ﷺ নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মাও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবন ওমরের (রাঃ) মন্তব্য হল : 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন- আবু বকর সিদ্দিক, উসমান ইবন আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যারা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন মাজ্জউন, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম ও তাঁকে সংগে করে রসূলুল্লাহর ﷺ দরবারে হাজির হন। সেখানে তাঁরা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

মক্কায় মুসলিমদের তিন অভিযাত্রার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আব্বাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় সা'দ বিন মুয়াজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফেরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশারেকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃত পক্ষে আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'য়ালার আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন।

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকারের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে- তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিল আল্লাহ তা'য়ালার ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রুহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ব্যস্ত হয়েছেন এবং তারাও সম্ব্যস্ত হয়েছে তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' (আল মুজাদিলা-২২)।

আবু উবাইদার এরূপ আচরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা,

এবং উম্মাতে মুহাম্মদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মদ ইবন জাফর বলেন : ‘খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর ﷺ দরবারে হাজির হয়ে বললো- হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে রসূল ﷺ বললেন : ‘সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।’ ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন : ‘আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মত আর কোন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি রসূলুল্লাহ ﷺ-র এ প্রশংসার পাত্রটি। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে জোহরের নামায শেষ করে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন : ‘তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টি ফায়সালা করে দাও।’ আমি তখন মনে মনে বললাম : আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূতও করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রসূল ﷺ একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসাবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন আবু উবাইদা তাঁর প্রত্যেক সংগীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রসূল ﷺ উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এই একটি খেজুর খেয়েই তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহ তা’য়ালা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক

মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরেকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, ‘মুহাম্মদ কোথায়, মুহাম্মদ কোথায়....।’ তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রসূলকে ﷺ মুশরেকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রসূলুল্লাহর ﷺ দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গভদদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু’টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা তাঁকে বললেন, ‘কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।’ তিনি ছেড়ে দিলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু’টি তুললে রসূল ﷺ হয়ত কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর (রাঃ) মন্তব্য করলেন : ‘আবু উবাইদা সর্বোত্তম দাঁতভাঙ্গা ব্যক্তি।’ খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ‘জাতুস সালাসিল’ অভিযানে আমার ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু’শ সিপাহীসহ রসূল ﷺ আবু উবাইদাকে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রসূলুল্লাহর ﷺ সফরসংগী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর রসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন।

সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন : ‘ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়েনা।’ এক পর্যায়ে আবু বকর (রাঃ) আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ‘প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।’ এর জবাবে আবু উবাইদা বললেন : ‘আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাকে রসূল ﷺ আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।’ একথার পর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা হল। আবু বকরের খলীফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন। (চলবে)।

★মহাকাশের★
★ মাঝে ★

“এ মহাবিশ্বে স্রষ্টা লুকিয়ে নেই” মিনহাজ

পূর্ব প্রকাশের পর

আমরা দেখছি বস্তুকে উপযোগী করার জন্য স্রষ্টার উপস্থিতি কেবল মাত্র যুক্তিযুক্ত অন্য কিছুই নয়। তাহলে আমরা লিখতে পারি-

উপযোগ্য বিবর্জিত বস্তু $\times$ স্রষ্টার শক্তি = উপযোগী বস্তু I..(ii)

এ ব্যাপারে আমরা কুরআনের দিকে দৃষ্টি বুলালে দেখতে পাই কত সুন্দর, কত স্পষ্ট ব্যাখ্যা। “যিনি সকল বস্তুর আকৃতি দান করেছেন অতঃপর ইহার পথ নির্দেশ করেছেন।”

(সূরা তোয়াহা : ৫০)।

“প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সু-প্রতিষ্ঠিত।” (সূরা কাফ : ২৯)।

“পালনকর্তা নিজের জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রেখেছেন, তা-কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।” (সূরা আনআম : ৮০)।

কুরআনের আয়াতের বিশ্লেষণ অনুযায়ী- তাকেই আমরা ‘আল্লাহর শক্তি’ হিসাবে দেখতে পাই অর্থাৎ বিজ্ঞান যে ‘অজ্ঞাত শক্তির’ কথা বলে তা’ মূলত আল্লাহর শক্তি বৈ কিছুই নয়।

এবার আমরা আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণের সঙ্গে এই শক্তির তুলনা করব।

সমীকরণটি হল-

$$\text{শক্তি} = \text{বস্তুর ভর} \times (\text{আলোর বেগ})^2$$

$$\text{অর্থাৎ } E = m \times c^2$$

যদি আমরা একক কোন ভরকে বিবেচনা করি, তাহলে নগন্য বস্তু হতে প্রাপ্ত শক্তি অনেক বিশাল হবে-

অর্থাৎ

$$E = mc^2$$

$$E = 1 \times (3 \times 10^8)^2$$

$$= 900,000,000,000,000$$

প্রায় joules

ধরি

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$\text{এবং } c = (3 \times 10^8)^2$$

$$= 299792458$$

m/sec

যা প্রমাণিত

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি- এক খন্ড বস্তুর মধ্যে এক মহাশক্তি রয়েছে, এ হিসাবে যদি আমরা মহাবিশ্বের শক্তি বিবেচনা করি তাহলে, এক অপরিমিত মহান সত্ত্বার উপস্থিতি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিষয়টি যদি আমরা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করি, তাহলে আশা করি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উপযোগ্য বিবর্জিত বস্তুর নিবেট ভর $\times$ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি = উপযোগী বস্তু

যদি আমরা উপযোগ্য বিবর্জিত বস্তুকে m^n এবং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে E^A এবং উপযোগী বস্তুকে m ধরি, তাহলে উপরের সমীকরণ অনুযায়ী আমরা পাই-

$$m^n \times E^A = m \text{-----(iv)}$$

$$E^A = m/m^n \text{----- (v)}$$

কিন্তু সত্যিকারে কোন উপযোগহীন বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই অর্থাৎ

$$m^n = 0$$

(v) নং সমীকরণে মান বসিয়ে পাই-

অর্থাৎ $E^A = m/0$ (যেহেতু ০ দিয়ে কিছুকে ভাগ করা যায় না)

অতএব $E^A = (\text{অসীম}) \text{---(৮)}$

আমরা জানতে পারলাম, পদার্থে কার্যরত আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি অপরিমিত। আরো দেখতে পাই- আল-কুরআন আইনস্টাইনের সূত্রকে সমর্থন করে।

অতএব “তিনিই আল্লাহ! তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি আছে? অতঃপর তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ।” (সূরা ইউনুস : ৩২)।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! এ বিশাল বস্তু জগৎ মূলত জটিল যৌগিক পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যা এক মহা শক্তির স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে সু-প্রতিষ্ঠিত। যার কাছেই মহাবিশ্বের শৃংখলার দায়ভার। মহাবিশ্ব এক “শৃংখলার সূনিপন বন্ধনে আবদ্ধ” এটি মানব মনে তখন উদয় হয়, যখন বর্ণালীবীক্ষণ Spectroscopy আবিষ্কার হয়। টেলিস্কোপের দূর পাল্লায় দৃষ্টিতে যন্ত্রটি এনে দিল অদ্ভুত দর্শন সামর্থ্য। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ-লক্ষ যোজন আলোক বর্ষ^(৯) দূর-দূরান্তের নক্ষত্র নীহারিকার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন।

১৯২০ সালে এডুইন হাবেল এতদিনের নীহারিকা নামে জানা এন্ডোমিডার^(১০) প্রতি দৃষ্টি ফিরে বিস্ময়ে হতবাক হলেন। হতবাকের বিষয়টি হল- শুধু এন্ডোমিডার নয়, তার অনুরূপ বা তার চেয়ে অতিকায় গ্যালাক্সির সংখ্যা শত কোটি। এন্ডোমিডা গ্যালাক্সি আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হন। প্রথমটি- ছায়া পথের সীমানা পেরিয়ে যে ‘এন্ডোমিডা’ তার প্রকৃতি কি? দ্বিতীয়টি তারা কত দূরে অবস্থিত।

১৯২৩ হতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাপ্ত সমুদয় গ্যালাক্সিসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করেন। Spectroscopy যন্ত্রের সাহায্যে ১৯২৯ নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্যালাক্সির “রেড ও ব্লু শিফট” পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তিনি দেখতে পেলেন, প্রত্যেক দূরবর্তী গ্যালাক্সি অপ্রত্যাশিত ভাবে রেড শিফট প্রদর্শন করছে। যার অর্থ হল- দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে গ্যালাক্সি সমূহ সরে যাচ্ছে। তিনি আরো দেখতে পেলেন- এই দূরে সরে যাওয়ার প্রকৃতি সবদিক দিয়ে সামঞ্জস্যের সাথে সুষমভাবে সংগঠিত হচ্ছে। অধিকতর দূরবর্তী গ্যালাক্সি অধিকতর দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে অসীমের সীমাহীন গহ্বরের দিকে।

হাবেলের সূত্রানুসারে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর গতিমাত্রা দূরত্বের সমানুপাতিক এবং সময়ের ব্যস্তনুপাতিক।

অর্থাৎ $V = D/T$ (D = দূরত্ব, T = সময় এবং V = গতিবেগ) এই সমীকরণে $1/T$ কে ধ্রুবক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

(৮) আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ = কাজি জাহান মিয়া।

(৯) আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, এই গতিতে ১ বছর আলো অতিক্রম করলে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে বলা হয় ১ আলোক বর্ষ।

(১০) এন্ডোমিডা হল আমাদের দৃশ্য ছায়াপথ জগৎ হতে প্রায় দেড়গুন ব্যাস সম্পন্ন বিরাট এক গ্যালাক্সি বা দ্বীপ জগৎ।

হাবেল দেখান যে, ১ মেগাপারসেক দূরত্বের (৩.২৬ মিলিয়ন আলোক বর্ষ) পর প্রতি সেকেন্ডে গ্যালাক্সি সমূহের গতিবেগ ৭৫ কিঃমিঃ হারে বেড়ে যায়।

সেই সূত্র ধরে, ২৭০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে কোন গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে ৪৫০০০ মাইল বেগে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে। ৩০-২৭৫ গ্যালাক্সি প্রতি মূহুর্তে ৯০০০০ মাইল বেগে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে।

চলুন, এবার আমরা এই প্রস্তাবটিকে আল-কুরআনের সঙ্গে বিবেচনা করি, যে গ্রন্থ আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে এসেছে, যখন চারিদিকে ছিল খুন, রাহাজানী, মদ্যপান, জুয়া ও সঙ্গীতসহ বর্বরতার এক মহা নিদর্শন। যেখানে মাতা ছাড়া অন্য বিধবারা ছিল পুত্রের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি; নারী-শিশু জীবন্ত প্রোথিত করণঃ সহ আরো অনেক অমানবিক নিষ্ঠুরতার চর্চা হত।

(আররাহীকুল মাখতুম)

তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার উপকরণ ছিল কিছু প্রাক্তন রূপ কথা মালার পুথি, কিছু কাব্য এবং লিখবার জন্য ছিল গাছের ছাল-বাকল, পশুর হাড় ইত্যাদি। এমনি সময় আবির্ভূত হন এক উম্মী নবী, যার শিক্ষার জন্য ছিল না কোন মজুব কিংবা পাঠাগার, ছিল না কোন শিক্ষক। সে রকম একটি মানুষের মাধ্যমে বেরিয়ে এল সম্প্রসারন তথ্যটি অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এই তথ্যটিও পেশ করেছেন-“আমি মহা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছি শক্তির দ্বারা এবং নিশ্চয় আমি উহাকে সম্প্রসারিত করছি।” (সূরা যারিয়াত : ৪৭)।

অন্য আয়াতে শপথ করে বলেন- “শপথ নক্ষত্র সমূহের যারা পিছন দিকে হটে যায়।” (সূরা তাকভীর : ১৫)।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! সেই অজ্ঞতার যুগে কি করে বেরিয়ে এল এই সম্প্রসারন তথ্যটি। যা আজকের বিজ্ঞানের সকল শক্তি দিয়েও ভুল প্রমাণিত করা সম্ভব নয়।

আরো হতবাক হতে হয়, সম্প্রসারন চিত্রটির কথা কল্পনা করে যে, এত প্রচণ্ড গতিবেগে পিছন দিকে হটে যাচ্ছে কোন রকমের সংঘর্ষ ছাড়া। যে কথা আগে বলছিলাম ৯০ হাজার মাইল গতিতে ছুটে যাচ্ছে সম্প্রসারনের তাড়নায়। যাচ্ছে কোথায়? গণিত শাস্ত্র মতে ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বে কোন গ্যালাক্সির অবস্থান হলে সেই গ্যালাক্সির গতিবেগ হবে আলোর গতিবেগের সমান। আর এমন একটা গতিবেগ প্রাপ্ত হবার অর্থ হল- সেই বস্তুটি চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এমন একটা গতিবেগের পরে আমরা আর তাকে দেখতে পাব না। বৈজ্ঞানিকগণ আজ ১০,০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত সন্ধান করতে সক্ষম।

১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষের সীমাকে যে মূহুর্তে কোন গ্যালাক্সি অতিক্রম করে যাবে, সেই মূহুর্তে হতে তা হয়ে যাবে অদৃশ্য। ভাসমান দ্বীপ জগৎ সমূহ ১১ মহাপদ্ম (বিলিয়ন) আলোক বর্ষ পরে যে ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা- ঠিক সেই ঘটনাটি কত নিখুঁত ভাবে কুরআনের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আল্লাহ বলেন- “এবং (তাদের শপথ) যারা ভেসে বেড়ায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।” (সূরা তাকভীর : ১৬)।

“আসলে এ এক নির্জলা সত্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী, যে বানীর কোন পরিবর্তন নেই। তাহলে কি প্রমাণিত হয় না তাঁরই বাণী সত্য।” (সূরা আনআম : ৭৩)।

“নিশ্চয় তোমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের পক্ষ হতে” (সূরা নমল : ৬)।

এটি একটি বিস্ময়ের বিষয় যে, মানুষরা এক গোলক ধাঁধায় পড়ে রয়েছে, রয়েছে চরম মূর্থতার মধ্যে যে কারণে

হারিয়ে ফেলে নিরপেক্ষ বিবেচনা শক্তি, হারিয়ে গেছে উপলব্ধি শক্তি। মহান স্রষ্টার অপরিসীম করুণাতে সিন্ত করার জন্য তাইতো তিনি ডাক দিয়েছেন-“(ওহে মানুষ) তোমাদের কি হল, তোমরা কেন আল্লাহর মহত্বকে স্বীকার করছ না।” (সূরা নূহ : ১৩)। মূলতঃ জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।”

(সূরা ফাতির : ২৮)।

অতএব; দুর্ভোগ হউক জ্ঞান-পাপীদের, যারা আত্মভীরুতার বশবর্তী হয়ে মহা সত্যকে মেনে না নিয়ে কাপুরুষ হয়ে গেছে।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! এতক্ষণে কিছুটা হলেও হয়েছে আমাদের ধারণা করতে পারি এ মহাবিশ্বের অবকাঠামো সম্পর্কে। আসলেই বিস্ময়বোধ হতে হয়, কি করে এত বিশাল আকৃতির গ্যালাক্সিগুলি অকল্পনীয় বেগে পিছন দিকে ধাবিত হচ্ছে। কোন নিশানাকে লক্ষ্য করেই বা এ প্রতিযোগিতা। কল্পনার ঘোড়ার গতিতে স্থবিরতা আসে তখন আমরা আরো একবার হতাশার পাল্লাতে কিছু যোগ করি। তাই আসুন আর হতাশার বায়ু উদগীরন না করে আমরা মহা সত্যের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করি। তীব্র গতিতে ধাবমান ঐ সকল গ্যালাক্সি সম্পর্কে মহান স্রষ্টা বলেন- “যারা (যে সকল গ্যালাক্সি সমূহ) ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়।” (সূরা তাকভীর : ১৬)। মহা প্রলয় পর্যন্ত যদি এ সম্প্রসারণ হতে থাকে, তার পরেও গ্যালাক্সি সমূহের অধিকার নেই প্রথম আসমানের সূনিপন কাজ খচিত শৃংখলাকে ব্যাহত করার। (আল্লাহ সব কিছু জানেন) কারণ এ সম্পর্কে স্রষ্টা বলেন- “তিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুনাময় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। অতঃপর আবার দৃষ্টি ফেরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি?” (সূরা মূলক : ৩)।

উপরোক্ত আয়াতে মহান রব প্রস্তাব পেশ করেছেন সপ্তাকাশ সম্পর্কে যে, আকাশগুলি এমনভাবে সৃষ্টি তার মধ্যে কোন ফাটল নেই। তাহলে এবার আমরা বলতে পারি- এতক্ষণের যা আলোচনা ছিল তা প্রথম আসমানের সীমারেখার মধ্যে।

প্রিয় পাঠক মন্ডলী! যদি এমনটিই হয় তাহলে কি আমরা কল্পনা করতে পারি? পৃথিবী নামক এ ছোট ভূ-খন্ড থেকে আসমানের দূরত্ব কত বিশাল। আলোচনার এ পর্যায়ে এসে একটি হাদীস বলার লোভ সামলাতে পারছি না- “আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চই জান্নাতের মধ্যে একশতটি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। একটি স্তর থেকে অন্য স্তরের দূরত্ব যেমন আসমান-যমীনের দূরত্ব।” সহীহ বুখারী। সুবহানাল্লাহ! যদি এত বিশাল জান্নাতের পরিসীমা হয় তাহলে আরো একবার কল্পনার জগতে হোঁচট খেতে হয়- এ কি করে সম্ভব?।

এ ধরণের অনেক প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়লা এভাবে দিয়েছেন- এগুলো “এমনিতেই সম্ভব।” এমনিভাবে এ মহা বিশ্বের ভিতরে বাহিরে অনেক অজানা বিষয় রয়েছে, যেখানে এসে আপনাকে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হবে কোন উত্তর না পেয়ে। তাইতো মহান স্রষ্টা বলেছেন- “তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর, তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার দৃষ্টি আবারও ফিরাও এবং আবারো; তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ক্লান্ত, ব্যর্থ, বিমর্ষিত ও লজ্জিত হয়ে।” (সূরা মূলক : ৪)। (চলবে)।

নির্ধাতিত মুসলিম জনপথ

রক্তাক্ত আফগানিস্তান

মীম আবিদুর রহমান মাসুম
পূর্ব প্রকাশের পর

আফগানিস্তানের ইতিহাসের ২য় পর্ব হলো আত্মঘাতী যুদ্ধের ইতিহাস। যুগে যুগে ইতিহাস কথা বলছে। তবুও মুসলমানদের শিক্ষা হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে কখনও স্বাভাবিক ভাবে জয়লাভ করতে পারেনি। তারা প্রথমে মুসলমানদের মাঝে খুঁজে বের করে নিয়েছে একদল বিশ্বাসঘাতক। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে তারা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করত ফাটল। দলাদলি আর ঝগড়া ফাসাদ। এতে করে মুসলমানদের স্বাভাবিক শক্তি বাধাগ্রস্ত ও বিভক্ত হয়ে পড়লে তারা সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করে তাদের পরাজিত করেছে। এটাই হলো ইতিহাস। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমাদের যে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার আমাদের কোন ইচ্ছা নেই।

আফগান সিংহ শার্দুল মুসলমানদের মাঝেও ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটে না। রুশ বিরোধী জিহাদের সমাপ্তির পর যখন সময় আসে আফগানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানিয়ে আল্লাহর রাজ কায়েমের ঠিক তখনই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাশিয়ানরা আফগান ছেড়ে যাবার আগে তৈরি করে রেখে যায় তাদের কিছু সেবাদাস। মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে থেকেই তারা ক্রয় করে নেয় অনেককে। অন্যদিকে আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানকে নিজেদের দখলে নেবার চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে। তারা পুরো আফগানে ছড়িয়ে দেয় নিজেদের এজেন্ট। তারা ব্যবহার করে ডলার, নেতৃত্বের টোপ, নারী ও বাক চতুরতা। আমেরিকার প্রশিক্ষিত এজেন্টরা এনজিও তথা সেবা কর্মী হিসাবে দলে দলে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তারা অসীম দক্ষতার সাথে মুজাহিদদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সৃষ্টি করতে থাকে। নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে এক নেতাকে আরেক নেতার প্রতিদ্বন্দী রূপে তারা প্রস্তুত করে দিতে থাকে।

পাকিস্তানী রাষ্ট্র বিজ্ঞানী করাচী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সোহাইল আহমদ চিহ্নিত তার এক প্রবন্ধে লিখেন : রুশদের সাথে এ সকল জিহাদের পরে যদি আফগান মুসলিম মুজাহিদরা এই আত্মঘাতী ক্ষমতার দ্বন্দে জড়িয়ে পরস্পর যুদ্ধে জড়িত না হতো তা হলে আফগানিস্তান তখনই একটি পূর্ণাঙ্গ

ইসলামী রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করত এবং এটাই হতো পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। আর ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেলে আফগানিস্তান হয়ে উঠত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির এক শান্তি নিকেতন। সেই সাথে আফগান সিংহ শার্দুল মুজাহিদরা এক দূর্জয় শক্তিতে পরিণত হতো। আফগান জাতি জন্মগত ভাবেই যোদ্ধার জাতি। যুদ্ধ করাই তাদের নেশা, পেশা। এতদিন তারা যুদ্ধ করত গোত্রের টানে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে। কোন লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা না করেই। আর তখন যুদ্ধ করত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দাবীতে সকলে এক জোট হয়ে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে। আল্লাহর সম্ভৃতি অর্জনের লক্ষ্যে। হয় শহীদ নয়ত গাজী এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে। সুতরাং অবশ্যই সেই শক্তি দূর্জয় হয়ে গড়ে উঠত।

এই উপলব্ধি মুসলমানদের মাথায় আসার আগেই আসে মুসলমানদের শত্রু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মাথায়। তারা বুঝে নেয় ঐক্যবদ্ধ থেকে যদি আফগান মুজাহিদরা আফগানের ক্ষমতা দখল করে তবে আফগানিস্তান হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের প্রাণ শক্তি। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও এভাবে যুদ্ধ-জিহাদ করে আফগান মডেলের রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করতে শুরু করবে। সুতরাং এটা কোন ভাবেই হতে দেওয়া যাবে না। যে ভাবেই হোক তাদের ভিতর কোন্দল সৃষ্টি করে তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে দিয়ে তাদের শক্তিকে খর্ব করতে হবে। যেই ভাবনা সেই কাজ। ত্রাণ তৎপরতার ব্যানারে ইসরাইল, বৃটেন, আমেরিকা ও ইউরোপের খৃষ্ট রাষ্ট্রগুলো দলে দলে তাদের গুপ্তচরদেরকে পাঠাতে লাগল আফগানিস্তানে। তাদের হাতে পাঠানো হলো প্রচুর পরিমাণে অর্থ সম্পদ। কোন কোন রাষ্ট্র ত্রাণ কর্মীর মুখোশে প্রেরণ করল সুন্দরী নারীদের।

তাদেরকে কাজ দেওয়া হলো তোমরা নেতাদের সাথে দেখা করবে। কথা বলবে। তার মন-মানসিকতা জানবে। তারপর তাকে নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। প্রয়োজনে টোপ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ তাকে প্রদান করবে। প্রয়োজনে তাকে নিয়ে দুতাবাসে বৈঠকে বসবে। এবং আরো প্রয়োজন বোধে তাকে নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে হবে। এবং দেশ একেক নেতাকে আফগানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে সমর্থন করতে হবে।

এভাবে অন্তত দশ বার জন নেতাকে ক্ষমতার মোহে উদভ্রান্ত করে তুলতে হবে। যাতে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত থাকে। আর তাদেরকে উস্কানী

দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রের সরবরাহ। এবং সেই সমস্ত অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যেন খুব বেশী হয়। যাতে করে এই আত্মঘাতী যুদ্ধে তারা নিজেরা নিজেরাই আফগানকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে দেয় ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তার দোসররা। তার ফলাফল তো আমাদের সবারই জানা।

সুপ্রিয় পাঠক! আলোচনা দীর্ঘায়িত করে কোন ফায়দা নেই। আমি যে বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, তার বিষয়বস্তু হলো মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র। এখানে আফগানদের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় অনেকের চোখেই হয়তো বা অত্যাচার নির্যাতন নয়। কিন্তু আমি বলব, অবশ্যই এটাও অমুসলমানদেরই অত্যাচার নির্যাতনেরই অংশ বিশেষ। কেননা এর কলকাঠিতো ওরাই নাড়ছে। সুতরাং ওদের দায় এড়াবার কোন সুযোগ নেই। আমি এ পর্যায়ে ওদের চক্রান্তের কারণে কি-করে একটি সুনিশ্চিত ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে গেল তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

সুপ্রিয় পাঠক! আমি এখানে মাওলানা ওবাইদুর রহমান খান নদভী রচিত “মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান বাংলাদেশ ও তালেবান” শীর্ষক বই থেকে হুবহু তুলে ধরছি সংক্ষিপ্ত আফগান ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়টি।

ক্ষমতার হাত বদল

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পরেও ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কাবুলে ক্ষমতাসীন থাকে। ডঃ নজিবুল্লাহ এক সময় আফগান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। মুজাহিদদের গেরিলা অভিযান দমনে ব্যর্থ বাবরাক কামালের প্রতি সোভিয়েত কতৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুত সোভিয়েত কতৃপক্ষই ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবরাক কামালকে অপসারণের মাধ্যমে ডঃ নজিবুল্লাহকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতন কাল পর্যন্ত ৬ বছর রাজ্য শাসন করে।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল কমিউনিষ্ট ডঃ নজিবুল্লাহর উৎখাত তথা মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের পর হতে ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সাড়ে চার বছর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী এবং অধ্যাপক বোরহানুদ্দীন রব্বানী কাবুলে ক্ষমতাসীন ছিলেন।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ডঃ নজিবুল্লাহর পতনের পর ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ (খ্রীঃ) সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর

পর ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোরহানুদ্দীন রব্বানী প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

অধ্যাপক বোরহানুদ্দীন ও সেনাবাহিনী প্রধান আহমদ শাহ মাসুদ তাজিক বংশোদ্ভূত। হিজব-ই-ইসলামী প্রধান গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার পশতু গোত্রভূক্ত। আহমদ শাহ মাসুদ মনোনীত হন রব্বানী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আহমদ শাহ মাসুদ এবং হেকমতিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে তেমন ভাল ছিল না, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার ছিলেন রক্ষণশীল এবং আহমদ শাহ ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিশীল।

মন্ত্রীসভায় আহমদ শাহ মাসুদের অন্তরভুক্তিতে গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তার আপত্তি গৃহীত না হওয়ায় ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক মাসের মাথায় হেজব-ই-ইসলামী দলের গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন এবং বোরহানুদ্দীন রব্বানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তালেবানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বোরহানুদ্দীন রব্বানী এবং গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে আসেন। কিন্তু ৪ মাসের মধ্যেই তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের পর তাকে কাবুল ত্যাগ করতে হয়।

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আফগানিস্তানে ১০টি প্রধান মুজাহিদ দল একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রব্বানীর পদত্যাগ করার কথা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি তা করেননি। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে একটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিউনিসিয়ার মাহমুদ মিস্তারীর নেতৃত্বে জাতিসংঘ আফগানিস্তানে এক মিশন পাঠায়। এ মিশনের লক্ষ্য ছিল বিবাদমান মুজাহিদদের ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা কিন্তু তিনি তার মিশনের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে অসুস্থার অজুহাত দেখিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন।

আত্মঘাতী লড়াই

অবশেষে মিখাইল গর্ভাচেভ আফগান দখলের মোহ ত্যাগ করে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ১৪ হাজার সৈন্য হারিয়ে ১৯৮৯ সালের ১৫ এপ্রিল তারা দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। এর পর সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান রশিদ দোস্তান ডঃ নজিবুল্লাহর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহমদ শাহ মাসুদ ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেহেতু নজিবুল্লাহ বাহিনী আহমদ শাহ মাসুদ এর কাছে শর্ত

সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করেছে তাই তাকে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়েছে। এদিকে হেকমতিয়ার এর মত হচ্ছে দীর্ঘ ১৪ বছর যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম যারা আমাদের হাজার হাজার লোককে হত্যা করল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করলো তাদেরকে ক্ষমা করা যায় না। এই নিয়ে মতবিরোধ চলতে চলতে এক পর্যায়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার ও অন্যান্য জোট বোরহানুদ্দীন রব্বানীকে উৎখাতের অভিযান শুরু করে এবং প্রতিদিন লড়াই চলতে থাকে। কাবুলের উপর রকেট বর্ষণ হতে থাকে। নিরীহ লোকজন হতাহত হয়। সকলের হাতে অস্ত্র থাকায় চুরি-ডাকাতি, রাহজানি বৃদ্ধি পায়। এমনকি নারী নির্যাতনের মত ঘটনাও ঘটতে থাকে। মানুষ দারুন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। আফগানিস্তানের জিহাদকে নিয়ে যারা গর্ব করতো তারা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে হতভম্ব হয়ে পড়ল। ইসলামের দুশমনরা বিভিন্ন রং লাগিয়ে জিহাদকে বদনাম করতে লাগল। আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধ মুসলমানদের অন্তরে জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে দিল। আল্লাহর পাকের কালেমার ঝাঝকে বুলন্দ করার নিমিত্তে জান উৎসর্গ করার উম্মাদনায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা আফগান ভাইদের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানকে কাঁপিয়েছিল। কাবুল দখলের পর তারা খুশীতে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হলনা। তাদের খুশী ভুলুপ্তি হল। যে সমস্ত মুজাহিদ কমান্ডার ১৪ বছর রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা একদিন মুসলমানের জান-মাল ইজ্জত রক্ষার জন্য ঈমানকে সংরক্ষণের জন্য জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছিল তারাই আজ একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে গেল। একে অপরের ঘর বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে লাগল। কাবুলসহ সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এহেন অবস্থা জাহেলীযুগের গোত্রগত যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইসলামী বিশ্ব রক্তাক্ত প্রবাহিত করল। কুরআন পাকের নির্দেশ অনুযায়ী পরস্পরের মাঝে সন্ধি প্রচেষ্টা চলল। হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ ও অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা আফগানিস্তানের সকল নেতাদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফে জমা করে একটা অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করালেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর গ্রহণকারীগণের অনেক নেতা দেশে ফেরার পূর্বেই দুশমনদের চক্রান্তের শিকার হলেন। গৃহযুদ্ধের দামামা আবার বেজে উঠল। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের মত গোত্র ঘন্দের চিত্র আফগানিস্তানের জমিনে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বাইতুল্লাহ শরীফের অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তাদের উপর নেমে আসে। আফগানিস্তানের কোন জায়গায় জান-মাল ও ইজ্জতের কোন দাম থাকল না। ডাকাতরা মুজাহিদ নাম ধারণ করে ডাকাতি রাহজানিতে লিপ্ত

হল। হারাম মাল উপার্জনকে ভাল মনে করতে লাগল। চেকপোস্টের নাম করে লুটপাটের কারখানা খুলে দিল। তাতে লজ্জায় মুসলমানদের মাথা নত হয়ে আসে। আফগানিস্তানের অন্যান্য নেতা যেমন মাওলানা ইউনুস খালেদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেরী, মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানী, মাওলানা আরসালান খান রহমান এরা আফগান জিহাদের ময়দানকে গরম করেছিল। গৃহ যুদ্ধের বদনাম থেকে বাঁচার জন্য চূপচাপ যার যার এলাকায় বসে ছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে আফগান জিহাদের ফসল নষ্ট হতে দেখে বিশ্বের মুসলমানদের অন্তর যেভাবে কাতরাচ্ছিল কিছু মুজাহিদীনে কেরামের অন্তরও তড়পাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সামনে কোন রাস্তা খোলা ছিল না।

প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! ইহুদী-খ্রীষ্টানদের চক্রান্তের ফসল এই আফগানিস্তানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইতিহাস। পরিসংখ্যানে জানা যায়, এই লড়াইয়ে প্রায় ৪-

নিহত হয়েছে ১৭ হাজার।

আহত হয়েছে ৪১ হাজার।

নিখোঁজ হয়েছে ৪২০ জন।

ধর্ষিতা হয়েছে ১১৮০ জন।

এছাড়াও ডাকাতি, রাহজানি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে অহরহ। এখনো সময় আছে আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে ওদের চক্রান্তের নাগ পাশ থেকে। অন্যথায় চিরাচরিত নিয়মে আমাদেরকে প্রতারিতই হতে হবে বার বার। সুতরাং আসুন আমরা সকলে আফগানের এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। (চলবে)।

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এতো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে?

হে মু'মিনগন তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন মৎ পথে রয়েছ, তখন কেউ পথদ্রাস্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের অবাইফে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বনে দিবেন, যা কিছু তোমরা করতে।

(মায়েরা : ১০৪-১০৫)

রাষ্ট্র প্রধান যখন রাষ্ট্রদ্রোহী

ইবনে আবদুল হামীদ

“রাষ্ট্র প্রধান যখন রাষ্ট্রদ্রোহী” কথা শুনে কেমন যেন বিদঘুটে মনে হচ্ছে তাই না? হ্যাঁ, তবে কথাটা আজব হলেও সত্য বটে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, যা অনেক শহীদের রক্তে ভেজা। এর আজাদীর জন্য কলিকাতার এমন কোন বৃক্ষ ছিলনা যাতে কোন না কোন ওলামায়ে কেরামকে ফাঁসিতে ঝুলান হয় নাই। আজকের গুয়েস্তানামের মত সেদিন হাজার আলেমে দ্বীনকে “কালাপানির” দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল। অপরাধ-শুধু তাঁরা এদেশকে ত্রুশের পুজারী, অসভ্য-বর্বর খৃষ্টান ও গরুর প্রস্রাব পানকারী, শিব লিঙ্গের পুজারীদের নিকট হতে মুক্তভূমি দেখতে চেয়েছিল। কালেমা খচিত হেলালী নিশানের জন্য অসংখ্য বীর মুজাহিদ শুয়ে আছে এদেশের প্রতিটি জনপদে, গ্রামে-গঞ্জে।

ফকীর মজনুশাহ (১৭৬৩-১৮০০) হতে শুরু করে মহিশূরের সিংহ পুরুষ টিপু সুলতান, ওলামায়ে দেওবন্দের “রেশমী রুমাল” শাহ ইসমাইল শহীদের (১৮৩১ ইসাবী ৬ই মে) বালাকোটের কুরবানী, নিসার আলী (১৭৮২-১৮৩১) তিতুমীরের “বাঁশের কেল্লা” ফরায়েজী আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের মুসলিম সিপাহী বিদ্রোহ এবং “দ্বি-জাতি তত্ত্বের” আন্দোলনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ৪৭-এ পাকিস্তান। পাকিস্তান পাবার বদৌলতে ‘৭১ ইং’ তে পেলাম প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশ। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের অবস্থা কাশ্মীর ভিন্ন অন্য কিছু হত। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতএব এদেশ কারো বাপের স্বপ্নের ভূমি নয়, বা কারো স্বামীর স্বাধীন করা দেশ নয়। এদেশ হাজার কোটি মুসলমানদের রক্ত আখরে গড়া। এদেশকে নিয়ে অতীতে, নিকট অতীতে ষড়যন্ত্র চলেছিল এবং বর্তমানেও অসংখ্য হীন কুটিল ও ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে। ভবিষ্যতেও এই দূরাচাররা এদেশের উন্নয়নের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

এদেশের জনগণের তীব্র দাবীর মুখে যখন ইংরেজ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন, তখন ঢাকায় যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হয় এর প্রতিবাদে কলিকাতায় যে প্রথম প্রতিবাদ সভা হয় সে সভায় সভাপতি ছিল রবিঠাকুর। আর সভার সিংহভাগ ব্যয় বহন করে কলিকাতায় সেই জোড়া সাঁকো পরিবার। তাদের সকল ষড়যন্ত্রের পর্দা সরিয়ে ১৯২১ ইং সনে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা হয়, তখন রবিঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনের ঝাল মিটিয়ে ছিল।

অতীতে পারেনি তাই বলে কিন্তু এরা এখন বসে আছে তা ঠিক নয়, বরং বর্তমানে এরা আরও ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেশ ও জাতীর বিরুদ্ধে। কলিকাতার রাম বুদ্ধিজীবীদের উচ্ছিষ্ট ভোগী- এদেশের রাম বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা অবলোকন করলেই তা অনুমেয়।

এদের অধিকাংশের বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়ায়। আকাশ সাংস্কৃতিতেও এদের এক চোটিয়া দাপট। এরা সাংস্কৃতি বলতে শুধু বুঝেন নারী দেহ। উলঙ্গপনা এদের একমাত্র কাজ। দালালীতে বিশ্ব সেরা এরা। প্রিন্ট মিডিয়ায় যারা আজ ইসলাম ও জাতির বিরুদ্ধে লড়ছে তারা হচ্ছে “প্রথম আলো”, এ আলোতে শুধু তারা দেখতে পায় হোয়াইট হাউস, হোয়াইট হল, তেল আবীব ও দিল্লীর আলো।

এরা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে এই বুঝি লাদেন এলো। সারা বিশ্বের আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী বীর মুজাহিদদের এরা সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গীবাদী ছাড়া আর কিছুই জানেনা। শয়তানের কণ্ঠকেও আজ হার মানিয়েছে “জনকণ্ঠ”। আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, সংবাদ, যুগান্তর এবং এদের আরও যারা দোসর আছে এদের প্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালানো ও পশ্চিমা প্রভুদের হুকুম তামিল করা। তাদের সবার সংবাদ একই হয়, কারণ এরা আসলে সংবাদ সংগ্রহ করে না, বরং “টেবিল সংবাদ” পরিবেশন করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন রিপোর্ট পরিবেশনে এরা চমৎকার দক্ষতা দেখাতে পারঙ্গম।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান :- বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত, যাকে-পৃথিবীর মানচিত্রে দক্ষিণ অক্ষাংশের ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ মধ্যবর্তী স্থানে দেখা যাবে।

বাংলাদেশের অবস্থান ভারতকে জন্ম করার মত, অর্থাৎ ভারতের Seven sister নামে খ্যাত আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণচল, মুনীপুর ও নাগাল্যান্ড এই ৭টি রাজ্যকে পুরো ভারত হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। স্থল পথে বাংলাদেশকে না ডিঙ্গিয়ে এই ৭টি রাজ্যে ভারতের যাবার বিকল্প কোন পথ নাই। তাইতো দাদা বাবুরা বাংলাদেশের বুকে কড়িডোর পাবার জন্য এতো তোড় জোর করছে।

ধর্মীয় দিক হতে বাংলাদেশ আজ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তবে মুসলিম রাষ্ট্র হলেও কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নয়। একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে একটিও ইসলামী বিধান চালু নেই,

এর চাইতে আফসোসের কথা আর কি হতে পারে? তবে হ্যাঁ-ইসলামী বিধান না থাকলেও ইসলাম বিধবৎসী বিধানের আকাল হয়না।

যে দেশে বেশ্যারা হয় যৌন কর্মী। মদ খোর, গাঁজা খোরগণ হয় সুশীল সমাজের সভ্য মানুষ। মন্ত্রী এমপি হোস্টেলে পাওয়া যায় মদের সুরাহী এবং শুনতে পাওয়া যায়-নর্তকী আর বাইজিদের নিক্কন ধ্বনি। সে দেশকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

এদেশে পুরুষের আকাল পড়েছে মনে হয়। মনে হবার একটি কারণও আছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে পুরুষ-মহিলার অনুপাত হচ্ছে ১০০ঃ ১০৩, অর্থাৎ এদেশে শতকরা পুরুষের চেয়ে ৩ জন মহিলা বেশী। তাইতো দেখি এই ৩ জনের মধ্যে ২জন ঘুরে ফিরে রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছে আর ৩য় জন প্রেমিক, মুরিদ, ভক্ত স্বামীর বিরহ জালায় ভুগছে।

কথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এরা আবার রাষ্ট্রদ্রোহী হলো কি ভাবে? শিক্ষিত মহলের অজানা নয় যে, এদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম সংবিধান রচনা কারীরা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদ নামে চারটি কুফুরি মতবাদকে তাওহীদি জনতার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এরা সুস্থ ছিল, কি পাগল ছিল বা দালাল ছিল আল্লাহ ভাল জানেন; কিন্তু কিভাবে যে এ চারটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মকে একত্রে গুলিয়ে ফেললেন তা ভেবে আজব হতে হয়। এ যেন একই খোয়াড়ে বাঘ, ছাগল, কুকুর ও শৃগালকে রাখার বন্দোবস্ত।

তবে '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর কিছুটা হলেও এর বিহিত হয়েছে। কিন্তু তা যে তিমিরে ছিল সেখান হতে এখনও আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে আইন পাশ করা হয়েছে এবং বর্তমানে সংবিধানের চার মূলনীতির প্রথম নীতি হচ্ছে- “আল্লাহর উপর আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস।” অর্থাৎ এদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এবং প্রতিটি নাগরিককে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। এটা সাংবিধানিক আইন, যে এই আইন অমান্য করবে সে এই সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অপরাধী হবে। তবে বর্তমানে এই আইনের অবস্থা হচ্ছে- “বিচার মানলাম, তবে তালগাছটা আমার” এই ধাঁচের। অর্থাৎ রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম তবে আইন চলবে বৃটিশের। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে তবে বুশ-বিলায় (ব্রেয়ার) যা বলবে সেটা মানতে হবে। এ মুনাফিকি আচরণ কেন? এতো তোমাদেরই আইনের পরিপন্থী। তোমাদের আইনেই তোমরা আজ রাষ্ট্রদ্রোহী।

এদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার যারা মুহাফিজ, ইসলামের যারা অতন্দ্র প্রহরী, সেই বীর মুজাহিদদের সম্প্রতি তোমরা আজ ঘেফতার করেছ। তাদেরকে জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করেছ কেন? কি অপরাধ তাদের? তারা কি চোর, ডাকু, খুনী, মাদকসেবী, গাঁজাসেবী? তারা কি কখনো কারো সামান্যতম ক্ষতি করেছে, কাউকে আঘাত দিয়েছে? না, এসকল অপরাধ কখনো তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। বরং তোমরাই আজ তাদের পুতঃপবিত্র চরিত্র সম্পর্কে বলেছ “তারা এতো ভাল ছেলে যে, মহিলাদের দিকে সামান্যতম তাকাত না। মহিলাদের দেখলে মনে হত তারা যেন সাইকেল হতে পড়ে যাবে।” অথচ বাংলাদেশে আজ মহিলাদের ইজ্জতের কোন নিশ্চয়তা নেই তোমাদের সোনার ছেলেদের হাতে। তাহলে কি অপরাধ তাদের? বল? জবাব দাও? জাতি আজ জানতে চাচ্ছে। কেন তোমরা আমার ছেলেকে বন্দী করেছ। জানি, তোমাদের নিকট কোন উত্তর নেই। তবে কি ধরে নেব, তোমরা তাদেরকে বন্দী করেছ একটি মাত্র অপরাধে, আর তা হচ্ছে তারা এদেশকে ভালবেসে এদেশে আল্লাহর রাজ কায়েমের সংগ্রামে লিপ্ত।

জেনে রেখ, যদি এই অপরাধের দরুন তোমরা তাদের বন্দী করে থাক তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যে দিন এদেশের তাওহীদি জনতা তোমাদের রাজপথে বিচার করবে। জাতি তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না। ইতিহাসের পাতায় তোমরা স্থান করে নিবে নমরুদ, ফেরাউন, আবু জেহেল, জামাল নাসের গংদের মত ইসলামদ্রোহীদের জায়গায়।

নজিবুল্লাহর মত তোমাদের লাশ ঝুলবে সংসদ ভবনের পিলারে, ইনশাআল্লাহ। অতএব সময় থাকতে ফিরে আস আপন মুসলিম ঘরে। আল্লাহ মু'মিনদের বিজয় দান করুন। (আমীন)।

জিহাদ এসেছে

এম, এ রাশেদ

জিহাদ এসেছে জিহাদ এসেছে

বইছে খুশীর হাওয়া

প্রতিদিনই ইহুদী মেরে

নেশা হচ্ছে পাওয়া।

থাকে উপোস দিনে রাতে

শুকনো খালি দেহ

ইচ্ছে নাই ফিরে যেতে

শহীদ ছাড়া কেহ।

জিহাদ কথা মাথায় রাখা

সবাই যদি বুঝি

তবে খুশী হবে মোদের

আল্লাহ হবেন রাজী।



পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যাঃ

একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

খোরশেদ বিন আঃ খালেক

সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে আজ মুসলিম গণহত্যা এবং বর্বর নির্যাতন। এ যেন আর শেষ হবার নয়। পরিকল্পিতভাবে একের পর এক মুসলিম ভূ-খন্ডগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। বিশ্বের তথাকথিত মানবতাবাদীদের ধারক-বাহক ইহুদী-খ্রীষ্টান-মুশরিকরা এক জোট হয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এই নির্মম গণহত্যা ও গণনির্যাতন। যা পাথরের ন্যায় কঠিন হৃদয়কেও টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। স্বজন হারার করুন আতর্নাদে আকাশ-বাতাস আজ প্রকম্পিত। সন্তানহারা মায়ের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। বাতাসে লাশের গন্ধ। কান্না আর হাহাকারের করুন সুর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শত শত মুসলমানদের পোড়া লাশ আর সারিবদ্ধ সাদা কফিনের প্রতিবাদ ও মৌন মিছিল।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! এ পর্যন্ত বিনা অপরাধে বিশ্বের কতজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে? কোথায় করা হয়েছে? কিভাবে করা হয়েছে? তাহলে দেখুন, কয়েকটি সুত্রের ভিত্তিতে নিম্নের পরিসংখ্যানটি :-

বিগত ৫০ বছরে শহীদ এবং বাস্তহারা মুসলমানের সংখ্যা :-

কানাডিয়ান ইসলামিক প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিগত ৯০০ বছরে ইহুদী-খ্রীষ্টান ও মুশরিকরা হত্যা করেছে ৫৫ লাখ মুসলমানকে এবং বাস্তহারা হয়েছে ৪০ লক্ষ। রিপোর্ট মোতাবেক ১০৯৯ সালে ইউরোপীয় ক্রুসেড যুদ্ধে ৭০ হাজার। ১২৫৮ সালে বাগদাদে ২০ লক্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ১০ লক্ষ; অধিকৃত কাশ্মীরে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫০ হাজার, ১৯৯২ থেকে চেচেনিয়া, কসোভো ও বসনিয়ায় ২ লক্ষ, ফিলিস্তিনে ১৫ হাজার এবং আফগানিস্তানে ১২০০০০ নারী-পুরুষ শহীদ হয়েছে। অন্যদিকে ভিটেমাটি ছেড়ে পথে বসেছেন, অধিকৃত কাশ্মীরে ১৫ লক্ষ, ফিলিস্তিনে ২৩ লক্ষ, আফগানে ৯৫ হাজার এবং চেচেনিয়া ও কসোভোতে ২০ হাজার মুসলিম পরিবার। রিপোর্ট মোতাবেক ১০৯৯ থেকে ২০০২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৫৫ লক্ষ মুসলমান অমুসলিম কর্তৃক নিহত এবং ৪০ লক্ষ পরিবার ঘর ছাড়া। এই

হিসাবের বাহিরে আরো কত লক্ষ মুসলমান অমুসলিম কর্তৃক গণহত্যার শিকার হয়েছে তা' আজ বিশ্বের কাছে অজানা।

অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর তাণ্ডব :- ভারতের ৭ লক্ষাধিক সৈন্য বিগত ৫৩ বছর যাবৎ কাশ্মীরের নিরপরাধ, নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে আসছে। স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন করার অপরাধে ভারত এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০০০ কাশ্মীরী মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শ্রীনগর থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনে ২০০২ সালের জানুয়ারীতেই শহীদ হওয়া সংখ্যা ১৫ জন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ২৪৬ জন। রিপোর্ট মোতাবেক নিরাপত্তা হেফাজতে শাহাদাতের সংখ্যা ১১০ জন। আরো ১৫০ জন কাশ্মীরী নারী-পুরুষকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়েছে। গুম করা হয়েছে অন্তত ৩০ জনকে।

আফগানিস্তানে বর্বরতা :- বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্কিনীদের অমানবিক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারী মাসে অন্তত এমন দু'টি ঘটনা ঘটেছে যা রীতিমত শিউরে উঠার মত। ভুল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন বিমান বাহিনী যাদের উপরে হামলা চালায়, তারা স্রেফ বেসামরিক লোকজন। কেবল মাত্র সন্দেহের বসে তাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালান হয়। কাবুলে পশ্চিমা কর্মকর্তারা জানান, আমেরিকান সৈন্যরা একটি গ্রামে হামলা চালায়। সেখানে কোন পুরুষ লোক ছিলনা। তারা সেখানে মহিলাদের বেঁধে ফেলে এবং উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টায় ডি, এন, এ পরীক্ষার নামে তাদের মাথায় চুল কেটে নিয়ে যায়। কাবুলের দক্ষিণে জানুয়ারী মাসে একটি গ্রামে মার্কিন বর্বর সৈন্যরা হামলা চালায়। সন্দেহভাজন তালেবানদের নামে তারা নিরীহ লোকদের বাড়ী-ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া কালা-ই-জঙ্গী বন্দী শিবিরে হাত-পা বেঁধে ৬০০ বন্দীকে হত্যা করা হয়। হামলার সময় বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তি জানান, মার্কিন সৈন্যরা তার এক জ্ঞাতি ভাইকে মাটিতে মুখমন্ডল চেপে ধরে পিছমোড়া করে হাত বাঁধছিল, এমন একটি দৃশ্য তিনি দেখেছেন। এছাড়াও মার্কিন অসভ্য রক্ত পিপাসুরা জীবাণু অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে কমপক্ষে ১২০০০ নিরীহ মানুষকে।

ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনে মুসলিম গণহত্যা :- ফিলিস্তিনী ওয়েব সাইট- এর একটি পরিসংখ্যান মোতাবেক ইসরাইলী বাহিনী বিগত ১৯ মাসে নৃশংস হামলা চালিয়ে অন্তত ১২০০০ ফিলিস্তিনী মুসলমানকে শহীদ করেছে। শাহাদাত প্রাপ্ত এই নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪০০ জন।

অন্যরা নারী-পুরুষ। অবশ্য এই সংখ্যা ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। বর্তমানে শহীদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। উল্লেখ্য ফিলিস্তিনে চলমান ইত্তিফাদা আন্দোলনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৮০০০০ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছে। পরিসংখ্যানটিতে আরও বলা হয়, ২০০০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই ১৭ মাসে ফিলিস্তিনী নাগরিকদের ১ শতাংশ ইসরাঈলী আক্রমণে আহত হয়েছে। যার ৩ ভাগের ১ ভাগই হল শিশু।

গুজরাটের বর্বরতা এবং বাজপেয়ীর উক্তি :- গুজরাটের মুসলিম হত্যাকাণ্ড ইতিহাসকে দারুনভাবে কলঙ্কিত করেছে। এই হত্যাকাণ্ড এখনো চলছে। উগ্র হিন্দু দাঙ্গাবাজরা এ পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে কমপক্ষে ৩০০০ মুসলমানকে। যাদের অধিকাংশকে মারা হয়েছে আগুনে পুড়িয়ে। একই পরিবারের ১২ জনকে বিদ্যুৎশক দিয়ে মারা হয়েছে। ৪ মাসের অন্তস্তত্ত্বা মহিলার পেট কেটে বাচ্চা বের করে মা এবং বাচ্চা উভয়কে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণ করা হয়েছে শত শত নিস্পাপ মা-বোনদের। দাঙ্গাবাজ হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের বর্বরোচিত গণহত্যার পরও হিন্দুদের কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা না করে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছে, “মুসলমানরা শান্তিতে বাস করতে চায় না। কোটি কোটি হিন্দু একসঙ্গে বাস করে কিন্তু তারা কখনও অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে না। মুসলমানরা অন্যের জন্য হুমকি স্বরূপ ও ভীতিকর।” তিনি মুসলমানদের অসহিষ্ণু বলে অভিহিত করেন।

গুজরাটের নৃশংসতা বর্ণনায় আনন্দবাজার পত্রিকা :- গুজরাটের ভয়াবহ নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষ্য,- গুজরাটের মুসলমানরা বলেছে, উগ্র হিন্দুদের মনের ভিতরে জমানো হিংসা আর রাগ গণহত্যার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দাঙ্গাবাজেরা ২৪৬০টি বাড়ী, ২১০০টি দোকান, ১০৮৪টি ষ্টল, ৯৪০টি গাড়ী আর ১২টি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে। গৃহহীন হয়েছেন ৫৬ হাজার মানুষ। এছাড়া উন্মত্ত হিন্দুদের ক্রোধের আগুনে পুড়েছে ২০টি মাজার এবং ১৭টি মসজিদ। রেহাই পায়নি কবরস্থানও। দুটি কবরস্থান পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। তাদের আরো একটি কীর্তি আহমেদাবাদের বিখ্যাত উর্দু কবি আলি গুজরাটের কবর ধ্বংস করে তার উপর রাতারাতি একটি মন্দিরের কাঠামোও তৈরি করে ফেলেছিল তারা। খুন, জখম আর আগুন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্যাপক হারে লুটপাট। নারায়নপুর থানার ইন্সপেক্টর বিডি চ্যাভেল জানান, আগুন লাগার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত হিন্দু; হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিভ শ্রেণীর লোকেরা

যেভাবে দামী দামী জিনিস লুট করেছে তা দেখলে রাগতো হয়ই, ঘৃণা হয় আরো বেশি। মুসলমানদের বড় কোন দোকান যখন হিংসার আগুনে পুড়েছে, হিন্দুরা তখন গাড়ী নিয়ে পর্যন্ত দামী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, গয়না, জামা-কাপড় তুলে নিয়ে চলে গেছে। এমনকি বাড়ীর হিন্দু নারীরাও যে যা পেয়েছে লুট করেছে। এ রকম ১৩ জন হিন্দু মহিলাসহ ৬৫জন লুণ্ঠনকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। লুটের মাল ও উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে।

বিশেষ মুহর্তে বুশের উক্তি :- আফগানিস্তানে যখন বিশ্ব সম্রাসী বুশের নির্দেশে তার সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা চলছিল, তখন তাকে উপরে বর্ণিত গণহত্যার কথা স্বরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেছেন, ওটা দেখার কাজ আমাদের না, কারণ আমরা এখন যুদ্ধে আছি। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রতি ইসরাঈলের বর্বরতার বিশেষ মুহর্তে ওয়াকার বুশ বলেছিলেন, শ্যারন একজন শান্তিকামী মানুষ, আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ করার অধিকার ইসরাঈলীদেরও আছে। এই হল নব্য ফেরাউন বুশের একচোখা নীতি।

শেষ কথা :- উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়- কুফরী শক্তি আজ পরিকল্পিত ভাবে মুসলিম গণহত্যায় মেতে উঠেছে। এভাবে আর কত দিন মুসলমানরা নির্যাতিত হবে, লাঞ্চিত হবে, অপমানিত হবে, আর কত আমাদের মা-বোনরা ইজ্জত হারাবে। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। দুনিয়াবী ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। এবার মুসলমানদের জেগে উঠতে হবে, আবার সেই বদর, ওহুদ, খন্দকের হাতিয়ার ধারণ করে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আবারও প্রমাণ করতে হবে যে, মুসলমানরা দূর্বল জাতি নয়, মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে শিরনত করতে জানে না। মুসলমানরা রীরের জাতি।

আমাদের শরীরে এখনো প্রবাহিত রয়েছে সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মুসা বিন নুসাইর, সালাহউদ্দীন আইউবীর রক্ত। সুতরাং আজকে সময় এসেছে ফেরাউন, নমরুদ, আবু জেহেলের পেতাঙ্গা, টনি ব্লেয়ার, বুশ ও শ্যারনকে উচিৎ শিক্ষা দেয়ার। বিশ্বের হে তরুণ-যুবকেরা আর কতকাল মুশরিক-মুরতাদদের গোলামী করে চলবে। পূর্ব দিগন্তে দেখ লাল সূর্য উকি দিয়ে নতুন দিনের বার্তা ঘোষণা করছে। আজকের শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী। কোন বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করে মুজাহিদদের থামিয়ে রাখা যাবে না আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করবই ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন।

(আমীন)।

ডাঃ এম, এ, জব্বার

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য শুকরিয়া, গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে কত আন্তর্জাতিক আলেম ওলামা, ইসলাম বিশেষজ্ঞ, কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ আর কত মুফাসসেরিন ও যুক্তিবাদী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও কারো কি মনে একটি বার প্রশ্ন জাগে না আল্লাহ ও তার রসূলের দেওয়া তরীকা কি ছিল? আল্লাহ তা'য়ালার তার পাক কালামে উল্লেখ করেছেন, “তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে না।”

(সূরা আলে ইমরান : ১০৩)।

বর্তমানে আমরা শুধু দু'তিন দলে বিভক্ত হয়েছি, গোটা বাংলাদেশে সঠিক ভাবে জরিপ করলে দেখা যাবে দেড় শতাধিক দল রয়েছে, তা শুধু তরীকার নামেই নয়, কত পীরের নামে, মাজারের নামে ও ব্যক্তির নামে। ইসলামের নামে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। গোটা বিশ্বের হিসাব নিলে দেখা যায় ইসলামী দলের হিসাব হবে হাজার হাজার এমনও ইসলামী দল বা তরীকা রয়েছে যারা চল্লিশ বছর বয়স না হলে সলাত আদায় করেনা। তাদের ধারণা চল্লিশ বছর বয়স যখন রসূল ﷺ এর উপর সলাত নাযিল হয়েছিল তবে কেন তারা চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে সলাত আদায় করবে? এদের পরিচয়, দুর্ভাগ্য মিলিশিয়া উপজাতি লেবানন।

যে আল্লাহ নির্ধারিত ও রসূল ﷺ এর আদেশ মত চলবে সেই জান্নাতী। (সূরা নিসা : ১৩)।

আজ আমাদের চলার গতি রায় ও কেয়াসের উপর। “আল্লাহ ও রসূলের দেওয়া সীমালঙ্ঘনকারী জাহান্নামী” (সূরা নিসা : ১৪)।

স্বর্ণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় কষ্টি পাথর, দ্বীনের সীমা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস। আমরা কেবল চলছি; যাঁচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন হয়না। “এই আমাদের উদ্দেশ্যে আমি রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। (সূরা নিসা : ৬৪)। বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রসূল ﷺ জনগণের মধ্য থেকে আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে আদেশ ও নিষেধ পৌঁছিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালার তার কালামে এরশাদ করেছেন, তিনি দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এরপরও দ্বীন আজ আমাদের কাছে ভিন্নভাবে বিতর্কিত। আল্লাহ তা'য়ালার বলেছেন, “তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা : ২১৬)।

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরজ করা হয়েছে। সে জিহাদ পরিচালনা করতে হলে, প্রয়োজন অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ।

অস্ত্র তৈরি ও প্রশিক্ষণ নেয়াতো দূরের কথা, রসূলে করীম ﷺ এর রেখে যাওয়া তরবারী ফেলে দিয়ে তাবলীগের নামে মসজিদকে বানিয়ে নিয়েছি হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট। কষ্টকর আমল বাদ দিয়ে দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে মিষ্টি সুন্নাত পালনে মশগুল। আল্লাহ তা'য়ালার বলেছেন : তাঁর সুন্দর সুন্দর গুণাবলীর মাধ্যমে দো'আ কর। (সূরা আ'রাফ : ১৮০)।

কিন্তু আজ আমাদেরকে দো'আ করতে হচ্ছে, পীর, ওলী, মাযার ও তিনশত ষাট আউলীয়ার নামে। এসব কি শিরক নয়? আল-কুরআনে রয়েছে, “তারা যেন সংরক্ষিত ঘরের তাওয়াফ করে অর্থাৎ কাবা গৃহে।” আর আমরা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি ও আবদুল কাদের জিলানীর মাযার তাওয়াফ করি। অর্থাৎ কোনটাই বাদ দেয়নি। এর চেয়ে শক্ত শিরক আর কি হতে পারে। “যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না।” (সূরা নিসা : ৪৮)। কিন্তু সকালে আমরা নিদ্রা হতে ওঠার পর থেকে আবার রাতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কত যে শিরক করি হিসাব রাখি না। তাছাড়া শিরক সম্পর্কে অবগতও নই। আমরা যখন কারো সাথে ওয়াদা করি তখন সে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ কথাটা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। একটি বার চিন্তা করে দেখুন, শিরক করা কত যে সহজ আর আমরা কি পরিমাণ গাফেল।

আল্লাহ তা'য়ালার বলেন : “কাফেরদেরকে যারা বন্ধু ভাবে সে তাদেরই একজন।” (সূরা মায়িদা : ৫১)। আজ মুসলিম বিশ্বের সরকারগণের পরম বন্ধু হল বেদ্বীন সরকারগণ। আর তারা বেদ্বীনদের তাবেদারী করে শুধু মাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভে।

অথচ একটি বারও চিন্তা করে দেখেনি কুরআনের কথা; আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে জালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।” (সূরা সিজদা : ২২)। আজ আমাদের আলেম সমাজকে যদি বলে থাকেন, ভাই কুরআনের ঐ আয়াতটা মানেন না কেন? এর উত্তরে তারা বলবেন যে, আমরা তরীকা মানি আমাদের তরীকাতে এটা নেই এজন্যে তা মানা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করে দেখুন-তরীকা মানতে গিয়ে আল-কুরআনের আয়াতটাকে বাদ দিতে হচ্ছে। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : “মাথা মাসেহ কর” (সূরা মায়িদা : ৬)। অর্থাৎ পূর্ণ মাথা মাসেহ কর, হাদীস সহীহ ভাবে প্রমাণিত, “পূর্ণ মাথা মাসেহ কর” (বুখারী ও মুসলিম)। হিদায়া কিতাবে লিখা আছে পোয়া মাথা মাসেহ করলেই হয়। তাই তাদেরকে তা মানতে হচ্ছে। কিন্তু হিদায়া কোন হাদীসের কিতাব নয়। অন্যত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, “হে নবী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করুন।” (সূরা তওবা : ৭৩)।

আজ আমাদের অবস্থা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব; আর মুনাফিকদের রাজত্ব। সূরা তওবায় আরো বলা হয়েছে

“রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চল এর উপর আল্লাহ দয়া করবেন।” (সূরা তওবা : ৭১)। আজ আমাদের উপর রসূলের নির্দেশ বাদ দিয়ে রায় ও কিয়াসের নির্দেশ চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে আমরা কুরআনের অবস্থান থেকে দূরে সরে যাচ্ছি পর্যায়ক্রমে। কুরআনে এরশাদ হয়েছে :- যৎ সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না। (সূরা আলে ইমরানঃ ১১১)। আমরা যখন সশস্ত্র জিহাদ থেকে দূরে সরে গিয়েছি তখন কি করে আল্লাহর সাহায্য পাব? “গোমরাহী হেদায়াত থেকে পৃথক”।

(সূরা আল বাকারাহ : ২৫৬)।

বর্তমানে দেখা যায় আলেম ওলামা ও পীর সাহেবগণ তাদের স্বার্থেই গোমরাহীকে পুঁজি করে রেখে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ঠকাচ্ছেন আর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা’য়ালা সূরা বাকারাহ ১৮৫ নং আয়াতে বলেছেন, “আল্লাহর বিধান কঠিন নয়”। আজ বিশ্বের মুসলমানগণ আল্লাহর এ সহজ বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি বিধানকে মেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতেছে। এতে সমস্যার সমাধান হবে তো দূরের কথা; দিন দিন নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

মহান রব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, “অভাবের তাড়নায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা; আমিই (তাদের) রিজিকদাতা” (সূরা বনী ইসরাইল : ৩১)। বেদ্বীনের অর্থনীতি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, জমি বৃদ্ধি পায় না কেবল মানুষই বৃদ্ধি পায়। তাই আমাদেরকে জন্ম নিয়ন্ত্রন মানতে হচ্ছে, গর্ভপাত ঘটাতে হচ্ছে, আজ আমাদের অর্থ সঠিক বন্টন না হওয়ার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক সময় অভাবের তাড়নায় তাদের শিশুদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না। এ হল আজ মুসলমানের অবস্থা। অকারণে যারা মানুষ হত্যা করে আখেরাতে তাদের রেহাই নেই। দুঃখ হয়, এসব জানিয়ে দেওয়ার লোক নেই।

আজ আমরা রসূলে করীম ﷺ-এর পথ ছেড়ে ফেরকা বন্দীর জালে আবদ্ধ। “যারা দল নিয়ে সম্ভ্রষ্ট তাদের দলভুক্ত হয়োনা। (সূরা রুম : ৩২)। সত্যই দেখা যাচ্ছে- যে যে তরীকা নিয়ে আছে, সে সেই দল নিয়েই সম্ভ্রষ্ট, আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের খবর রাখে না। “তাদেরকে পরিত্যাগ কর যারা ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে। (আনআম : ৭০)। আজ আমরা শবে কদরের নামে পটকা বাজি, আতস বাজি, ঈদের দিনে বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি। আল্লাহ ও রসূলে ﷺ-র শানে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলে সংগীত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ﷺ-কে বলে দিয়েছেন, “যদি আপনি বেশী লোকের পথ অবলম্বন করেন তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। (সূরা আনআম : ১১৬)। আজ আমাদের সিদ্ধান্ত চলার পথ মেজোরিটি মাষ্টবী-গ্রান্টেড

আল্লাহ তা’য়ালা নবী করীম ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “আপনি সেই পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। (সূরা আনআম : ১১৬)। আল্লাহ তা’য়ালা যখন তাঁর নবীকে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তা মানতে হবে আমাদেরকে। আল্লাহর রসূলের ﷺ আদেশ বাদ দিয়ে কি রায় ও কিয়াস মানতে হবে? যারা বিনা দলীলে মানুষকে পথ দেখায় আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। আজ আমাদেরকে আমল করার জন্য দলীলবিহীন কিতাব, ফিকাহ, কুদুরী, হেদায়া, বেহেস্তী যেওর, মকসুদুল মুমিনিন ইত্যাদি কিতাব দিয়ে জাহান্নামের দিকে টোপ দিচ্ছে ওরা। এতে মনে হয় ওরা আমাদেরকে মাছ শিকারের মত বড়শিতে টোপ দিয়ে গলায় লাগিয়ে ফাসাচ্ছে। সত্যই ওরা আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা নিজেরাও যাচ্ছে। তাদের এ কন্ট্রাষ্টারীর পিছনে নিশ্চয় আকীদা গত রহস্য রয়েছে। “আমি অতি সত্ত্বর শাস্তি দেব যারা আমার আয়াত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। (সূরা আনআম : ১৫৭)।

যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন : “যিকর কর মনে মনে, কিন্তু আমাদের হুজুররা করে মাইক্রোফোনে। আল্লাহর নির্দেশ মাথা মাসেহ কর, হুজুর করে চার ভাগের এক ভাগ, এসব কি গা বাঁচিয়ে চলা নয়? “নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা আনআম : ১৫৯)। “তোমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই কুরআনে দিয়েছি, কিছুই বাদ দেইনি। (আনআম : ৩১)। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নামধারী ইসলামের বিশেষজ্ঞ, তারা সঠিকভাবে কুরআনের গবেষণা না করে ইজমা ও কিয়াসের আশ্রয় নিচ্ছে। এমন আলেমের অভাব নাই, যারা বলে থাকেন আল-কুরআন ও হাদীস আর কতটুকু দিল। হাদীস কুরআন দিয়েছে মাত্র ১০ ভাগ আর কিয়াস দিয়েছে ৯০ ভাগ যাদের ধারণা এরকম তাদেরকে আল-কুরআন ও সহীস হাদীস কতটুকুইবা দিতে পারে? তাই আমাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে বেদ্বীনের দেয়া গণতন্ত্র মানতে হচ্ছে। মানুষের তৈরি বিধান মানলে যে মুসলমানের ঈমান থাকেনা এর খবর কে রাখে? আমাদের দেশে যাদেরকে বলা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম, তারাও গণতন্ত্র বিশ্বাস করে ক্ষমতায় গিয়ে বলছেন, কবর ও শহীদ মিনারে ফুল দেয়া পাপও নয় পুণ্যও নয়। ফাসিক আর কাদেরকে বলা হয়? “সৃষ্টির মধ্যে জিন ও মানুষকে বুঝার জন্য অন্তর দিয়েছি, চোখ দিয়েছি দেখার জন্য, কান দিয়েছি শোনার জন্য এরপরও যারা দেখেনা, শোনেনা তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। (আনআম : ১৭৯)। এত পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়ার পরও আমরা জেনে শুনে তা মানছি না। তাতে আমরা গাধার চেয়ে কি অধম নই? (চলবে)।

বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সহায়তার জন্য

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীনের আহবান

প্রিয় দেশবাসী!

আসসালামু আলাইকুম। নদীমাতৃক এ বাংলাদেশ অসংখ্যবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। প্রতিবারই হাজারও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আমাদের জীবন চলার পথকে গুছিয়ে নিয়েছি। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এ সমাজের মানুষেরাই। আমাদের জীবন চলার পথে হঠাৎ করে বারবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন করতে গিয়ে। এমনি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। সারাদেশে আজ ভয়াবহ বন্যা মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রায় ৩ কোটি মানুষ পানিবন্দী হয়ে মানবের জীবন কাটাচ্ছে। বন্যার পানিতে ক্ষেত-খামার ডুবে গেছে। ডুবে গেছে থাকার আশ্রয়স্থল বাড়ী-ঘর সমূহ। জীবন বাঁচানোর তাগিদে বন্যা কবলিত এলাকার সাধারণ জনগণ আশ্রয় নিয়েছে রাস্তার ধারে। কেউ আশ্রয় নিয়েছে স্কুল-কলেজের মাঠে, আশ্রয় কেন্দ্রে বা উঁচু কোন স্থানে। হাজার হাজার লোক নিজ বাড়ী-ঘর ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে বসতি গড়ে নিয়েছে। এদের কাছে না আছে খাদদ্রব্য; না আছে খাবার পানি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সকলের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে। অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করে তাকিয়ে আছে সমাজের মানুষের দিকে; একটু ত্রাণের আশায়। বন্যার তীব্র স্রোতে অনেকেরই বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘর-বাড়ী আসবাবপত্র সব হারিয়ে হয়ে গেছে একেবারেই নিঃশব্দ। ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে আসছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আশ্রয়হীন মানুষ হয় তো দু'দিন যাবৎ সামান্য একটু খাবার মুখে দিতে পারেনি। মানুষের এ দুর্দিনে সরকার ও বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় সংগঠন ত্রাণ বিতরণ করছে বন্যা কবলিত এলাকায়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে “জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন বাংলাদেশ” ও নিজ কর্মী-বাহিনীর মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করে চলেছে। ছুটে চলেছে বন্যা কবলিত প্রতিটি এলাকায়। আন্তরিক সহানুভূতির সাথে সাথে চিড়া-মুড়ি, গুড়-চিনি, চাল-আটা, শুকনা খাবার, ঔষধ, শাড়ী-লুঙ্গিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তুলে দিচ্ছে আশ্রয়হীন মানুষের হাতে। ত্রাণ পেয়ে সকলের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন বাংলাদেশ।

প্রিয় দেশবাসী!

বন্যার্তদের পুনর্বাসন করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন এর পক্ষ থেকে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য দেশের সকল স্তরের মানুষের নিকট সার্বিক সহযোগিতার আহবান জানানো হয়েছে। তাই আপনারা সকলেই তাদের সহযোগিতার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সামর্থ অনুযায়ী অর্থ জামা'আতুল মুজাহিদ্দীনের “ত্রাণ তহবিলে” জমা দিন। আল্লাহ আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তাওফিক দিন। আমিন।

সাদ বিন আঃ আজিজ

পূর্ব প্রকাশের পর

২ তরুন : সম্মানিত উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম।

১ম তরুন : আমরা যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করতে চাই তাহল কিছুক্ষন পূর্বে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়টি হচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে পত্র-পত্রিকার দৃষ্টি পরিবর্তন করা। আমরা ঠিক সেই বিষয়টি নিয়েই ভাবছি। যেমন- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। এই শহর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে অন্যান্য শহর থেকে আলাদা। ঢাকার মত আধুনিক সুবিধাগুলো এখানে রয়েছে। এয়ারপোর্ট, স্টেডিয়াম, বড় হাসপাতাল ইত্যাদি।

এই শহরটির সাথে দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের একমাত্র সড়ক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ছোট্ট ১টি ব্রিজ রয়েছে যা ছোট হলেও একমাত্র সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার উভয় দিকে অর্থাৎ একদিকে ঢাকা অপর দিকে চট্টগ্রাম। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ২টি শহরই আধুনিকতার ছোয়ায় ভরপুর। মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং মূর্মুর রোগীরা দুই দিকেই জরুরী চিকিৎসা পেতে পারে। ফলে জনগণের হঠাৎ ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হবে না। এখন এই ব্রিজটি উড়িয়ে দিলেই মানুষের চিন্তা এবং উদ্বেগ এই প্রসঙ্গকে ঘিরেই আলোচিত হবে এবং সেই সাথে পত্র-পত্রিকা ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোও বসে থাকবে না। ফলে জনগণ বর্তমান সময়ের উত্তম ট্রাজেডি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠবে না এবং দেখা যাবে ছোট্ট ব্রিজটি মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে বিকল্প বেইলী ব্রিজের মাধ্যমে সচল করা যাবে। তখন আবার দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকবে।

আমীর : ব্রিজটির অবস্থান কোথায়?

১ম তরুন : ফেনী জেলায়।

আমীর সাহেব এবং উপস্থিত সদস্যগণ এই প্রস্তাবে একমত হয়ে এ আলোচনার মূলতবি ঘোষণা করা হল।

JMB কার্যালয়ে মোবাইলের মাধ্যমে IMA এর প্রধান যোবায়েরকে জরুরী তলব করা হল।

যোবায়ের : আসসালামু আলাইকুম।

আমীর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম। যোবায়ের তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার এখানে চলে আস।

যোবায়ের কাল বিলম্ব না করে JMB'র কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

আমীর : একটি বিষয় নিয়ে ভাবছি।

যোবায়ের : কি বিষয়টি।

আমীর : তুমি জান হয়ত বর্তমান পরিস্থিতিতে মিডিয়াগুলো আরও উত্তপ্ত করেছে। তাই এগুলোর চোখগুলো অন্যদিকে প্রভাবিত করতে চাই। এ বিষয়ে ১টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

যোবায়ের : আল হামদুলিল্লাহ। তাহলে তো ভাল কথা। তো সিদ্ধান্তটি কি?

আমীর : একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সড়কের ছোট্ট একটি ব্রিজ। যা আলোচনার মোড় ঘুরাতে সাহায্য করবে। তাই এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে যাচাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছি। আশা করি পূর্বে তোমার সাথে আলোচনা এবং বর্তমানে যা বলছি সে অনুসারে আর কিছু বুঝার বাকি নেই।

যোবায়ের : হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এখন বলুন কি করতে হবে।

আমীর : পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং তা হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোন প্রকার আলামত অবশিষ্ট রেখে কামেলায় জড়ানো যাবে না। আর বরাবরের মত এবারও আমি বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে চাই, ১টি সম্ভব না হলে অন্যটি।

যোবায়ের : ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তাই হবে।

যোবায়ের আমীর সাহেবকে সালাম করে JMB'র কার্যালয় থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

যোবায়ের চট্টগ্রামস্থ IMA এর শাখা অফিসে internet এর মাধ্যমে একটি ই-মেইল ঠিকানায় অপারেশন নির্দেশিকা, সদস্য সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ এর তালিকা পাঠিয়ে দিলেন এবং এও বলা হল প্রোগ্রাম কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) এর ১টি ছোট সবুজ টিলার পাদদেশে IMA এর অফিস। সেখান থেকে ১০মিনিট হাঁটলে শহরের প্রধান রাস্তা। সেই রাস্তা সোজা চলে গেছে শহরের প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট এলাকায়। চাটগাঁও প্রতিনিধি হল ২৬ বছর বয়সী হাসান। চটপটে এবং নরম মেজাজের লোক হাসান। মাথায় বেজায় বুদ্ধি। কেন্দ্রীয় নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কাল বিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সাথী বাছাই করলেন। সর্ব প্রথম cyclonite সংগ্রহ করা হল। এই সাইক্লোনাইটই হল সংক্ষেপে RDX, এবং Denamite। সাথে আরও নেওয়া হল অটোমেটিক টাইমার এবং Transmition Remote controler।

৪জন সাথী নিয়ে মাইক্রোযোগে বিকেল ছয়টার দিকে বেরিয়ে পড়ল হাসান। মাইক্রোবাসটি এক নাগারে ২ ঘন্টা চলার পর কাজিত সেই ব্রিজটির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছল। মাইক্রোর সামনের সিটে বসে অবস্থা অবলোকন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর মাইক্রোটি চট্টগ্রাম মুখি ঘুরিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড় করে রাখা হল। হাই ওয়েতে ঘন ঘন যানবাহন চলাচল করছে। কোন যান বাহনই কোথাও থামছে না। ঠিক এমন সময় হাসান দেখলেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে প্রায় ৮.৩০ মি. পার হয়ে গেছে। হাসান তার দুই সাথী সহ বেরিয়ে পড়ল। মাইক্রোর সামনে চালক এবং প্রোগ্রাম স্থলের আশে পাশে ক্যামোফ্লাইজ করে ২জন সাথী পাহারা দিচ্ছে। হাসান ভাসমান ১টি প্লাষ্টিক জাতীয় নৌকা যা বাতাসের সাহায্যে বড় করে পানিতে নৌকার মত চলাচল করা যায় এই ধরনের একটি নৌকা সঙ্গে নিয়েছিল। ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছার পর হাসান এবং ১জন সাথী প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে খালের পানিতে প্লাষ্টিক নৌকায় সওয়ার হলেন। ধীরে ধীরে নৌকাটি ব্রিজের ১টি পিলারের কাছে গিয়ে থামল। হাসান সাইক্লোনাইটের এবং Dinamite এর প্রায় ২ কেজি ১টি প্যাকেট বের করলেন, তারপর প্যাকেট পিলারের সাথে GI তার এবং ফাইবার লেইস দিয়ে শক্ত করে আটকিয়ে তার ভেতর ডেটোনেটর এর সাথে Transmition Remote controler এর মুডেলের সংযোগ করল। সংযোগ শেষ করে আবার অনুরূপ আরও ১টি পিলারের কাছে ভীড়ে পূর্বের মত সংযোগ সম্পন্ন করলেন তারপর নৌকাটি তীরে ভীড়িয়ে বাতাস বের করে গুটিয়ে নিলেন। এবার গুটানো নৌকাটি রাস্তার পাশে ঘাসের উপর রেখে ব্রিজের উপর ২জন মিলে ১টি ব্যাগে বিস্ফোরকগুলো বহন করে ব্রিজের ঠিক মাঝামাঝি রেলিং এর নিম্নভাগে ১টি শক্তিশালী বোমা control ডিভাইসসহ ফিট করল। তারপর তারা গুটানো নৌকা এবং অবশিষ্ট সরঞ্জামসহ মাইক্রোতে গিয়ে বসল। এবার মাইক্রোটি মন্তর গতিতে সামনের দিকে আগাতে লাগল। হাসান লক্ষ্য করলেন যে এখন ব্রিজের দিকে কোন গাড়ী আসছে না। ঠিক এমন সময় তার হাতের কাছে রিমোট controler এর Red বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট, ভয়ংকর শব্দে বোমা গুলো বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতো ছিল যে চতুর্দিকে বিদ্যুতের ঝলকের মত আলো জলে উঠল সাথে সাথে অগ্নি ফুলিঙ্গ।

১ম নীচের পিলারের সাথে বাঁধা বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়ে পিলারকে বিধ্বস্ত করে। এতে ব্রিজের ভারসাম্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর ব্রিজের মাঝামাঝি রাখা বোমাটির বিস্ফোরণে মধ্য ভাগে ফাটল ধরে। ফলে পিলার বিহীন ব্রিজটি

ভারসাম্য হারিয়ে ফাটল বরাবর মাঝখান দিয়ে ছোট নদীতে ভেঙ্গে পড়ে। বোমাগুলোর মেকানিক্যাল নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যাধুনিক। প্রতিটি বোমার সাথে সংযুক্ত ছিল শক্তিশালী Rang এর FM রেডিও Receiver আর রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসে ছিল শক্তিশালী Rang ওয়াকিটকির Transformation (প্রেরক যন্ত্র) ডিভাইস। Transformation/Tansmition ডিভাইসের সাহায্যে FM ফ্রিকোয়েন্সিতে টুইনিং করে প্রেরক সুইচ টিপার সাথে সাথেই এর Antena এর সাহায্যে শব্দ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর বোমার সাথে সংযুক্ত FM Receiver গুলো শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে তা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। এই বিদ্যুৎ শক্তিটি শুনতে ১টি তারের সাহায্যে কোন Speaker এর সাথে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু তারের মাথায় Speaker এর পরিবর্তে ডেটোনেটর এর ইলেক্ট্রিক্যাল তারের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে Receiver এর গ্রহণ করা শব্দ শক্তি রূপান্তরিত হয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয়। আর এই বিদ্যুৎটি সরবরাহ হয় ডেটোনেটরে ফলে বোমাটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিস্ফোরিত হয়।

পরদিন সকালে দেশের শীর্ষ স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলো ব্রিজ বিস্ফোরণে খবরটি ফলাও করে প্রকাশ করল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজের ২ পাশে Export-Import এর মালামালসহ ট্রাক, বাস ও অন্যান্য যান বাহনের দীর্ঘ লাইন এবং ভয়াবহ যানঘট সৃষ্টি হল। মূহুর্তের মধ্যে যেন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। অর্থনৈতিকভাবে দেশের Export এবং Import ব্যবস্থা নিশ্চল হয়ে গেল। কাচা মালের চালানগুলো দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়াতে নিত্য দিনের সামগ্রীর দাম হু হু করে বেড়ে গেল। রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের দিকে নিন্দা, তিরস্কার আর দোষারোপের কাদা ছুড়ছে। এমনি ভাবে কেটে গেল ৩টি দিন। এতদিনে পত্র-পত্রিকাগুলোর চোচামেচিতে পেছনের ফলাও করে ছাপানো JMB'র বিরুদ্ধে প্রচার ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেল। সরকার আসন্ন সমস্যায় ১টি সাময়িক সমাধান করল। বিধ্বস্ত ব্রিজটির অন্যপাশে ১টি ধাতব Floating bridge বা ভাসমান সেতু নির্মাণ করা হল। ফলে আবারও যান বাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এলো।

আমীর সাহেব অত্র সংগঠনের নায়েবে আমীরকে তলব করে তার সাথে ১টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন।

আমীর : এখন যা করেছি তাতো কেবল ১টি কাজ করে সে কাজ থেকে জনগণের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য আরেকটি কাজ করা হল। কিন্তু মূল কাজতো বাকীই রয়ে গেল। (চলবে)।

কবিতা কানন

পাপের ফল

আকরামুল ইসলাম

উত্তাল বেগে আসলো ধৈর্যে সর্বগ্রাসী বান
দেশ জুড়ে সব মানুষগুলোর ওষ্ঠাগত প্রাণ ।
মহাসাগর হল যে দেশ অথৈ-ই বানের জলে
এমন গজব দিলেন আল্লাহ মোদের পাপের ফলে ।
নেইকো মোদের আল্লাহ ভীতি, নেইকো নামাজ-রোজা
মানুষ হয়ে মানুষের-ই করি সদা পূজা ।
অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, যাত্রা-নাটক, গান
এসব পাপের ফলেই বুঝি আসলো দেশে বান ।
রাস্তা-ঘাট সব ডুবিল, ডুবল বাড়ী-ঘর
শহরগুলো হল যে ভাই, কঠিন দ্বীপান্তর ।
খালা-বাটি, ঘর-বাড়ী সব ভাসলো বানের তোড়ে
গাড়ীর বদলে নৌকা চলে সারা শহর জুড়ে ।
কোথা থেকে আসে এমন অথৈ জল রাশি
একটুখানি ভেবে দেখ ওহে জগৎবাসী ।
আল্লাহর যত হুকুম আহকাম না মানা হলে
সব কিছুই যে হবে ধ্বংস এমন বানের জলে ।
মোদের পাপেই দেশ ডুবিলো, ডুবলো সকল জাতি
তবু কেন পাপ সাগরে করছ মাতামাতি ।
সময় থাকতে দ্বীনের পথে এসো আজ সবাই
নইলে কিন্তু যাবে মরে কঠিন এ বন্যায় ॥

শান্তির মদিনায়

ওবাইদুল্লাহ

কমিউনিষ্টদের করে দিতে ঠান্ডা
উড়িয়ে দাও ইসলামের ঝান্ডা ।
ওদেরকে করে দিতে উৎখাত
হে মুজাহিদ শুরু কর অস্ত্রের উৎপাত ।
চল যাই জিহাদী কাফেলায়
রাজশাহীর শান্তির মদিনায় ।
উত্তরাঞ্চলের সেই শান্তির শহর
যেখানে যাচ্ছে মুজাহিদী বহর ।
গড ফাদার কে? ধর তাকে
খতম করে দাও সন্ত্রাসীকে ।
এ আরেক ভিন্ন ইয়াহুদী
ইসলামের চরম বিরোধী ।
সারা বিশ্বটাকে বোখারা সমরকন্দ বানাতে চেয়েছে
তাই ওরা সর্বহারার গান যে গেয়েছে ॥

আহবান

হাফিজুর রহমান (গাজী)

হে মানব ভেবে দেখ কোথায় আছ তুমি,
কুরআনের আইনে বিচার হয় না এইতো সে ভূমি ।
তাগুতের আইন আছে মোদের ঘাড়ের বসে,
তাই আজ লুটতরাজ চলছে সারা দেশে ।
হয় না দেশে কিসাস আর, হয় না সংগেসার,
তাই আজ বড়ই প্রয়োজন দ্বীন প্রতিষ্ঠার ।
আল্লাহ তায়ালা হুকুম হল দ্বীন কায়েম কর
হে মুসলমান তাই তুমি অস্ত্র হাতে ধর ।
গণতন্ত্র করে তুমি করো নাকো ভুল,
তাহলে মুসলিম তুমি হারাবে দু'কুল ।
দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআনের পথ ধর,
মুসলমান নামের মুরতাদকে আগে খতম কর ।
তবেই ফিরে আসবে শান্তি মোদের দেশে
জীবন দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে যাব শেষে ।
মুসলিম সবার প্রতি আমার এ আহবান,
ইহুদী-খ্রীষ্টানের দোসর না হয়ে, হয়ে যাও সাবধান ॥

ঘুমন্ত মুসলিম

ইবনে ওমর

মুসলিম তুই আজ নিদ্রায় বিভোর
জেগেছে আজই তাগুত,
এখনো কি তোর ভাগবেনা ঘুম
হাকিতেছে মজলুম?
অসহায় নারী, শিশু, বৃদ্ধরা আজ
চেয়ে আছে তোর পানে,
ইনফিরু খিফাফাও ও সিকালার তরে
ছুটে চল ময়দানে ।
মুসলিম তুই কেন নিদ্রায় বিভোর
তুই না বীরের জাতি?
শত বাধার পথ পেরিয়ে যা তুই
কাটিয়ে দে আঁধার রাতি ।
কইরে আলী, ওমর কোথায়
কইরে বীর খালিদ?
জাগরে মুসলিম সত্য জাগাতে
তুই যে নবীর মুরীদ
মুসলিম তুই জাগরে জাগ আজ
জ্বালাতে আলোর বাতি,
আলোকিত হয় যেন এই ধরাটা
পেরিয়ে আঁধার রাতি ॥

সংবাদ পরিক্রমা

ইসলাম ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে স্কুলে বোরখা নিষিদ্ধ!

ভ্রম্যমান প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ ছাত্রীদের বোরখা পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নোটিশ জারি করেছে বলে এক অভিযোগে উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের এ সিদ্ধান্তের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে ঐ সূত্র জানিয়েছে। মির্জাপুর উপজেলার রাজাবাড়ী গ্রামের ক্যাডেট কলেজের দক্ষিণ পাশে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ছাত্রীদের বোরখা পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ মর্মে দুটি নোটিশ জারি করেছে। ঐ নোটিশে বলা হয়েছে ১০ জুলাই থেকে কোন ছাত্রী যদি বোরখা পরে স্কুলে আসে তাহলে ঐ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হবে। উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিয়াজুদ্দীন এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলে ঐ অভিযোগে বলা হয়েছে। ছাত্রীদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণার ঘটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসী বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোর দাবী জানিয়েছে।

ঋণ গ্রহীতা মহিলাকে তুলে নেয়ার অপচেষ্টা গণপিটুনির শিকার হয়ে ব্র্যাকের ৩ কর্মী হাসপাতালে

আল-মাগাযী ডেস্ক : ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ঋণ খেলাপীকে তুলে আনতে গিয়ে গণপিটুনি খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ব্র্যাকের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারী। ঘটনাটি ঘটেছে, রংপুর শহরের উপকণ্ঠ সাহেবগঞ্জ বাজারের পার্শ্ববর্তী সারাসপুর এলাকায়। জানা গেছে, উল্লেখিত এলাকার অনল চন্দ্র (অনো)'র স্ত্রী সুবান্দ্রা রাণী কিছুদিন পূর্বে ব্র্যাক থেকে ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ গ্রহণের পর কিছুদিন ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করে আসলেও সম্প্রতি তার পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় জলকর অফিস থেকে ১২/১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সংঘবদ্ধ হয়ে ঋণ গ্রহীতা ঐ মহিলাকে তুলে আনতে যায়। তারা রাত প্রায় সাড়ে ১১ টার দিকে অনল চন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তার

বাড়ীতে ঢুকে ঋণ গ্রহীতা সুবান্দ্রাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তুলে আনতে গেলে মহিলা তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে মহিলাকে নিয়ে ব্র্যাক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টানা-হেঁচড়া ও মারধর করতে থাকলে মহিলার চিৎকারে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকজন ছুটে আসে। ব্র্যাক কর্মকর্তারা তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদেরকেও মারধর করতে গেলে এক পর্যায়ে তাদের চিৎকার ও হৈ-হুল্লোড়ে লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। এ সময় ব্র্যাক কর্মকর্তারা তাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে এবং তাদের সামনে ঋণ গ্রহীতা সুবান্দ্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে মহিলার স্বামী বাড়ী এলে তাকেও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাকেও টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এ অবস্থায় উপস্থিত লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ব্র্যাক কর্মকর্তাদের আটক করে এলোপাতাড়ি গণপিটুনি দিতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সংঘবদ্ধ ব্র্যাক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দু-তিন জন পালিয়ে গেলেও ৯ জনকে তারা আটক করে রাখে। পরে তারা চেয়ারম্যানকে খবর দিলে চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। চেয়ারম্যান গভীর রাতে এ ঘটনার জন্য ব্র্যাক কর্মকর্তাদের তিরস্কার করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চালান। ইতিমধ্যে পলাতক ব্র্যাক কর্মকর্তাগণ রাত দেড়টার দিকে থানায় এসে পুলিশ নিয়ে ঘটনা স্থলে যায় এবং আটককৃতদের উদ্ধার করে। এ সময় ব্র্যাক কর্মকর্তারা চেয়ারম্যানের কাছে একটি মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায়। পরে গণপিটুনি খাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ব্র্যাকের এলাকা ব্যবস্থাপক বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে।

ইসলাম গ্রহণ করে ৪ সদস্যের বৌদ্ধ পরিবার নিথরের শিকার

আল-মাগাযী ডেস্ক : উখিয়া উপজেলার রতনা পালং ইউপির আমতলী গ্রামে একই পরিবারের ৪ জন বৌদ্ধ ধর্মানুসারী স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন ঐ পরিবারের লোকজনকে মারধর করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিধবা সংক মিত্র বড়ুয়ার পরিবারটি এখন নিথরীত। কক্সবাজার নোটারী পাবলিক কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় পরিবারের ৪ সদস্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, সন্ধ্যায় এলাকায় ফিরে গেলে এলাকার অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদেরকে মারধর করে মারাত্মকভাবে জখম করে ঘর-বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরিবারের সকল সদস্যকে উখিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীরা হচ্ছেন- সংক মিত্র বর্তমান নাম

ফাতেমা বেগম (৬০), পুত্র (সুকুমার) মোঃ ইব্রাহীম (২৮), (জগাদম) মোঃ ইসমাইল (১৯) ও ইব্রাহীমের শিশু পুত্র (তুষার) মোঃ ইউনুস।

ঋণ শোধে ব্যর্থ মহিলার আত্মহত্যা

আল-মাগাযী ডেস্ক : এনজিওর ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কর্মকর্তাদের চাপের মুখে এক জননী তার দুই শিশু সন্তানকে বিষ খাইয়ে নিজেও বিষ পান করেছে। সন্তান দুটি বেঁচে গেলেও হতভাগ্য মায়ের জীবনের অবসান ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৭ শে জুলাই অভয়নগরে মালাধরা গ্রামে। জানা গেছে, উপজেলার মালাধরা গ্রামের আসাদুর রহমানের স্ত্রী আবিরুন্নেসা (৩০) আনসার ভিডিপি সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে। দারিদ্রতার কারণে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সমিতি কর্মকর্তারা আবিরুন্নেসাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। কর্মকর্তাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে গত ২৬ শে জুলাই দুপুর ১২টায় দুই শিশু সন্তান লতিফা (৭) ও মামুন (৫) কে বিষ খাইয়ে আবিরুন্নেসা নিজেও বিষ পান করে। বিষ পান করার পর হতভাগ্য মা মারা যায়। ভাগ্যক্রমে শিশু সন্তান দুটি বেঁচে গেছে।

এনজিও'র আটা খেয়ে শতাধিক মহিলা অসুস্থ

আমাদের সংবাদদাতা : পাবনার আট ঘরিয়া উপজেলায় একটি শীর্ষ স্থানীয় এনজিও কর্তৃক বিতরণ করা আটা খেয়ে শতাধিক দুঃস্থ মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। উপজেলা দেবুগুর ইউনিয়নে ১৫৮ জন দুঃস্থ মহিলার মাঝে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় পুষ্টি আটা বলে তা বিতরণ করা হয়। দুঃস্থ মহিলারা এ আটা খাওয়ার পরেই প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারীরা আটার গুণগত খাদ্য মান পরীক্ষার দাবী জানান। অসুস্থদের পরিবার-পরিজন মনে করছেন পুষ্টি মান সম্পন্ন বিতরণকৃত আটা আসলে গো-খাদ্য। সেবার নামে এনজিওরা আমাদের দেশে এসে ঘাঁটি গাঁড়লেও প্রকৃত পক্ষে এরা যতটুকু সেবা করে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় আমাদের। দুঃস্থ মানবতার মাঝে এরূপ সেবার লক্ষ্যে এরা যে খাদ্য বিতরণ করেছিল তা খেয়ে সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকজন মনে করতেছে আসলে এনজিওরা আমাদের সেবা করবে তো দূরের কথা বরং আমাদেরকে চুষে খাওয়ার পায়তারা চালাচ্ছে। এনজিওদের এ আটা বিতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ জনগণ এর মাঝে এনজিও সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চাই না

—নাজিউর রহমান এর বক্তব্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আল-মাগাযী ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি একাংশের চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান বলেছেন, আমরা

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাস করি কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চাই না। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজনীতিবিদরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে বিশ্বাসী। দেশ ও জাতির উন্নয়নে বিশ্বাসী নয়। মন্ত্রীত্ব পেলে রাজনীতি করব আর না পেলে রাজনীতি করব না এটা ঠিক নয়। জাপা নেতা নাজিউর রহমান বলেন, দেশের রাজনৈতিক অভিভাবকরা ছাত্রদের সঠিক নেতৃত্ব না দিয়ে তাদের ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আজ সাধারণ মানুষ ছাত্রদের নাম শুনে তাদের সন্ত্রাসী মনে করে। তিনি বলেন, চৌদ্দকোটি মানুষ আজ নিরাপত্তা চায়। শান্তিতে থাকতে চায় শুধু পুলিশকে স্ট্যান্ড রিলিজ করলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। সন্ত্রাস নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না। গত ৮ই জুলাই বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয় ছাত্র সমাজ ঢাকা মহানগর আয়োজিত সম্মেলনে নাজিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে একথা বলেন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের এধরণের বক্তব্য শুনে সাধারণ ধর্ম প্রাণ মুসলমানরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে এরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এদের কার্যকলাপ দ্বারা এটাই প্রমাণিত করতে চায় যে, আমরা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দালাল হিসেবেই বেঁচে থাকব। সারা বাংলাদেশে যখন অসংখ্য নাস্তিক মুরতাদদের উত্থান ঘটছে তখন এদের দলে নতুন করে शामिल হল এই রাজনৈতিক নেতা। সাধারণ ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের একান্ত প্রাণের দাবী এ ধরণের নাস্তিক-মুরতাদদের বাংলাদেশের মাটিতে আস্তানা গাড়ার কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না। এরা যেকোন ইসলামের শত্রু ঠিক তদ্রূপ দেশেরও শত্রু। সুতরাং সময় থাকতেই এদের কঠিন হস্তে দমন করতে হবে।

ঠাকুরগাঁওয়ে ভুয়া এনজিও কোটি টাকা নিয়ে উধাও: বিক্ষুব্ধ জনতা এনজিও অফিস ভেঙ্গে দিয়েছে

আল-মাগাযী ডেস্ক : প্রতারণার মাধ্যমে সেবা নামে ভুয়া এনজিওর কর্মকর্তারা প্রায় ১ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা ২ মহিলা অফিস সহকারীসহ ৩ জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। সদর থানার পুলিশ এই অফিসের সাইনবোর্ডসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করেছে। সোসাইটি ফর ইকোনমিক রিস এ্যাডভান্সম্যান্ট (সেবা) নামে একটি এনজিও চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ঠাকুরগাঁওয়ের সরকার পাড়া মহল্লায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে জেলা কার্যালয় খুলে বসে। এরপর সেবার কর্মকর্তারা ২ থেকে ১০ হাজার টাকা জামানতের নামে অফিস সহকারী, মাঠকর্মী পদে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক-যুবতীকে নিয়োগ দেয়।

এদিকে পঞ্চগড়ে সেবা নামের এই এনজিও বোদা এলাকার কয়েক হাজার সহজ-সরল মানুষের প্রায় ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে অফিস গুটিয়ে উধাও হয়ে গেছে। টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় এসব মানুষ অফিসে এসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের না পেয়ে এবং অফিস বন্ধ দেখে অফিস ভাঙুর করে।



আফগানিস্তানে তালিবান আক্রমণে ৬ সরকারী সৈন্য নিহত: আহত ৪

আরব নিউজ : আফগানিস্তানে তালিবানদের আক্রমণে ৬ সরকারী সৈন্য নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে হেরাত-কান্দাহার মহাসড়কে তালিবান যোদ্ধারা এক সেনাবহরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। সে অঞ্চলে বেসামরিক কর্মীদের সহায়তার জন্য এই সৈন্যদের সেখানে পাঠানো হচ্ছিল। ফারাহ প্রদেশের পুলিশের উপপ্রধান মোহাম্মদ রাসুল, এই আক্রমণের সত্যতা স্বীকার করেন।

বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন ঘাঁটিতে মুজাহিদদের মর্টার হামলা

১১ দখলদার সৈন্য আহত: সামারায় গাড়ীবোমা বিস্ফোরণ

আল-মাগাযী ডেস্ক : দখলদার মার্কিন বাহিনী তথাকথিত অন্তর্বর্তী ইরাকী সরকারের কাছে লোক দেখানো ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদদের আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পুতুল সরকারের হাতে নামে মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেও এখনো ইরাকে ১ লাখ ৬০ হাজার দখলদার সৈন্য রয়েছে এবং তারা অনির্দিষ্টকাল ইরাকে অবস্থান করবে বলে বলা হয়েছে। তারা ইরাকের নিজস্ব সেনাবাহিনীকে তাদের প্রশিক্ষণ দেবে। তবে ইরাকের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মূল ক্ষমতার সুতাটি তাদেরই হাতে রয়েছে। মুজাহিদদের স্পষ্ট অঙ্গীকার দখলদার একটি সৈন্যও ইরাকের পবিত্র মাটিতে থাকলে তারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাবে। সর্বশেষ দখলদার সৈন্যটিকে উৎখাতের মাধ্যমেই তাদের লড়াই শেষ হবে। প্রতিটি দিন তারা একের পরে এক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ রাখছে। তারা রাজধানীর উপকণ্ঠে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে মর্টার হামলা চালায়। সামারায় গাড়ীবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং বসরায় তাঁবেদার সরকারের একটি পুলিশ দল অগ্নির জন্য রক্ষা পেয়েছে। বাগদাদ বিমানবন্দরের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদরা ব্যাপক মর্টার হামলা চালায়। মার্কিন ঘাঁটিতে অন্তত ১০টি মর্টারের গোলা আঘাত হানে। এতে অন্তত ১১ মার্কিন সৈন্য আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশংকাজনক। এই আক্রমণে বিমানবন্দরের একটি অংশে

আগুন ধরে যায় এবং অন্তত এক ঘন্টা আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বিমানবন্দরে মার্কিন বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিচার্ড রাইল বলেন, আমাদের পক্ষে এতে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বাগদাদের ১৫০ মাইল দক্ষিণে সামারায় পুলিশ সদর দপ্তরের বাইরে মুজাহিদরা গাড়ীবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে অন্তত দুইজন আহত হয়। এবং দু'টি গাড়ী ভস্মীভূত হয়।

দক্ষিণাঞ্চলীয় বসরায় গাড়ীতে স্থাপিত একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। সময়মত একে নিষ্ক্রিয় না করা হলে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটতো। সেখান দিয়ে এক হাজার পুলিশের কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে গাড়ীবোমা সনাক্ত করা হয়।

এদিকে মার্কিন বাহিনী কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ এক মেরিন সেনার ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত চালাচ্ছে। মার্কিন বাহিনীর এতদিন ধারণা ছিল যে, লেবাননী বংশোদ্ভূত কর্পোরাল ওয়াসেফ আলী হাসাউন নিখোঁজ রয়েছে।

ফালুজায় আবাসিক এলাকায় মার্কিন বিমান হামলা : ২ মার্কিন সৈন্যসহ ২২ জন নিহত

বহুজাতিক বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জেনারেল সানচেজ সরে
দাঁড়িয়েছেন

আল-মাগাযী ডেস্ক : পুতুল সরকারের কাছে লোক দেখানো ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ইরাকের অবিসংবাদিত নেতা সাদ্দাম হোসেনের তড়িঘড়ি বিচারের উদ্যোগ নেয়ার প্রেক্ষাপটে মুজাহিদরা তাদের আক্রমণ তীব্রতর করে তুলেছে। দখলদার মার্কিন বাহিনীও তাদের হামলার মাত্রা জোরদার করেছে। ফালুজায় মার্কিন বিমান হামলায় ১৫ জন নিহত হয়েছে। বন্দুকযুদ্ধে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছে। মসুল ও আমিরিয়ায় দুই মার্কিন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে আরো দুই সৈন্য। মুজাহিদদের আক্রমণে দালাল প্রশাসনের এক কর্মকর্তা আহত অবস্থায় বেঁচে গেলেও তার দুই দেহরক্ষী নিহত হয়েছে। ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে মার্কিন জেনারেল রিকর্ডো সানচেজ সরে দাঁড়িয়েছেন। মার্কিন জঙ্গী বিমানগুলো ফালুজায় আবাসিক এলাকায় বোমা বর্ষণ করেছে। মার্কিন সেনাবাহিনী বলছে, আবু মুসাব জারকাবির আশ্রয়স্থল লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। ইরাকে সাম্প্রতিক অব্যাহত ভয়াবহ হামলা ও জিম্মিদের জবাই করে হত্যা করার পেছনে জারকাবির মূল ভূমিকা রয়েছে বলে মার্কিনীরা সন্দেহ করছে। জারকাবি নিজেও এক মার্কিনী ও দক্ষিণ কোরীয় জিম্মিকে হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষ গেরিলা নেতা জারকাবিকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে ঘোষিত পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২ কোটি ৫০

লাখ করেছে। ফালুজায় মুজাহিদদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিনীদের গুলিতে সাধারণ ও নাগরিক নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, হতাহতের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে।

বাগদাদ হাসপাতালের কাছে রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে ইরাকী অর্থ-মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা আহত ও তার দুই দেহরক্ষী নিহত হয়েছে। আহত এহসান করিম মন্ত্রণালয়ের অডিট বোর্ডের প্রধান। রাজধানীর আমিরিয়া এলাকায় একটি মার্কিন টহল দল সড়ক অতিক্রম করার সময় পৃথক আরেকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে এক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

উত্তর ইরাকে মসুলে মুজাহিদরা দখলদার বাহিনীর একটি সেনাবহর লক্ষ্য করে আক্রমণ চালালে এক সৈন্য নিহত ও ১ সৈন্য আহত হয়।

নাজাফে তাঁবেদার সরকারের পুলিশ কারফিউ জারি করেছে। একটি বিএমডব্লিউ গাড়ীতে ১৫০ পাউন্ড বিস্ফোরক পাওয়ার পর পবিত্র শহরটিতে কারফিউ জারি করা হয়।

কাশ্মীরে বোমায় হতাহত ১৯

আল-মাগাযী ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে মোঘল আমলে তৈরি বিখ্যাত নিশাত উদ্যানের কাছে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ১ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র এ তথ্য জানান।

সূত্র জানায়, বোমাটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, উদ্যান থেকে ৩ কিঃ মিঃ দূরে এর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। বিস্ফোরণের ফলে এক ব্যক্তি কয়েক টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে। আহত ১২ জনের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশংকাজনক। পুলিশ ধারণা করছে, মুসলিম মুজাহিদরা এ বিস্ফোরণ ঘটায়।

চেচেনিয়ায় ১৫ রুশ সেনা ও পুলিশ নিহত

ইন্টারনেট : চেচেনিয়ায় মুজাহিদরা রুশ বাহিনীর উপর নতুন করে হামলা চালিয়ে ২৪ ঘন্টায় ১৫ জন সৈন্য ও পুলিশকে হত্যা করেছে। ক্রেমলিনের সমর্থনপুষ্ট চেচেন আঞ্চলিক প্রশাসন একথা জানিয়েছে। পূর্বঞ্চলীয় আরগুন শহরে একটি বাড়ীতে লুকিয়ে থাকা মুজাহিদদের একটি দল রুশ সৈন্যের উপর হামলা চালিয়ে ৮ জন সৈন্যকে হত্যা ও ১১ জনকে আহত করে। অপরদিকে আল্লাহর সৈনিকরা কাফির, মুশরিকদেরকে চিরতরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ফেদায়ী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

চেচেনিয়ায় ৫ রুশ সৈন্য নিহত

আল-মাগাযী ডেস্ক : চেচেনিয়ায় তুমুল সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে মুজাহিদদের হামলা, সংঘর্ষ ও মাইন বিস্ফোরণে

কমপক্ষে ৫ জন রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। মস্কোপত্নী একজন সরকারের কর্মকর্তা একথা জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গুদারমেসে অস্থায়ী কমপক্ষে ২ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। কর্মকর্তা বলেছেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে মুজাহিদরা রুশ অবস্থানে হামলা চালায়। এ সময়কালে ১৮ দফা গুলীবর্ষণের ঘটনায় ২ ব্যক্তি নিহত ও ৮ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এছাড়া রাজধানী গ্রোজনীতে ট্রাকযোগে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয়।

সউদী আরবে পুলিশ-আল কায়েদা বন্দুকযুদ্ধ

ইন্টারনেট : সউদী নিরাপত্তা বাহিনী সে দেশের রাজধানী রিয়াদে আল-কায়েদা মুজাহিদদের সাথে গুলীবিনিময় করেছে। ২টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এ খবর জানিয়েছে। আল-আরাবিয়া টিভি চ্যানেল জানায়, রিয়াদের শহরতলীর একটি বাসায় মওজুদকৃত বিস্ফোরক সামগ্রী বিস্ফোরিত হলে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সেখানে ছুটে যায়। এ বাসায় আল-কায়েদার সদস্যরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে আল-কায়েদা মুজাহিদদের বন্দুকযুদ্ধ হয়। এতে বহু নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাহিনী আহত হয়। আল-জাজিরা টিভি চ্যানেল জানায়, কিং ফাহাদ জেলায় বন্দুকযুদ্ধ হয়। এতে কোন প্রাণহানি হয়েছে কিনা এখনো সুস্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে সউদী কর্মকর্তাদের কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন ভিত্তিক সউদীবিরোধী গ্রুপ বলেছে, আল-কায়েদা যোদ্ধারা কিছু সংখ্যক লোককে জিম্মি হিসেবে আটক রেখেছে। সউদী ইনস্টিটিউট বলেছে, পুলিশ আল-কায়েদা যোদ্ধাদের বহনকারী ২টি মটর গাড়ী থামানোর চেষ্টা করলে বন্দুক যুদ্ধের সূচনা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আল-কায়েদা যোদ্ধারা একটি রকেট চালিত গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে ১ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আল-কায়েদা সউদী রাজতন্ত্রের অবসানের লক্ষ্যে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সউদী আরবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

আল-কায়েদার হুঁশিয়ারি

দখলদাররা মুসলিম দেশগুলো ছেড়ে না

গেলে ইউরোপে রক্তের বন্যা বইবে

ইন্টারনেট : আল-কায়েদা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, ইউরোপের দেশগুলোর সৈন্যরা মুসলিম দেশ সমূহ ছেড়ে না গেলে ইউরোপে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হবে। আল-কায়েদার একটি ইসলামী ওয়েব সাইটে দেয়া এক বিবৃতিতে এ হুমকি দেয়া হয়েছে। ওসামা বিন লাদেনের বেঁধে দেয়া ১৫ জুলাই-এর ডেডলাইন শেষ হওয়ার পর নতুন করে এই হুমকি দেয়া হয়েছে।

আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেডস-‘আল-কায়েদা’ লেখা এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘোষণা করছি। তোমরা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের আক্রমণ বন্ধ করবো না। ‘ইসলামিক-মিনবার ডট কম/ফোরাম’ নামক ওয়েব সাইটে এ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের নেতা শেখ ওসামা বিন লাদেনের দেয়া আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পরও তোমরা আমাদের ভূখন্ড ত্যাগ না করার কারণে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের জনগণের বিরুদ্ধে- (যারা নীরব থেকে তোমাদের সমর্থন যুগিয়েছে) এক প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করছি। এর আগে গত ১৫ এপ্রিল আল-কায়েদা প্রধান অডিও টেপে দেয়া বিবৃতিতে ইউরোপীয় দেশগুলোকে মুসলিম দেশগুলো থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য তিন মাস সময় দিয়ে একটি আলটিমেটাম দেন। পরে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই আলটিমেটামের সত্যতা স্বীকার করে। গত ১৬ জুলাই একই গ্রুপ অপর একটি বিবৃতিতে ইটালীকে অনুরূপ হুমকি দেয় যে, প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বারলুসকোনিকে ক্ষমতায় রাখা হলে তাদের বিরুদ্ধে ৯/১১ এর মতো হামলা চালানো হবে।

আবু হাফস আল-মাসরী ব্রিগেডস মাদ্রিদে ২০০৩ সালের ১১ মার্চের বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। আবু হাফস আল-মাসরী আত্মসনকালে শাহাদাত বরণ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আল-কায়েদার সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন।

কাশ্মীরে মুজাহিদ আক্রমণে ৫ ভারতীয় সৈন্যসহ ৭ নিহত

আল-মাগাযী ডেস্ক : কাশ্মীরে সহিংসতার ঘটনায় ৫ ভারতীয় সৈন্যসহ ৭ জন নিহত হয়েছে। কাশ্মীরী মুজাহিদরা শ্রীনগরের পর্যটন কেন্দ্র ডাল লেকের একটি হোটেলে ভারতীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালে তাদের সঙ্গে রাতভর ভারতীয় সৈন্যদের গুলীবিনিময়ের ঘটনা ঘটে। মাত্র ২ জন মুজাহিদ এই আত্মত্যাগী হামলা চালায়। ডাল লেকের এই হোটেলটির একটি অংশে ভারতীয় বাহিনী অবস্থান করছিল। মুজাহিদদের আক্রমণে সৈন্যরা হতচকিত হয়ে এলাকা ত্যাগ করে। মুজাহিদদের আক্রমণে ৫ ভারতীয় সৈন্য নিহত ও অপর ৬ জন আহত হয়। পরে তারা আবার ফিরে এসে পাল্টা আঘাত হানলে ২ মুজাহিদ শাহাদাৎ বরণ করেন।

কাশ্মীরী মুজাহিদ সংগঠন আল-মনসুরিয়ান ডাল লেকের এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী-মুজাহিদ সংঘর্ষ :

২ মার্কিন সৈন্য আহত

ইন্টারনেট : নির্বাচনের প্রাক্কালে সর্বশেষ সহিংসতার মধ্যে আফগানিস্তানে স্থানীয় মুজাহিদদের সঙ্গে এক বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে কমপক্ষে ২ মার্কিন সৈন্য এবং ১ আফগান সৈন্য আহত হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় কর্মকর্তারা একথা জানায়। ঘোর প্রদেশে এ হামলার পর মার্কিন সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, গোলা বিনিময়কালে ২ মার্কিন সৈন্য এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির (এএনএ) এক সৈন্য আহত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ছাগছারান থেকে ৪৫ কিঃ মিঃ উত্তরে আফগান মুজাহিদ ফোর্স ডিভিশনের যোদ্ধারা আফগান ন্যাশনাল আর্মি কনভয়ের ওপর হামলা চালায়। কনভয়ের পেছনে চলমান যানবাহন থেকে তারা রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) ও ছোট অস্ত্র দিয়ে কনভয়ের ওপর হামলা চালায়। আহতদের বাগরাম বিমান ঘাঁটির সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় এবং তাদের অবস্থা ভাল বলে বিবৃতিতে বলা হয়। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জেনারেল মোহাম্মদ জহির আজিজি আগে জানান যে, ৬ জন আহত হয়, তাদের মধ্যে ২ অথবা ৩ জন আমেরিকান সৈন্য। কনভয়ে ১৮ জন এএনএ সৈন্য ও ৭ জন মার্কিন সৈন্য ছিল।

ইরাকে মার্কিন ও তাবেদার সৈন্যদের বিগত

এক মাসের হতাহতের সংখ্যা :

আল-মাগাযী ডেস্ক : ০১-০৭-০৪ : বাগদাদ বিমান বন্দরে মুজাহিদদের মর্টার হামলায় ১১ জন মার্কিন সৈন্য আহত হয়।

০২-০৭-০৪ : এ তারিখে উত্তর ইরাকের মসূলে মুজাহিদরা দখলদার বাহিনীর একটি সেনাবহর লক্ষ্য করে আক্রমণ চালালে একজন মার্কিন সৈন্য নিহত ও ২ জন আহত হয়। রাজধানীর আমিরিয়ায় মুজাহিদদের বোমা হামলায় ১ মার্কিন সৈন্য নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। অপর দিকে বাগদাদে মুজাহিদদের পেতে রাখা এক বোমা বিস্ফোরণে তাবেদার সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২ সিনিয়র কর্মকর্তা আহত এবং তার ২ দেহরক্ষী নিহত হয়।

০৩-০৭-০৪ : বাগদাদের মার্কিন সৈন্যদের অবস্থানরত হোটেলে রকেট হামলায় ১ মেরিন সৈন্য নিহত হয়। অপর এক আক্রমণে আরো ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

০৫-০৭-০৪ : আনবার প্রদেশে মুজাহিদদের হামলায় ৩ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

০৬-০৭-০৪ : মার্কিন সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের মধ্যে এক তুমুল লড়াইয়ে ৪ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

০৭-০৭-০৪ : মার্কিন সৈন্যরা আনবার প্রদেশে ডিউটি পালনরত অবস্থায় মুজাহিদদের সাথে এক সংঘর্ষে ৩ জন মার্কিন মেরিন সৈন্য নিহত হয়।

০৮-০৭-০৪ : তাজির কাছে মুজাহিদদের রকেট আক্রমণে ৫ তাবদার ইরাকী সৈন্য নিহত হয়। আনবার প্রদেশে অভিযানকালে ৪ মার্কিন সৈন্য নিহত ও ২ জন আহত হয়। অপরদিকে রামাদিতে মুজাহিদরা মার্কিনীদের উপর হামলা চালালে ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও অপর ৩ জন আহত হয়।

০৯-০৭-০৪ : আমারায় ইরাকী ন্যাশনাল গার্ডের সদর দপ্তরে মুজাহিদরা হামলা চালালে দখলদার ৫ মার্কিন সৈন্য ও ২ জন তাবদার সৈন্য নিহত হয় এবং ১৮ জন মার্কিন সৈন্য আহত হয়।

১০-০৭-০৪ : বাগদাদে মুজাহিদরা মার্কিন টহল দলের উপর হামলা চালালে ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

১২-০৭-০৪ : উত্তর ইরাকে মুজাহিদদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সেনা বহরে টাঙ্কফোর্সের ১ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়। পৃথক আরেকটি হামলায় ৪ জন মার্কিন সৈন্য প্রাণ হারায়।

১৩-০৭-০৪ : বাগদাদের উত্তরে দুটি মার্কিন বহরে মুজাহিদরা হামলা চালালে অন্তত ৩ দখলদার মার্কিন সৈন্য নিহত ও অপর ৩ জন আহত হয়েছে। দখলদার বাহিনীর সহযোগী তাবদার ইরাকী শিয়া গ্রুপের এক আঞ্চলিক প্রধানকে মুজাহিদরা গুলী করে হত্যা করে।

১৬-০৭-০৪ : উত্তর ইরাকে রাস্তার পাশে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ২ মার্কিন সৈন্য নিহত ও ২ জন আহত হয়। হাদিসা শহরে একটি থানা ও সরকারী ভবনে গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে তাবদার সরকারের ১০ ব্যক্তি নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৩ জন তাবদার সরকারের পুলিশও রয়েছে। কিরকুকে একটি বাড়ীতে মুজাহিদরা রকেট হামলা চালালে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ৪ তাবদার নিহত ও ৩ জন আহত হয়।

১৯-০৭-০৪ : তিকরিতে দুটি থানায় পৃথক দুটি গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ২ জন তাবদার পুলিশ কর্মকর্তা নিহত ও অপর ৫ জন আহত হয়েছে।

২১-০৭-০৪ : এ দিনে বন্দর নগরী বসরার অন্তর্বর্তী গভর্ণর হাজেম তৌফিক আল আনাসীকে মুজাহিদরা গুলী করে হত্যা করে।

২২-০৭-০৪ : সামারায় মুজাহিদরা মার্কিন সৈন্যদের উপর হামলা চালালে কমপক্ষে ৫ জন দখলদার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

২৩-০৭-০৪ : সামারায় মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও অপর ৬ জন আহত হয়। রামাদি এলাকায় মার্কিন মেরিন সেনাদের সাথে মুজাহিদদের সংঘর্ষে ১৪ জন মার্কিন সৈন্য আহত হয়।

২৪-০৭-০৪ : সামারায় রাস্তার পাশে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ২ মার্কিন সৈন্য নিহত ও ১ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

২৬-০৭-০৪ : বাকুবায় মুজাহিদদের বোমার আঘাতে ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও ১ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

২৭-০৭-০৪ : এ তারিখে উত্তরাঞ্চলীয় শহর মসুলে একটি মার্কিন ঘাঁটির প্রবেশ পথে আত্মত্যাগী মুজাহিদদের ট্রাক বোমা হামলায় ৩ দখলদার মার্কিন সৈন্য ও তাবদার সরকারের ৩ জন ইরাকী গার্ড আহত হয়। এদিনেই বাগদাদে তাবদার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্নেল মোশাব আল আবাদীকে মুজাহিদরা গুলী করে হত্যা করে।

২৮-০৭-০৪ : বাগদাদে দখলদার বাহিনীর সুরক্ষিত সদর দপ্তর গ্রীনজোনে মুজাহিদদের উপর্যুপরি মর্টার হামলায় কমপক্ষে ১৪ জন মার্কিন সৈন্য আহত হয়েছে।

২৯-০৭-০৪ : এ দিনে বাকুবায় পুলিশ স্টেশনের সামনে আত্মত্যাগী মুজাহিদদের ভয়াবহ গাড়ী বোমা হামলায় তাবদার সরকারের পুলিশ বাহিনীতে যোগদানরত ৬৮ জন নিহত ও কমপক্ষে ১০০ জন আহত হয়েছে। এ দিনেই সোয়ারীরা নগরীতে মুজাহিদদের হামলায় তাবদার ইরাকী সরকারের ৭ জন সৈন্য সদস্য নিহত হয়েছে। অপরদিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বালাদরুজ শহরে মুজাহিদদের বোমা হামলায় ১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও ৩ জন আহত হয়।

বিঃ দ্রঃ মার্কিন সামরিক সূত্র একথা স্বীকার করেছে যে, বিগত জুলাই মাসে ইরাকী মুজাহিদদের হাতে সবচেয়ে বেশী মার্কিন সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মার্কিন সৈন্যদের মাঝে হতাশা পরিলক্ষিত করা গেছে। মুজাহিদরা একের পর এক মর্টার হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মার্কিন সৈন্য ও ইরাকী সরকারের সৈন্য সদস্যদের মাঝে ভীতির সৃষ্টি করেছে।

বন্যাতদের মাঝে জামা'আতুল মুজাহিদীনের ত্রাণ বিতরণ।

আল-মাগাযী ডেস্ক : ভয়াবহ বন্যায় আশ্রয়হীন মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে জামা'আতুল মুজাহিদীন নামের একটি জিহাদী সংগঠন। বন্যার কারণে যখন মানুষ অসহায় অবস্থায় জীবন-যাপন করছে; তাকিয়ে আছে ত্রাণের আশায় তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়াল এ সংগঠনটি। একটি সূত্রে প্রকাশ দেশের বন্যা কবলিত প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এ সংগঠনটি ত্রাণ বিতরণ করে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে, চিড়া, চাল, ঔষধ, শাড়ী, লুঙ্গী, শুকনা খাবার ইত্যাদি। অসহায় মানুষের সেবা ও মুক্তির জন্যই এ সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। বন্যা পরবর্তী সময়ে দুঃস্থ মানুষের পুনর্বাসনের জন্য সংগঠনটি এদের ফান্ডের একটি অংশ ব্যয় করবে বলে জানা যায়; নেতৃত্বের আশায় নয়। বরং ইসলামের জন্য এরা এ ত্রাণ বিতরণ করছে, যা এদের কার্যক্রমের দ্বারা সু-স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ?

প্রশ্ন : কোন ইসলামী দলের শত্রু আর ইসলামের শত্রুর মধ্যে পার্থক্য কি? ইসলামী কোন দল বা মুসলিম কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে আয়েম্মা মুজতাহিদীন ও ফুকাহাগণের অভিমত কি?

উত্তর : প্রশ্নের ধরণ দেখে মনে হয়, প্রশ্নকারী কোন ইসলামী দল বা ইসলামের বিরোধিতায় মাঠে নামবেন। তাই ইসলামী দলের শত্রু আর ইসলামের শত্রুর মধ্যে পার্থক্য খুজছেন। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামী দল ও ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের।”

(সূরা নিসা : ৫৯)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ مَنْ يُطِيعُ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَانِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃত পক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল।”

(বুখারী, মুসলিম)

দল এবং ইসলাম সম্পর্কে ওমর (রাঃ) বলেছেন :

لا إسلام إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بالإمارة ولا إمارة إلا بطاعة

অর্থ : ‘জামাআত (দল) ছাড়া কোন ইসলাম নেই, আমীর ছাড়া কোন সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া কোন নেতৃত্ব নেই।’

জামাআত ছাড়া যখন ইসলামই হয় না তাহলে ইসলামী দল এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অতএব সঠিক কোন ইসলামী দলের শত্রু আর ইসলামের শত্রুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সঠিক ইসলামী দলের শত্রু তারাই যারা কাফের, মুশরেক, মুরতাদ এবং যারা সংঘবদ্ধ ইসলামী দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার কাজ করে। এদের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

لَنْ لَمْ يَنْتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا -
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلًا -

অর্থ : “মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব।

অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে।” (সূরা আহযাব - ৬০, ৬১)

عن عر فجة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من اتاكم وامركم جميع علي رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جما عتكم فاقتلوه

অর্থ : ‘আরফাজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এক নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করবে।’

(সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী সম্পর্কে বিধান।)

অতএব কোন সঠিক ইসলামী দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি মুসলমান হলেও দল ভাঙ্গার অপরাধে তাকে হত্যা করতে হবে।

কোন মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামী দলের বিরুদ্ধে অযথা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবেনা। তবে যদি-

.....إلا بحق الإسلام

ইসলামের হক নষ্ট করে, যে কারণে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ২০০ ওলামার

أقوال الائمة و الدعاة في بيان ردة (فتوى) ফতোয়া সম্বলিত নামক কিতাব পড়ুন।

প্রশ্ন : দ্বীন কায়েমের কথা বলে বল প্রয়োগ করে চাঁদা আদায় ও সহযোগিতা আদায়ের বৈধতার দলীল কি? এতে অস্বীকার ও অপারগতা প্রকাশকারীকে কোন রকম হুমকি বা চ্যালেঞ্জ এর মুখে দাঁড় করানোর বৈধতা কতটুকু?

উত্তর : কোন মুসলিম ব্যক্তি দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে স্বতস্ফুর্ত-ভাবেই সহযোগিতা করবে। এতে কোন বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবেনা, আর সে কখনো অপারগতাও প্রকাশ করবেনা। সামর্থ অনুযায়ী অবশ্যই সহযোগীতা করবে। আর যদি সে ব্যক্তি কাফের, মুশরিক বা মুরতাদ হয় তাহলে তার ধন-সম্পদ হুমকি-ধমকি এমনকি তাকে হত্যা করে কেড়ে নিয়ে দ্বীন কায়েমের কাজে লাগানো বৈধ। রসূল ﷺ সারিয়া-গয়ওয়া করে কাফের-মুশরিকদের সম্পদ ছিনিয়ে এনে একমতে দ্বীনের কাজে লাগিয়েছেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বের সারিয়াগুলি প্রধানত তিনটি কারণে আল্লাহর রসূল ﷺ সংঘটিত করেছেন।

এক : কাফিরদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল করে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া।

দুই : অর্জিত গণিমত দ্বারা মুসলিম মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের যোগান দেয়া।

তিন : ছোট ছোট সারিয়া করার মাধ্যমে মুজাহিদ বাহিনীকে শক্তি, সাহস ও দক্ষতা অর্জন করানো। যার ফলে সামনে বড় কোন গায়ওয়ার জন্য তারা উপযুক্ত হতে পারে।

নিম্নে কিছু সারিয়া ও গায়ওয়ার বর্ণনা দেয়া হলো যার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই ছিল কাফেরদের সম্পদ ছিনিয়ে এনে দীন কায়েমের কাজে লাগানো।

✱ সারিয়া সিয়ুল বাহর : প্রথম হিজরীর রমযান মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। রসূলুল্লাহ ﷺ হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব (রাঃ) কে এর সেনানায়ক মনোনীত করেন। রাবেগ প্রান্তরে এই কাফেলা আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়। আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিলো দু'শ। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি তীব্র নিক্ষেপ করে।

✱ গয়ওয়ায়ে আবওয়া : দ্বিতীয় হিজরী সফর মোতাবেক ৬২৩ সালের আগস্ট।

এই অভিযানে সত্তরজন মোহাজের সমভিব্যাহারে রসূল ﷺ গমন করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ করা।

✱ গয়ওয়ায়ে বুয়াত : ২য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এই অভিযানে রসূল ﷺ ২০০ সাহাবাসহ রওনা করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা ধাওয়া করা। এই কাফেলায় উমাইয়া ইবনে খালফসহ কোরায়শদের একশত লোক এবং উট ছিলো আড়াই হাজার।

✱ গয়ওয়ায়ে যিল উশায়রা : ২য় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল এবং জমাদিউসসানী মোতাবেক ৬২৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর। এই অভিযানে রসূল ﷺ এর সাথে দেড় থেকে দু'শ মোহাজের ছিলেন। এতে অংশগ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করা হয়নি। মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে পৌত্তলিকদের এ ধরনের একটি কাফেলাকে ধাওয়া করতে এ অভিযান চালানো হয়। এই কাফেলায় কোরায়শদের প্রচুর মালামাল ছিল। নবী ﷺ এই কাফেলাকে ধাওয়া করতে যিল-উশায়রা নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছিলো। এই কাফেলাই সিরিয়া থেকে ফেরার পর নবী ﷺ তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তারা মক্কায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার জের হিসেবে পরবর্তীকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

✱ সারিয়াহ নাখলাহ : ২য় হিজরী রজব মোতাবেক ৬২৪ সালের জানুয়ারী। এই অভিযানে রসূল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের নেতৃত্বে বারোজন মোহাজেরের একটি দল প্রেরণ করেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য একটি করে উট ছিল। সেনাপতির হাতে রসূল ﷺ একখানি চিঠি দেন এবং বলেন যে, দুই দিন সফর শেষে যেন তা' পাঠ করা হয়। দুই দিন সফর শেষে তিনি চিঠিখানি খুলে পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল,

তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় অবতরণ করবে এবং সেখানে কোরায়শদের একটি কাফেলার জন্য ওৎ পেতে থাকবে। পাশাপাশি খবরা খবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে।

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) নাখলাহ পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে, সেই পথ পাড়ি দিয়ে কোরায়শদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা অতিক্রম করেছে। সেই কাফেলায় কিসমিস, চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে। সেদিন ছিল যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস রজবের শেষ দিন। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই দিনে কোরায়শদের উপর আক্রমণ করলেন। অতঃপর সাহাবীগণ ২জন বন্দী এবং জিনিসপত্র নিয়ে মদীনায় হাজির হন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বন্দী, প্রথম কাফের হত্যা এবং প্রথম গণিমত।

নিষিদ্ধ মাস হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা নিকট একাজ এতই পছন্দ হয় যে, এর সপক্ষে সুরা বাকারার ১৯০-১৯৩ নং আয়াতগুলি নাযিল করেন।

✱ সারিয়া যায়েদ বিন হারেছা : ওহ্দের যুদ্ধের আগে এটি ছিল মুসলমানদের শেষ সফল অভিযান। ৩য় হিজরীর জমাদিউস সানীতে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

মুসলমানগণ কোরায়শদের ব্যবসা বাণিজ্যের সকল পথগুলি অবরোধ করে ফেলেছিল। একারণে কোরায়শরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, কিভাবে তারা ব্যবসা করবে। পরে পরামর্শক্রমে তারা মদীনার এবং সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী পথগুলি পরিহার করে ইরাকগামী পথ ধরে (যা অনেক ঘুরা) নজদ হয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করল।

পরিকল্পনা মোতাবেক কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা সফওয়ান বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে অগ্রসর হল। কিন্তু এই সফরের খবর গোয়েন্দা মারফত মদীনায় পৌঁছে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর পাওয়ার পর কোরায়শী কাফেলার উপর অবিলম্বে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। একশত সওয়ারের একটি বাহিনী যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। যায়েদ (রাঃ) দ্রুত গিয়ে কারাদাহ নামক জায়গায় তাদের দেখা পেয়ে আক্রমণ করেন। মুসলমানদের আকস্মিক এ হামলায় কোরায়শরা দিশেহারা হয়ে যায়। তারা সকলেই পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এক লাখ দেহরহাম মূল্যমানের মালামাল গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। (আর রাহীকুল মাখতুম/সিরাতে ইবনে হিশাম)

প্রশ্ন : মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্রে হামলা করার শর্ত ও দলিল কি কি ? এতে নিহত নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের ক্ষতি পূরণের দায়-দায়িত্ব শরয়ী দৃষ্টিতে কাদের ওপর বর্তাবে এবং তা কতটুকু?

উত্তর : প্রশ্নকারীগণ নীলছবি প্রদর্শনকারী সিনেমা হল বা অশ্লীলতা পূর্ণ নাইট ক্লাবগুলিকে মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্র

আখ্যায়িত করেছেন। কেননা বর্তমানে মুসলমান নামের ব্যক্তিরাই এগুলোতে গমণ করছে এবং মুসলমান সরকারেরাই এগুলোর বৈধতার লাইসেন্স দিয়েছে। এখান থেকে আদায়কৃত টাক্স দিয়ে সরকারী মসজিদের ইমামের বেতন ও সরকারী মাদ্রাসার হুজুরদের বেতন ভাতা ও ঈদ বোনাস দিয়ে থাকেন। আমাদের জানামতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এবং কোন মুজতাহিদীন বা ফুকাহা অথবা কোন মুফতি সাহেব এগুলোকে কখনো মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে ফতোয়া দেন নাই। এমনকি ইসলামের শত্রুরাও কখনো এগুলোকে মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে মনে করে না। আজ যদি কোন ইসলামের বিজ্ঞ (!) পণ্ডিত ব্যক্তি এগুলোকে মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে আখ্যায়িত করে মুসলিম নারী-পুরুষদেরকে অবাধ অশ্লীলতার বৈধতাদান করেন, তাহলে ইহুদী খৃষ্টানরা ইসলামের এজাতীয় বিজ্ঞ (!) পণ্ডিতদেরকে “উদারতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী” হিসেবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করতে পারে, কিন্তু ওলামা-তালাবা ও ফুকাহাদের দরবারে তারা ইসলামের এযুগের উজ্জল নক্ষত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন বলে মনে হয় না।

শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায (রঃ) বলেন,
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأفراد
 وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على انكاره-
 الشرك والكفر وأعياد المشركين والاجتماع على شرب الخمر والتدخين والأغاني والالتطرب وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات

“সংকাজের নির্দেশ এবং অসং কাজের প্রতিরোধ করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। যখন অন্যায় সংঘটিত স্থানে প্রতিরোধ করার মত কেউ থাকে না তখন একাজ সবার জন্য ফরজে আইন হয়ে যায়।

হাফেজ ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে ইবনে বায (রঃ) আরও বলেন, “মুনকার বা অন্যায় এর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো হচ্ছেঃ- শিরক, কুফর, মুশরিকদের সহযোগিতা করা, মদ্য পান ও নেশার আড্ডাখানা, গান বাজনার আসর, সিনেমা হল বা এ জাতীয় অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্র।” শায়েখ বিন বায (রঃ) তার লিখিত ফতোয়ার কিতাবে একটি অধ্যায়ে রচনা করেন যা এরূপ- “সংকাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধ প্রতিরোধ হচ্ছে সামাজিক কল্যাণের উপায় এবং পরিদ্রাবের তরী” এ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেনঃ

“যদি কোন মুসলিম শাসক সরকারীভাবে সংকাজের আদেশ এবং অসংকাজের প্রতিরোধ করে তখন ব্যক্তিগতভাবে কারো জন্য একাজ হল নফল। যদি সরকারীভাবে না করা হয় তবে কিছু লোক একাজ করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেহই একাজ না করে এবং “মুনকার” বা অন্যায় চলতেই থাকে তাহলে সকল

মুসলমান এই ফরজ কাজটি আদায় না করার ফলে গুনাহগার হবে। অতএব যারা অন্যায় প্রতিরোধ করতে যাবে তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সামান্য বেতরাঘাতের দ্বারাই যদি অন্যায় বন্ধ হয়ে যায় তবে অন্যায়কারীদেরকে কোমরের নীচের অংশে বেতরাঘাত করবে। আর যদি কোথাও সরকারীভাবে বা বেসরকারীভাবে সশস্ত্র প্রহরার মাধ্যমে অন্যায় কাজ চলতে থাকে তাহলে যারা তা প্রতিরোধ বা উৎখাত করতে যাবে তারাও সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।” (মাজমায়ে ফাতওয়া ১ম খন্ড ২৬৪-২৬৭ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় খন্ড ২১২-২১৪ পৃষ্ঠা)।

বর্তমানে অনেক মুসলিম প্রধান দেশেই ব্যাশ্যালয়, নাইটক্লাব, অশ্লীল সিনেমা হল, মদ জুয়ার আসরসহ অনেক শিরকের আস্থানা সশস্ত্র সরকারী প্রহরার মাধ্যমে চালু রাখা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ওলামায়ে হক্ গণের ফতোয়া অনুযায়ী এসব অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে সশস্ত্র হামলা করে এগুলো উৎখাত করা মুসলমানদের উপরে ফরজ।

যেহেতু এইসব বিনোদন কেন্দ্রগুলি প্রকাশ্যে চলছে অতএব এগুলো (كفر بواح) কুফরুন বাওয়াহ তথা (اثم بواح...) ইসমুন বাওয়াহ।

الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان
 অর্থঃ “কিন্তু যদি তাদের মাঝে কুফরুন বাওয়াহ-এর কাজ দেখা যায় যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে।” (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

অর্থঃ যদি প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে গুনাহের কাজ সংঘটিত হতে দেখা যায়।

(ফতহুল বারী শরহে বুখারী ১৩খন্ড ৮ম হাদীস)
 কুফরুন বাওয়াহ এর অর্থ ইসমুন বাওয়াহ। ইসমুন অর্থঃ গুনাহ। বাওয়াহন অর্থঃ প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে। অর্থাৎ যে গুনাহের কাজ প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয় তাকে ইসমুন বাওয়াহ বা কুফরুন বাওয়াহ বলা হয়। উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ কুফরুন বাওয়াহ এবং ইসমুন বাওয়াহকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

কোরআন-হাদীসে শিরক ও কুফরকে কিতালের মাধ্যমে উৎখাত করতে বলা হয়েছে। যদি এইসব গুনাহের কাজগুলি গোপনে সংঘটিত হয় বা ব্যাপকতার পর্যায়ে না পৌঁছে তাহলে তা উৎখাতের জন্য কিতালের প্রয়োজন নাই।

আর যদি এসমস্ত গুনাহের কাজ ظاهرًا-بواحا প্রকাশ্যে সংঘটিত হয় এবং ব্যাপকতার পর্যায়ে পৌঁছে অথবা এগুলো শিরক এবং কুফরে বাওয়াহার ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে কিতালের মাধ্যমে উৎখাত করতে হবে।

কিতালের উদ্দেশ্য হতে হবে ফিৎনা উৎখাত করা। অতএব যদি কোন বিনোদন কেন্দ্রে প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়, যেমনঃ- প্রেক্ষাগৃহে নগ্ন বা অর্ধ

নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন বা যৌন চিত্র প্রদর্শন, নাইট ক্লাবে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও দেহদান। এসব কর্মকাণ্ড স্পষ্ট হারাম, কুরআন হাদীসে যার স্পষ্ট দলীল রয়েছে। উক্ত গুনাহের কাজগুলো প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে কোন স্থানে সংঘটিত হওয়ার কারণে সে স্থানগুলো কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে যায়। এই ঘাঁটিগুলো কিতালের মাধ্যমে উৎখাত করা ফরজ।

যদি এই **كفر بواح** এর ঘাঁটিতে কোন নেককার ব্যক্তি বা বুয়ুর্গানে দ্বীনকে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাহলে তাঁর সামনে শিরক ও কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটি উৎখাত করা যাবেনা, এমন কোন দলীল আমাদের জানা নাই।

এসমস্ত ফিৎনা বা কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটিগুলো উৎখাত করার সময় কাউকে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয় বরং ফিৎনা নির্মূল করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ফিৎনা নির্মূল করতে গেলে কিছু লোক মারা যাবে বলে ফিৎনার ব্যাপকতা বাড়তে দেওয়া যাবে না।

وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ

অর্থ : “আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।” (সূরা আনফাল ৩৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে যে : “ইবনে উমর (রাঃ) বলেন- আমরা তো ফিৎনাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বহু যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত ফিৎনা দূর হয়ে গেছে। এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।” অনুরূপভাবে অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে আক্রমণের ফলে দ্বীন গায়রুল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়ার কোন আশংকা নেই বরং তা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই সহায়ক হবে। অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে আক্রমণ মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের মত কোন ঘটনা নয়।

যদি কোন ব্যক্তি অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে প্রবেশ করে, তবে তাকে ধরে এনে হত্যা করা যায়েয নয়। কারণ তার এই পাপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু ফিৎনা উৎখাতের সময় কুফরে বাওয়াহার ঘাঁটিতে তার উপস্থিতির কারণে যদি কোন নারী, শিশুও নিহত হয়, তবে তার জন্য আক্রমণকারীদের কোন অপরাধ হবেনা। এবং নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এবং এর দায়দায়িত্ব কারও উপর বর্তাবে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন বনি মুস্তালেকে অতর্কিত আক্রমণ করেন, তখন কিছু নারী-শিশুও এ আক্রমণের স্বীকার হয়েছিল, অথচ এই আক্রমণকে অবৈধ ঘোষণা করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোন আয়াত নাযিল করেননি।

আল্লাহর রসূল ﷺ নিছক কাফেরদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন নাই বরং পৃথিবী হতে কুফুরি দূর করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছেন। আর এসমস্ত যুদ্ধে কিছু কাফের

নিহত হয়েছে। অতএব মুসলমানদের তথাকথিত বিনোদন ক্ষেত্রে আক্রমণের উদ্দেশ্য নারী-শিশু বা সাধারণ মানুষ হত্যা নয় বরং ফিৎনা বা কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটি উৎখাত করাই উদ্দেশ্য। তবে তা করতে গেলে এসমস্ত ফিৎনার সাথে যারা জড়িত এবং কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটিতে অবস্থান করছে এরকম কিছুলোক মরতেও পারে।

নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রকাশ্যে সুদি কারবার চলত এবং এখান থেকে সারা বিশ্বের সুদি কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করা হত, এটি একটি কুফরান বাওয়াহার ঘাঁটি ছিল। এ কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেখানে হামলা করা বৈধ হয়েছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে একটি অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে যে হামলা হয়েছিল তা বৈধ ছিল, কারণ এটি ছিল একটি কুফরান বাওয়াহার কেন্দ্র।

বাংলাদেশের একজন কুখ্যাত নাস্তিক-মুরতাদ ডঃ হুমায়ূন আজাদ তার প্রকাশিত “পাক সার জমিন সাদ বাদ” নামক এক উপন্যাসে জিহাদকে ব্যঙ্গ করে বলেছে : “আমরা একলা নই আমাদের ভাইয়েরা আছে দুনিয়া জুড়ে, তারা তাদের কাজ করে চলেছে; কোথাও যদি কোন দালানের ওপর এরোপ্লেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, যদি কোন গাড়ি হাসপাতালে হোটেলে ঢুকে সব কিছু চুরমার করে দেয়, যদি কোন প্রমোদ কেন্দ্রে বোমায় ৩০০জন মরে, তখন বুঝি সেটা আমাদেরই ভাইদের কাজ; এক অর্থে আমাদেরই কাজ। এটা জিহাদ। আমরা আমাদের কাজ করে চলছি; ‘বোজলা, ইসলামের নামে খুন করলে পাপ নাই, আর ইহা খুন না, ইহা হইল কাফের সরাইয়া আল্লাহর রাইজ্য স্থাপন; তাইলে জান্নাতুল ফেরদাউছ পাওয়া যাইব, যেইখানে হুরদের লগে দিনরাত ছহবত করতে পারবা। ইছলামের জইন্য একেকটা কাফের মারবা একেকটা হুর পাইবা, সোবহানাল্লা।’ মুরতাদগো খুন করলে জান্নাতুল ফেরদাউছ পাইবা, সেইখানে হুরদের সঙ্গে শরাবন তহরা খাইয়া রাত দিন কাটাইবা, সেইখানে ছহবত করবা, দুনিয়ার ছহবতের থাইকা অই ছহবত ৭০ কোটি গুন মিঠা, সোবহানাল্লা।” এই উপন্যাসটি ঈদ সংখ্যাতেও প্রচারিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক ২০/১১/২০০৩।

মুরতাদ হুমায়ূন আজাদ তার লেখায় রসূল ﷺ ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে এ রকম আরো অনেক জঘন্য মন্তব্য করেছে যা অমার্জনীয় অপরাধ। যাই হোক মুরতাদ হুমায়ূন আজাদের লেখা উপন্যাসে প্রমোদ কেন্দ্রে বোমা হামলার জন্য মুজাহিদদের যেভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে প্রশ্নকারীর প্রশ্নে “মুসলমানদের বিনোদন ক্ষেত্রে হামলা করা জায়েযের শর্ত ও দলিল কি কি?” বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে প্রশ্নকারীর বক্তব্য ও হুমায়ূন আজাদের বক্তব্য একই রকম।

মুসলিম জাগো

আমিনুল ইসলাম (লিয়ন)

জাগো মুসলিম, মুসলিম জাগো
আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য
কোরআন তোমার সেই ধর্মের মহাবাণী
তুমি জাগো, মুসলিম তুমি জাগো,
তুমি ঘুমাবার জাতি নও
তুমি নত শির নতজানু পুঙ্গব নও
তুমি সকল জাতির শীর্ষে রবে
তুমি জাগো, মুসলিম তুমি জাগো
তুমি মুক্ত ধরিত্রীর মুক্ত শিশু
তোমায় রুখে কে ?
তুমি কারবালা প্রান্তরে হোসেনী ডাক
খাইবারে তুমি হায়দারী হাঁক,
তুমি জাগো, মুসলিম জাগো,
হে মুসলিম, তুমি সেই বীরের বংশ
ভূবনের মুশরিক জাতিকে যারা করেছিল ধ্বংস
তোমাদের তেজস্বিনী অশ্বের হেঁস্বা ধ্বনিতে
মুশরিক, তাগুত শিবির ছিল টলমল জনপদ
আজ কোথায় তোমার সেই সুপ্ত সূর্য
বাহু বল, কোথায় সেই শক্তি !
তোমরাতো পোষা কুকুরের মত মুশরিকদের
করছো শ্রদ্ধা-ভক্তি
ছিঃ মুসলিম ছিঃ, ছিঃ মুসলিম ছিঃ
আমিতো তোমায় দেখেছি উল্লেদে
দেখেছি বদরে!
আরও দেখেছি ন্যায় নিশান উড়াতে
আরবের মরু প্রান্তরে ।
তোমার আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে
ভূবনে ভূবনে ছিল কম্পিত মুশরিক
আজ আর দেখিনা সেই জয়বা
গুনিয়া সেই হুংকার,
কাফেরের পদতলে খুঁজছো মুক্তি
ধিক্ মুসলিম! ধিক্!